অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস হইতে

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

নাটকাকারে রূপান্তরিত

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

সপ্তম সংস্করণ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

রমাবল্লভ	...	রাজনগরের জমীদার
মৃগাঙ্কমোহন	..	ধনাঢ্য যুবক (রমাবল্লভের দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়)
আদ্যনাথ, অম্বরনাথ, সুধাকর, চাঁদমোহন, নবীন, হলধর	...	টোলের ছাত্রগণ
বিশ্বম্ভর		উকীল
রূপরাম	...	রমাবল্লভের দেওয়ান
রমণীমোহন যামিনীমোহন সজনীমোহন	...	পল্লীযুবকগণ
পরাণ মণ্ডল	..	জেলে
মহেশ মণ্ডল	...	চাষা
রামশরণ	..	জ্যোতিষী
জগতিমোহন	...	ডাক্তার
মথুর	...	মৃগাঙ্কমোহনের ভৃত্য

ইয়ারগণ, ভৃত্য, আরোহিগণ, কুলিগণ, ডাক্তার ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

কৃষ্ণপ্রিয়া	...	রমাবল্লভের পত্নী
বাণী	...	ঐ কন্যা
তুলসী	...	ঐ প্রতিবেশিনী
অম্বা	...	মৃগাঙ্কের স্ত্রী
জহরা	...	বাঈজী
কেলোর মা	...	মথুরের পত্নী

দাসী ও প্রতিবেশিনীগণ

মন্ত্রশক্তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগর—টোলের প্রাঙ্গণ

সম্প্রতি এই টোলের বৃদ্ধ আচার্য্য জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ৺লাভ করিয়াছেন। এই টোলের একজন নবাগত ছাত্র, গ্রামের জমিদারবাবুদের উইল অনুসারে এবং চূড়ামণি মহাশয়ের শেষ সম্মতিক্রমে, তাঁহার গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হইয়াছে। এই নিয়োগ টোলের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই মনোনীত হয় নাই; তাহারা ইহাতে বরং একপ্রকার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য জল্পনা করিতেছে।

আদ্যনাথ, নবীন, চাঁদমোহন, সুধাকর, হলধর প্রভৃতি ছাত্রগণ

আদ্য। মতিভ্রম—মৃত্যুকালে আচার্য্যের মতিভ্রম হ'য়েছিল; শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কথা—বুঝেছ নবীন? মৃত্যুর ছ'মাস পূর্ব্বে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই।

নীবন। হ, হতি পারে সৈম্ভব!

আদ্য। নইলে এমন অজ্ঞানের মত কাজ জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি করেন?

একটা অর্ব্বাচীন—যাকে রসুয়ে ব্রাহ্মণ ব'ল্লেও বেশী বলা হয় না, ভাতের ফেন গেলে গেলে যার হাতের তিনপুরু ছাল উঠে গেছে, সেই হ'ল কিনা টোলের আচার্য্য, ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত! অম্বর—অম্বা—অম্বে! আচ্ছা, আমিও আদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, শুদ্ধশ্রোত্রীয়, আমিও দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল!

চাঁদ। আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে! কি অন্যায় দেখ দেখি। ঐ একফোঁটা ছেলে—ওর কাছে গিযে পাঠ নিতে হবে?

হল। এই এতবড় গোঁফ্ নিয়ে? ছি ছি ছিঃ—গলায় দড়ি, আমাদের গলায় দড়ি!

চাঁদ। মনে ক'রেছিলেম এবার স্মৃতির পরীক্ষাটা দেব, তা দেখছি ইতি ক'রতে হ'ল।

আদ্য। আরে অধ্যাপনার কথা ছেড়ে দাও, ও যে ঠাকুর বাড়ীর পূজারী হ'ল ও পূজাপদ্ধতির জানেই বা কি, শিখলেই বা কোথায়? মূর্খস্য মূর্খ, নাস্তিক, ভণ্ড, অপোগণ্ড, গলা টিপলে দুধ বেরোয়!

নবীন। তাও গাব-দুগ্ধ নয়, বা'রায় মাতৃ-দুগ্ধ! বোঝ্ছনি চাদমোহন? (বলিয়া চাঁদমোহনকে কনুয়ের গুঁতা দিল) হঃ হঃ হঃ।

চাঁদ। আর এও বুঝতে পারিনি দাদা, আপনি থাকতে আচার্য্য ওরই বা এত বশীভূত হ'লেন কি ক'রে? ও আর ক'দিন এ টোলে এসেছে? বড় জোর মাস আষ্টেক। আপনার তো হ'ল প্রায় আট বছর!

হল। আর—আমার, এগার বছর।

চাঁদ। আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিন্। এও একটা প্রহেলিকা!

নবীন। যাদু! বোঝ্ছনি? যাদু! পাচীর মা'র খেল্ দেহায়ে দেলে!

আমরা তো ইস্তক ঠাওর করছিলাম—গুরুদেব হিঙ্গা ফোক্‌বন আর আইন্থ-দা আমাগোর আইচার্য্য না হয়্যা পঠন পাঠন করবন্, মইন্দিরে বৈস্যা ঘণ্টা বাইন্থ করবন্। তা অইল ঘণ্টা! ও কাঙালের পুত—বোঝছনি চাদমোহন—আমার ই অয়, কি ঔষধ কৈরা, জারি খাওয়াইয়া, আইচার্য্যের দফা এহেবারে গয়া করছে!

আন্থ। আচার্য্য নেই, ও মিটমিটে সয়তান সব পারে! নাস্তিকের অসাধ্য কি? বলে, আত্মা পরমাত্মা অভেদ! জন্ম মৃত্যুও ওর কাছে অভেদ? সেদিন সুধাকরকে বেদান্তদর্শন নিয়ে কি বোঝাচ্ছিল, ওকেই জিজ্ঞাসা কর। বলে, "সর্ব্বং-খল্বিদং ব্রহ্ম"। কীটপতঙ্গও ব্রহ্ম! শঙ্করাচার্য্য হ'ল একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দেবদ্বেষী অনাচারী সন্ন্যাসী—আর ও মূর্খ ব'ল্লে কিনা "শঙ্করো শঙ্করঃ সাক্ষাৎ!" কি বলনা হে সুধাকর?

হল। উন্মাদ—উন্মাদ—

সুধা। না, তা ঠিক নয়; তবে কিনা, বয়স অল্প হ'লেও অম্বরের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে। শঙ্করের মায়াবাদ তো প্রতিষ্ঠা ক'রলে! যুক্তিতর্কে তোমরা তো কেউ আত্মার বহুত্ব প্রমাণ ক'রতে পারলে না!

আন্থ! যুক্তিতর্ক! ওর সঙ্গে যুক্তিতর্ক ক'র্‌ব আমি? আমি ঘৃণায় কথাই কইলেম না। আমি কেবল ব'সে ব'সে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম যে, কালে কালে হ'ল কি? ব'ল্লে শঙ্করের কথা আপ্ত-বাক্য! ব'ল্লে "সোঽহং"! ছি ছি কি পাপ! ও এ টোলে থাকলে, দেখছি দু'দিনে চতুষ্পাঠী হবে মিশনারি ইস্কুল!

নবীন। আর সুধাকর ভায়া চৈক্ষু বুইজ্যা কবন্ "আলোয় আসচি,

অন্ধকার অইতে আলোয় আসচি!" নাঃ হিন্দু হৈয়া এ কহনো সৈহ্য করা উচিত নয়। বোঝ্ছনি চান্দমোহন ?

সুধা। তাতো নয়, কিন্তু কি ক'রবে ?

আত্ম। কি ক'রব তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি তোর মত খোসামুদে নই, বুঝলি সুধাকর, যে পুঁথি খুলে ঐ ছোঁড়াটার কাছে বুঝতে যাব—"বুদ্ধিসিদ্ধান্ত ভদসৎ"—এর মীমাংসা কি ? আমরা ভণ্ডের সংশ্রবে থাকতে ঘৃণা বোধ করি। আমরা এখনি এই জমীদার বাড়ী চ'ল্লেম, দেখি এ'র প্রতীকার হয় কি না। অ্যাঁ! আত্মা পরমাত্মা এক ? এই কৃমিকীটতুল্য হেয মানুষ আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভেদ নেই মহাভারত! মহাভারত! অশ্রাব্য! এ গর্ব্বিত প্রলাপ একেবারেই অশ্রাব্য। তুমি না যাও, থাক সুধাকর—আমরা সবাই চ'ল্লেম জমীদার বাড়ীতে ; এস হে, এস, পাপীর সঙ্গে থাকলে পাপ বৃদ্ধি হয়।

হল। ঠিক বলেছ—

নবীন। সৈত্য—অবিমিশ্র সৈত্য! শিখা উন্মোচন কর, চাণক্যের ন্যায় শিখা উন্মোচন কর—মাইত্ত-দা! ও চ্যাংরারে না খ্যাদয়ে আর শিখা বাইন্ধ না!

আত্ম। চল, দেখি কি হয়। আমি সহজে ছাড়ছিনি। আমি ওকে দেশছাড়া ক'রবই—ওর টোল ভাঙ্গব—

নবীন। কও তো ওর মাথাটা ভাইঙ্গে, দূর হ'তি আঁদারে, পাতিলের চ্যারা না মাইরে—হঃ বোঝ্ছনি চান্দমোহন ?

চাঁদ। চল দেখা যাক্—দুর্গা! দুর্গা!

সুধাকর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সুধা। গতিক দেখছি ভাল নয়। এরা যে রকম ক্ষেপেছে, একটা কাণ্ড বাধাবে। অম্বরের কিন্তু এদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই, নিজের খেয়ালেই থাকে। এতবড় একটা পদ পেয়েছে এই অল্প বয়সে, কিন্তু তাতে একটুও গর্ব্বিত নয়; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও নরম, আরও বিনয়ী হ'য়েছে। সেই পূর্ব্বের ন্যায় নিজের হাতেই সব করে; টোলের ছাত্রদের ভাত রাঁধা, তাদের সুবিধে অসুবিধে দেখা, কাট-কাটা, জল-তোলা পর্যন্ত দরকার হ'লে—কাউকে কোন হুকুম নয়; এমন মহৎ চরিত্র, অথচ দেখছি, টোলশুদ্ধ তার শত্রু! কি আশ্চর্য্য!

পরাণ জেলের প্রবেশ

পরাণ। দা-ঠাকুর কৈ গো! দা-ঠাকুর! (সুধাকরকে প্রণাম করিয়া) দণ্ডবৎ গো ঠাকুর, দণ্ডবৎ। একা দাঁড়িয়ে আছ? আমাদের দা-ঠাকুর কোথা? শোনলাম দা-ঠাকুর আমার নতুন পুৎ মশাই হ'য়েছেন, তাই দণ্ডবৎ করতি আসলাম। আহা! দা-ঠাকুর তো একটা দ্যাবতা! এমন মনিষ্যি পিরথিমিতে আর জন্মায়নি!

সুধা। কিরে পরাণ, আবার পোঁটলা বেঁধে কি এনেছিস? তোরাই দেখছি আমাদের জাত মারবি!

পরাণ। হ্যাঁ—কি যে বও ঠাকুর! তোমরা বেরাহ্মন—দ্যাবতা—তোমাদের জাত মারব আমরা—জেলে মালা? তোমাদের জাতটা কি এতই ঠুন্‌কো গো? দা-ঠাকুর নেই বুঝি? তাহ'লি আর এক সময় আসপ? দণ্ডবৎ—চল্লাম এখন।

সুধা। না, আর যেতে হবে না—ঐ তোর দা-ঠাকুর আসছে।

অম্বরনাথের প্রবেশ

পরাণ। হ্যাঁ, তাই তো গো, ভাগ্যি আমার! দণ্ডবৎ গো দা-ঠাকুর—দণ্ডবৎ।

অম্বর। কিরে পরাণ, ভাল তো? তোর ছেলেপিলে, আতুরী সব ভাল আছে তো?

পরাণ। আর এতেও ভাল থাকবনা দা-ঠাকুর? আপনার ছিচরণ কেম্‌পায় পেরাণগতিক সব এক পেম্নকার ভালই যাচ্ছেন।

অম্বর। কি মনে ক'রে রে এই সকালবেলা?

পরাণ। আর কি মনে ক'রে। (হাসিয়া) তুমি পুৎ মশাই হ'য়েছেন, এতে যে এই তোমার এই ছিচরণের দাস পরাণ মণ্ডলের পেরাণডার মদ্দি কি কাণ্ড কর্ত্তি নেগেছে, তা মুখ্যু নোক কি ক'রে ব্যাখান করি। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তুমি হ'লে এখন বড় ভটচার্জ্জি! ওঃ ধম্ম আছে, ধম্ম আছে? তোমার ছাওয়ায় দাঁড়াবার যুগ্যি নয়—খালি তোমার হিংসে ক'রে মরে—এইবার তাদের বুক ফাটুক! আর তো তোমায় কিছু ব'লতি পারবেনা।—এই নাও দা-ঠাকুর, ক'ডা বেলাতী আমড়া নতুন গাছে হয়েলো, মনে ভাবলাম, দ্যাবতার ছিচরণ দেখতি যাব—খালি হাতে যাব—তাই নিয়ে আলাম কাপড়ে বেঁদে! পেন্নথম ফণ—গেরণ ক'রে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরোও।

অম্বরের পদতলে কতকগুলি বিলাতী আমড়া রাখিয়া প্রণাম করিল

কি ব'লব মাছ মাংস তো খাওনা, নলি এমন দিনি আজ বড় বড় গল্লা চিংড়ে এনে ছিচরণে নিবেদন করতাম।

অম্বর। নাঃ···তোকে দেখছি আমি আর কিছুতেই শোধরাতে পাল্লুম

না বাপু। না পরাণ, আর তুই আমায় কিছু দিস্‌নি। একদিন তোর এঁচড় নিয়ে কি বিভ্রাট তা তো তোকে সবই বলিছি। সেদিন টোলশুদ্ধ কারুর খাওয়া হয়নি—গুরুদেবেরও নয়। সেদিন গুরুর নিকটে স্বীকার করেছি, শূদ্রের কাছ থেকে কোন খাবার জিনিস নেব না। তুই কিছু মনে করিস্‌নি বাপু; গুরুর কাছে কথা দিইছি, এ জন্মে তা ভাঙ্গতে পারব না।

পরাণ। (দুঃখিত হইয়া) আমি আর কি মনে ক'রব দা-ঠাকুর? আমরা হলাম বোকাসোকা মুরুখ্যু মানুষ। তোমাদের যাতে ধম্মে দাগ পড়ে, তাকি তোমরা আমাদের জন্যি করতি পার? তোমায় আর কি বলব দা-ঠাকুর, তুমি য্যামন ম্যাদামারা ভালমানুষ, তাই তোমায়—নাকাল ক'রে মারে। "শদ্দুরের দান!" কি আর বলব? শদ্দুর নইলি ধান রোয় কারা? ফসল জন্মায় কোন্‌ ভস্‌চযি্য মশার বাড়ীতি? শদ্দুর নইলি ভদ্দরনোক মশাদের যে নিজের হাতে কোদাল মারতি হ'ত—ভদ্দর থাকত কোন্‌ খান্‌ডায়?

অম্বর। তোর হাতে ধ'রছি পরাণ, তুই কিছু মনে করিস্‌নি। তোকে কি আর ব'লব—আমি—আমি—পরাণ, আমি নিতান্ত নিরুপায়—তোর দান এই আমি মাথায় রাখলুম—আমি এ নিইছি—এ আমার নেওয়া হয়েছে। এখন এ আমার আশীর্ব্বাদ—তোকে আমি আমার আশীর্ব্বাদ দিচ্ছি—এগুলি তুই নিয়ে যা, তোর ছেলে মেয়েদের দিস্‌, তাহলেই আমার খাওয়া হবে। যা, পরাণ, যা দুঃখ করিস্‌নি, অভিমান করিস্‌নি।

পরাণ। দাও, পায়ের ধুলো দাও; ফিরিয়ে নিয়েই চল্লাম। তুমি আমার

থ্যাবতা তোমার কথায় কি রাগ অভিমান করতে পারি ? তোমার আশীর্ব্বাদেই যে পেরাণগতিকে বেঁচে আছি দা-ঠাকুর।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থানোদ্যত

(ফিরিয়া) তবে যাবার সময় একটা কথা তোমায় ব'লে যাই মনে রে'খ। তুমি ভস্‌চায্যির জায়গা পেয়েছ ব'লে আত্মি ঠাকুর বড্ড রেগেছেন। ঐ যাতি-যাতি আর সব ঠাকুরদের বলছিল, 'দেখি কত বড় সাত্মি যে আমার হক্কের ধন কেড়ে খায় ? ওরে থানছাড়া মানছাড়া ক'রব তবে আমার নাম আত্মিনাথ!' আমাদের এসব কথায় কাজ কি ঠাকুর, আদার ব্যাপারী—জাহাজের খপর নিয়ে কি ক'রব ? তবে কথাটা কানে শোনলাম, তাই তোমায় জানিয়ে গেলাম। হুঁস্‌ চোক্‌ রেখো—ও সর্ব্বনেশে নোক—সব করতি পারে।

প্রস্থান

সুধা। অম্বর, এ কুসংস্কারের কি কোন প্রতিবিধান নেই ?

অম্বর। কি জানি, জানিনা। সবই জগদীশ্বরের ইচ্ছা! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আচার্য্য আমায় এমন বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রবেন। আমায় মন্দিরের পূজারী ক'রে গেলেন, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ক'রে গেলেন। কিন্তু আমি পূজার কি জানি, অধ্যাপনার কি জানি ? এ সব ভার আত্মনাথকে দিলেই ভাল হ'ত!

সুধা। বল কি, তোমারও ঐ মত ?

অম্বর। তোমায় সত্য কথা ব'লছি সুধাকর, আমারও আন্তরিক মত এই। আমার এ দোকানদারির ঠাট ভাল লাগে না। তোমায় ব'লব কি ভাই, এ ক'দিন রাত্রে আমার নিদ্রা নেই, আহারে আমার রুচি

নেই। নিত্য ইন্দ্রপুরী তুল্য দেব মন্দিরে পূজা ক'রতে যাই, আর হীরে-মাণিকে মোড়া শ্রীভগবানের রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি দেখে মনে পড়ে ঐ পরাণ মণ্ডলের মত দীনদুঃখী ক্ষুধাকাতর সব দরিদ্রের কথা! একদিকে পূজার নামে বিলাস বৈভবের আড়ম্বর আর একদিকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর মানুষের হৃদয়-শোণিত শোষণ। ভগবান কোথায় ঐ বিরল রাজপ্রাসাদে, না ঐ অগণিত গরীবের ভগ্ন কুটীরে? কোথায় জগতের নাথ? যারা দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায়না, তাদের হৃদয় মধ্যে, না যারা রাজসিক পূজার মোহে বিহ্বল, তাদের অন্তরে? দেবতা কি মন্দিরের? বিশ্বেশ্বর কি তিনি নন? প্রতিক্ষণেই মনে হয় এ পূজার ভার আমার না পেলেই ভাল হ'ত!

সুধা। তবে সব কথা খুলে বলি ভাই। এই পরাণ মণ্ডল যা ব'লে গেল সব ঠিক। তুমি আসবার একটু আগে ওরা সব এই পরামর্শ-ই ক'চ্ছিল। সব গেছে জমীদার বাড়ী তোমার নামে নালিশ ক'রতে। তোমার কাছে এরা কেউ পাঠ নেবে না, তোমার টোল ভাঙ্গবে, নবীন তো তোমার মাথা ভাঙ্গতেই চায়। ওরা অনেক কথাই রটনা ক'রে তোমাকে তাড়াবার ফিকিরে আছে, সেটা দেখছ না?

অম্বর। ক্ষতি কি সুধাকর? আমি স্বেচ্ছায় এ পদ ছেড়ে দেব। যেখানে মনের মিল নেই, সেখানে কাজ ক'রে সুখ নেই। আর আমার প্রয়োজনই বা কি? আমি গরীবের ছেলে, আমার এ প্রতিষ্ঠায় কি হবে? এতে কেবল অহঙ্কার বাড়ে। এ পূজায় ভক্তি কোথায়? এ অধ্যাপনায় মনের তৃপ্তি কৈ? এরা সব জমীদার বাড়ী গেছে, ভালই হয়েছে। আমিও সেখানে চল্লেম। আমি নিজেই আজ এ কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। এরা যদি ইতিমধ্যে

ফিরে আসে, তাদের বোলো তাদের উপর আমার হিংসা নাই ; আমি তাদের প্রতিষ্ঠার হন্তারক হ'তে চাই না। আমি চ'ল্লেম, ফিরে এসে রান্না চড়াব, তুমি ভাই সব গুছিয়ে রেখ।

প্রস্থান

সুধা। এমন মানুষেরও শত্রু হয় ! কলিকাল একেই বলে আর কি !

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজনগর জমীদার বাড়ীর সংলগ্ন রাধাবল্লভজীর মন্দির

রমাবল্লভ, উকীল বিশ্বম্ভর, জ্যোতিষী রামশরণ
জ্যোতিষীর হস্তে বাণীর কোষ্ঠী, উকীলবাবুর হাতে উইল

রমা। (জ্যোতিষীর প্রতি) কি দেখলেন? আমি যা দেখেছি তাই ঠিক নয়?

রাম। দেখুন হিসেবের গরু বাঘে খায় না; এ কুষ্ঠী তো আমারই হাতে তৈরী—আপনিও যা দেখেছেন, আমি তাই দেখছি। আজ ফাল্গুন মাসের পনেরোই, আর পনেরো দিন উত্তীর্ণ হলেই আপনার কন্যা সতেরো বর্ষে প্রবেশ ক'রবেন।

রমা। হুঁ। উকীলবাবু, শুনছেন?

বিশ্বম্ভর। হাঁ, শুনছি, আমিও দাগ দিয়ে রাখছি।

লাল পেন্সিল দিয়া উইলে দাগ দিলেন

রাম। (কাগজে গ্রহচক্র আঁকিয়া) না—তারিখ গণনার ভুল নাই; তবে আপনার কন্যার বিবাহ-যোগ আগতপ্রায়। কোষ্ঠির স্ফুট-গণনায়—দেখুন, ষোল বৎসর পূর্ব্বে আমি নির্দ্দেশ করেছি।

রমা। কিন্তু সেইটীই তো আপনার ভুল হ'চ্ছে। বিবাহের কোন স্থিরতাই তো নেই। পিতৃদেব আজ কয়েকবৎসর গত হ'য়েছেন, সেই থেকে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রছি; কিন্তু কুলীনের ঘরে সৎপাত্র তো এ পর্য্যন্ত আমি একটীরও সন্ধান ক'রতে পারলেম না। আপনি

ব'লছেন এই মাসেই বিবাহ হবে—যা ছ'বছরে পারিনি—এই পনেরো দিনেই হবে—এ অসম্ভব।

রাম। দেখুন, সম্ভব-অসম্ভবের আমরা কি জানি বলুন? তবে "সফলং জ্যোতীষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যস্য সাক্ষীণৌ।" এই ফাল্গুনে বৃহস্পতি প্রবেশ ক'রলেন কন্যার লগ্নে, সপ্তমস্থানে তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি; সপ্তম বিচারে অন্যান্য গ্রহের ব্যঞ্জনায় এ তো স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্ছে—কন্যার বিবাহ-যোগ যে উপস্থিত, তাতে সন্দেহো এব নাস্তি।

রমা। তা হলেই তো বাঁচি, আমি তো কোনো কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তবে আপনি এখন আসুন, আমি উকীলবাবুর সঙ্গে কথা কইব।

দুইটি টাকা জ্যোতিষীকে দিলেন

রাম। আপনার ন্যায দাতার অনুগ্রহেই আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে থাকি। আপনার জয়জয়কার হ'ক! আপনি চিন্তা ক'রবেন না! ষোল বৎসর পূর্ব্বে গণনা ক'রেছিলেম, আজও গণনা ক'রে গেলেম। বিবাহের রাত্রে আসব—গরদের জোড়, বৃহদাকার পিতলের কলসী—হাঃ—হাঃ!

বিশ্ব। কন্যার বিবাহের যোগ থাক্ আর না থাক্, আপনার কিছু অর্থ লাভ যোগ ছিল দেখছি, কি বলেন জ্যোতিষী ঠাকুর?

রমা। হাঃ হাঃ আপনারা ইংরাজী শিক্ষিত লোক, এইরূপ বিদ্রূপই ক'রে থাকেন। আপনাদের কল্যাণ হ'ক!

প্রস্থান

রমা। উকীলবাবু, তাহলে এখন উপায়?

বিশ্ব। যদি অন্য পাত্রের সন্ধান না থাকে, এই উইল অনুসারে পনেরো

দিনের মধ্যে রাধারাণীর বিবাহ না হ'লে আপনার পৈতৃক সমস্ত ইষ্টেট উইলের এই মৃগাঙ্ক মোহনকে অর্শাবে।

রমা। দেখুন দেখি ; বাবা কি সর্ব্বনাশই ক'রে গেছেন! রাণীর যখন ন' বছর বয়েস, এই মৃগাঙ্কের সঙ্গেই তিনি তার বিবাহের স্থির করেন। তখন প্রতিবাদী হই আমি। সেই রাগে এই উইলের সৃষ্টি।

বিশ্ব। এই উইল যখন কর্ত্তা করেন, আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলেম ; কিন্তু তিনি আমার কথাও শোনেন নি। তিনি হয় তো বুঝেছিলেন যে আপনাদের স্বঘরের পাত্র সহজে মিলবে না, কাজেই বিষয় হাতছাড়া হবার ভয়ে আপনারা শেষে এই মৃগাঙ্কের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেবেন।

রমা। ঠিক তাই ; আমাদের জব্দ করবার জন্যেই এই উইলের সৃষ্টি। এখন দেখছি তাঁরই জেদ বজায় রইল। বকাটে ব'লে তখন যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেম, আজ সর্ব্বস্বান্ত হবার ভয়ে, তারই হাঁটু ধ'রে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে হবে। উইলের আর একটা clause আছে না? সমান ঘরে না দিলেও আমি বিষয়চ্যুত হব।

বিশ্ব। হাঁ ; স্বঘরে না দিলেও বিষয়চ্যুত হবেন, কন্যার বিবাহ না দিলেও বিষয়চ্যুত হবেন—উভয় ক্ষেত্রেই বিষয় অর্শাবে ঐ মৃগাঙ্ককে।

রমা। যদি গরীবের ঘরে, ভিখারীর ঘরেও, একটা সমান কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন বিদ্বান্ সচ্চরিত্র পাত্র পেতেম!

দেওয়ান রূপরামের প্রবেশ

রূপ। টোলের ছাত্রেরা তো বড়ই বিরক্ত ক'রছে ; তারা একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। তারা বলে আপনি যদি তাদের আরজী না শোনেন, তাহলে তারা আজই টোল ছেড়ে চলে যাবে।

রমা। তাদেরও নালিশ তো তোমার মারফত আজ দু'দিন থেকে শুনছি। এই বিপদের সময় ভট্‌চাযিমশাই দেহ রাখলেন, ঠাকুর বাড়ী আর টোল নিয়ে মহা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হ'ল। আচ্ছা, তাদের ডেকে দাও, তাদের বুঝিয়ে বলি, দু'দিন একটু নিরস্ত হ'ক্।

রূপ। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

বিশ্ব। টোলের ছেলেরা আবার কি বলে ?

রমা। আর বলেন কেন মশাই ? এক বাবার উইল নিয়ে নানাদিকে বিভ্রাট ! বিগ্রহের পূজা এবং টোলের ব্যবস্থা—এর উপর আমার কোন হাত নেই।

বিশ্ব। হাঁ, উইলের সে clause তো সেদিন দেখা হ'ল, যে দিন—জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি মৃত্যুশয্যায়। পুরোহিত নির্ব্বাচনের ভার তাঁর ; টোলের অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভারও তাঁর। তাঁরই নির্ব্বাচনেই তো তাঁরই শিষ্য অম্বরনাথ, না—

রমা। হাঁ, সেই নির্ব্বাচন নিয়েও গোল ; টোলের ছাত্রেরা তাঁর নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট নয়।

আদ্যনাথ প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রবেশ

এস, তোমাদের কথা দেওয়ানজীর মুখে সব শুনিছি। যিনি নতুন পুরোহিত তিনি যদি এতই অযোগ্য, তাহ'লে তোমাদের আচার্য্য এঁকেই বা মনোনীত ক'রলেন কেন ?

আদ্য। আসন্নকালে তাঁর বিপরীত বুদ্ধি ভিন্ন আর কি ব'লব বলুন ?

বিশ্ব। আপনাদের গুরুভক্তি তো খুব ! তাঁর নির্ব্বাচন আপনাদের

মনোমত হয়নি ব'লে অনায়াসে ব'ল্লেন যে, আসন্নকালে তাঁর বিপরীত বুদ্ধি হ'য়েছিল ?

আদ্য। আর মশাই, শাস্ত্রেই আছে মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে মানুষের মতিভ্রম হয়। আচার্য্য হ'লেও তিনি তো মানুষ, আর শাস্ত্রবাক্যও তো কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না!

বিশ্ব। আপনাদের শাস্ত্রে যে কি নেই তা তো ব'লতে পারিনি। শাস্ত্রেই বলে গুরুবাক্য বেদবাক্য, আবার শাস্ত্রেই ব'লে তাঁরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়! শাস্ত্রের কোন্ কথাটা মান্‌ব ?

আদ্য। এখানে ন্যায়ের আশ্রয় নিতে হবে।

বিশ্ব। কিন্তু এই উইল যে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে আছে। আপনাদের আচার্য্য ন্যায়ই ক'রে থাকুন আর অন্যায়ই করে থাকুন, তার অন্যথা করবার শক্তি কারও নেই। তাঁর নির্ব্বাচিত এই নতুন পুরোহিত বা আচার্য্য যদি স্বইচ্ছায় কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, কিংবা যদি সাধারণের বিচারে তিনি অযোগ্য ব'লে প্রতিপন্ন না হন, তাহ'লে তাঁকে কেউ তাড়াতে পারবেন না।

রমা। আমার যা উত্তর তা উকীলবাবুই দিয়েছেন, আমার আর বলবার কিছুই নেই।

আদ্য। তাহ'লে আমাদেরও নিবেদন শুনে রাখুন, আমরাও আজ থেকে চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ ক'রলেম! একজন অর্ব্বাচীনের অধীনে থেকে আমাদের সম্মান, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণত্ব, নষ্ট করতে পারব না।

রমা। তা বাপু, তোমাদের যা সুবিধা হয় তাই ক'রবে, আমি আর কি ব'লব বল।

আগু। যে আজ্ঞে, আমরা তবে বিদায় হ'লেম।

আগুনাথ ও ছাত্রগণের প্রস্থান

বিশ্ব। কলেজে আর টোলে দেখছি কোন তফাৎ নেই। এদেরও সব মিলিটারী মেজাজ!

রমা। কালধর্ম্ম।

বিশ্ব। তা হ'লে বেলা হ'ল, আজ আমি উঠি। উইল সম্বন্ধে আমার যে Opinion সবই আপনাকে বলিছি। যদি এই মাসের মধ্যেই স্ব-ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন, আপনাদের এ বৃদ্ধ বয়সে পথে দাঁড়াতে হবে।

প্রস্থান

রমা। পথেই দাঁড়াতে হবে—পিতৃরোষ—আর উপায় কি?

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

কৃষ্ণ। উকীলবাবু কি ব'ল্লেন?

রমা। বৃদ্ধ বয়সে তোমার হাত ধ'রে, মেয়ের হাত ধ'রে, গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—আর কি ব'ল্লেন! আমাদের বড় আদরের বাণী, ছ'বছরের মধ্যে তার জন্যে একটা সৎপাত্রের সন্ধান ক'রতে পারলেম না! যদি বিষয় রাখতে হয়, তাহলে যেমন ক'রে পারি মৃগাঙ্ককে এনেই কন্যা সম্প্রদান ক'রতে হবে।

কৃষ্ণ। ঠাকুরেরও তো সেই ইচ্ছেই ছিল। দেখ, যদি তাই হয়—ক্ষতি কি?—ও যার যা বর। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এ তো মানুষের হাত নয়। তুমি ও নিয়ে অত ভেব না; মেয়ের বরাতে যদি থাকে, ঐ মৃগাঙ্ক হ'তেই তার সুখ হবে।

রমা। স্বার্থ বড় বলবান্! সে ছেলে বাছে না, মেয়ে বাছে না, রক্তের

বিচার করে না, ধর্ম্মের মুখ চায় না, চায়—আপনার গণ্ডা! যদি বিষয় যায়, বুড়োবয়সে পথে দাঁড়াতে হবে—এই না ভাবনা? এই ভাবনাই না বলবান্? শাস্ত্রে লেখে কন্যা "বরায় বিদুষে দেয়া।" যেখানে স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ, সেখানে শাস্ত্রবাক্য কথার কথা, তার কোন মূল্য নেই!

কৃষ্ণ। তা যদি ও পাত্রের সঙ্গে তোমার এতই অমত, না হয় পথেই দাঁড়াব—তাতেই বা অত ভাবনা কিসের? তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কারো। ভাল ছেলে না পাও, না হয় বাণীর বিয়ে দিও না—এই তো আমার দুই পিস্‌শাশুড়ীর বিয়ে হয়নি।

রমা। সে মনের জোর আমার নেই। মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। এখনও ক'দিন সময় আছে, দেখি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে। না হয়, শেষ আশ্রয়—মৃগাঙ্ক।

কৃষ্ণ। মেয়ের বিয়ে নিয়ে আমাদের আহার নিদ্রা নেই—মেয়ের কিন্তু কোন ভাবনাই নেই—সে দিনরাত আছে তার ঠাকুরপুজো নিয়ে।

রমা। আমার এমন মেয়ে, তাকে জেনে শুনে দেব একটা হাড় বকাটেকে?

বাণীর প্রবেশ

কৃষ্ণ। এই যে বাণী। কেমন রে, নতুন পুরুৎ এ ক'দিন কেমন পুজো ক'রলেন রে?

বাণী। ছাই! ভারি তো পুরুৎ! অতো ছেলেমানুষ ও আবার পুরুৎ!

কৃষ্ণ। ওমা তাই নাকি? খুব ছেলেমানুষ? আমি তো ক'দিন মন্দিরে আসিনি, দেখিও নি। কত বয়েস হবে?

বাণী। আমি কি তার ঠিকুজী কুষ্ঠী দেখতে গেছি? কত বয়েস কি ক'রে ব'লব? বড় জোর বছর কুড়ি হবে, আর কি?

কৃষ্ণ। ওমা তাই নাকি?

বাণী। নয় তো কি? না আছে পূজোর ছিরি, না আছে ব্যবস্থা! ওমা আরতিটাও ভাল ক'রে ক'রতে জানে না?

কৃষ্ণ। কি জানি মা। যাই আর দেরী ক'রব না, দেখি, যেটী দাঁড়িয়ে না করাব সেটী তো আর কারও দ্বারা হবে না। (রমাবল্লভের প্রতি) তুমি মিছে অত ভেবনা। আমাদের ধর্ম্মের সংসার, আমাদের কথনো অকল্যাণ হবে না।

প্রস্থান

বাণী। নতুন পুরুৎটাকে কবে বিদেয় ক'রবে বাবা?

রমা। কেন বল্ দেখি, ও-বেচারীকে হঠাৎ বিদেয় ক'রতে চাস্ কেন?

বাণী। বাবা, তুমি বলছ 'কেন'? ওকে দেখেছ কি তুমি, কি রকম ছেলেমানুষ? আমার সঙ্গে ওর একটুও বনবে না বাবা, তা আমি তোমাকে ব'লে রাখছি।

প্রস্থান

রমা। আমার এমন মেয়ে! সংসারের কিছুই জানে না, দিনরাত ঠাকুর-পূজো নিয়েই থাকে, দেবকন্যার চেয়েও পবিত্র—কিন্তু তার অদৃষ্ট কি এতই মন্দ হবে? দেবপূজার পরিণাম কি এই?]

অম্বরনাথের প্রবেশ

অম্বর। নমস্কার।

রমা। এস ঠাকুর, এস, এই তোমার কথাই হোচ্ছিল

অম্বর। দেখুন, আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে।

রমা। কি বল?

অম্বর। আপনার গৃহদেবতার পূজা বা চতুষ্পাঠী পরিচালন আমার দ্বারা যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এমন ভরসা আমার নেই। আমার বক্তব্য, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই ভার দিন্।

রমা। কেন বল দেখি? তোমার আচার্য্য কি তোমাকে অযোগ্য জেনেই এই ভার দিয়ে গেছেন? পুরোহিত নির্ব্বাচনে সত্যই কি তাঁর ভুল হয়েছিল?

অম্বর। (কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া) তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব, এ কথা আমি মনে ক'রতেই পারি না। হয় তো আমিই আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ; কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণে আমি নিজেই যখন ভয় পাচ্ছি, তখন এ ভার আপনি আর কাউকে দিন্।

রমা। অত সহজে তোমায় নিষ্কৃতি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি সাধারণে তোমায় অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব'লে মত প্রকাশ করে, তবেই আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিতে পারি। যদি এ কাজে তোমার ইচ্ছাই না থাকে, তবে এক কাজ ক'র না ঠাকুর। কাজের ত্রুটী দেখাও, তোমার দোষ ধরবার লোকের অভাব হবে না।

অম্বর। (দৃঢ়স্বরে) সংসারে অনেক রকম পাপ আছে, তার মধ্যে নিজেকে ইচ্ছা ক'রে অক্ষম প্রতিপন্ন করা মহাপাপ। আমি জেনে শুনে এ পাপ ক'রতে পারি না। দ্বিতীয় কথা, আমি অক্ষম প্রতিপন্ন হ'লে আমার গুরুদেবকেই ছোট করা হবে। লোকে ব'লবে তাঁর নির্ব্বাচনে ভুল হয়েছিল, ত্রুটী হ'য়েছিল। শিষ্য হ'য়ে অহেতুক গুরুর উপর এ কলঙ্ক দেওয়ার যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি

স্বেচ্ছায় এ কাজ এখন আর ছাড়তে পারব না। আমি গুরুর আদেশই শিরোধার্য্য ক'রলেম ; বিগ্রহের সেবা পূজা আর অধ্যাপনার কাজ আমি যথাসাধ্যই ক'রবো।

প্রস্থান

রমা। হুঁ ; ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, ব্রাহ্মণের তেজ তোমার আছে দেখছি ; কিন্তু আর ক'দিনের জন্যেই বা পূজো, ক'দিনের জন্যেই বা টোল ! দু'দিন পরে আমাকেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কোথায় যেতে হবে কে জানে ? ভোজবাজী—সব ভোজবাজী ! দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা সব সহ্য ক'রতে আমি পা'রব, কিন্তু মেয়েটার কি হবে ? তার এই সাধের পূজো, সাধের ঠাকুরবাড়ী, সাধের স্বপ্ন সব ভেঙ্গে চুরমার হবে—এ আঘাত কি সে সইতে পারে ? কে জানে ? কে জানে ?

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তার ধারে—একতলা পাকা বাড়ী

তুলসী ও আদ্যনাথ

তুলসী। আমায় তুমি কি ক'রতে বল ?

আদ্য। তাই ঠিক ক'রতেই তো তোমার কাছে আসা। আমিই যদি ব'লবো, তবে তোমার পরামর্শ চাইব কেন ? দাদা তো এক রকম হ'য়ে গেছেন। তাঁর কাছে তো একটা যুক্তি পরামর্শ পাবার আশা দেখিনে। এখন তুমি না দেখলে কে আমার দেখবে বল ?

তুলসী। তা, দেখবার লোক একটা তোমার দাদাকে দেখতে বলি ; যুক্তি পরামর্শ দিতে না পাল্লেও এ কাজটা বোধ হয় তিনি খুব পারবেন। তা এটা কি মাস—এ মাসে বিয়ের লগ্ন আছে তো ? সত্যিই তো, আর কতদিন ছন্নছাড়া হ'য়ে বেড়াবে।

আদ্য। এই দেখ, একে আমি মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি আবার ঠাট্টা আরম্ভ ক'ল্লে ? এ কি ঠাট্টা তামাসার সময় !

তুলসী। এটা ঠাট্টা হ'ল বুঝি ? বিয়ে করাটা ঠাট্টা তামাসা ? তা হ'লে আমি যে তোমার দাদার ঘর ক'রছি, আমিও একটা ঠাট্টা-তামাসা ! আবার তুমি পরামর্শ নিতে এসেছ আমার কাছে, এই ঠাট্টা-তামাসার কাছে !

আদ্য। আর জ্বালিওনা বৌদিদি। যা হয় একটা বুদ্ধি দাও। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি ভেবে কিছুই ঠিক ক'রতে পাচ্ছি নে !

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর থেকে কি রকম হ'য়ে গেছি। এ্যাঁ, আমি আদ্যনাথ—শেষ বুড়ো বয়সে তাঁবেদারী ক'রবো ঐ অম্বুরে ছোঁড়াটার! প্রাণ থাকতেও তা পারব না। তুমি একটা বুদ্ধি কর বৌদিদি!

তুলসী। ঠাকুরপো, তুমি না কথায় কথায় ব'লতে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! এমনিই তো দেখছি ক'দিন তোমার মধ্যে প্রলয় চলেছে; এর উপর আমার বুদ্ধি শুনলে যে একেবারে মহাপ্রলয় হ'য়ে যাবে!

আদ্য। না! কবে একটা কি কথা বলেছিলুম, দেখছি, সেইটাই তুমি গাঁট দিয়ে ব'সে আছ, আজও ভোল নি! এই আমি কর্ণ মর্দ্দন ক'রছি বৌদিদি, আর ঠাট্টা ক'রেও তোমার কাছে অমন শব্দ প্রয়োগ ক'রব না! আরে ছিঃ! তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। আর এ দিকে তো এমন প্রখর-বুদ্ধি-শালিনী, দেশশুদ্ধ লোক বলে, তুমি আমার দাদাকে কান ধ'রে ওঠ বোস করাও!

তুলসী। বলে নাকি? সত্যি? আচ্ছা—দেখি ঘরে কি মিষ্টি আছে, তোমায় মিষ্টিমুখ করাই? এমন সুখবরটা দিলে—

আহা! সখী কে বা শুনাইল শ্যামনাম—
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ—
আমি নাকি ওঠাই বসাই
ধরিয়ে তার কান।

আদ্য। আরে চুপ কর, চুপ কর; বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে টোলের ছাত্রেরা সব ব'সে! তারা শুনলে কি মনে ভাববে বল তো! ভাববে তোমার

বুঝি হঠাৎ ভূতে পেয়েছে! এলুম মনের দুঃখে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে, তা কথাটা তুমি কানেই তুলছো না।

তুলসী। কানে তুলবো না কেন? শুনলুম তো সব-ই! কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, আমি এর আর কি ক'রবো বল।

আদ্য। আচ্ছা! তোমার সঙ্গে জমীদারবাবুদের বাড়ীর মেয়েদের জানাশোনা আছে না?

তুলসী। আছে; কেন?

আদ্য। শুনেছি, জমীদারবাবুর মেয়ে খুব ধর্ম্মপরায়ণা। তুমি যদি তাকে একবার বুঝিয়ে বল, যে অম্বুরে ছোঁড়াটার শাস্ত্রজ্ঞান নেই—ওটা নাস্তিক তা হ'লে বোধ হয়—

তুলসী। (ঘৃণাপূর্ণ অনুযোগের সহিত) কি! আমি তোমার অম্বরনাথের নামে তার কাছে লাগাতে যাব?

আদ্য। ঠিক তা নয়; তার নামে কুৎসা করবার দরকার হবে না। সত্যিই সে পুরুত হবার যোগ্য নয়; এ কথা বলায় মিথ্যা বলা হবে না তো—এতে আর দোষ কি বল?

তুলসী। (মৃদু হাসিয়া) দোষ বিলক্ষণ! কে না বুঝবে, তুমি আমার আপনার জন—তোমার জন্যই আমি নতুন পুরুতের নামে লাগাতে গেছি!

আদ্য। (স্বগত) মেয়ে জ্যেঠা হ'লে তার অনেক দোষ! হাত্তোর! মেয়েমানুষের আবার ধর্ম্মজ্ঞান!

তুলসী। তবে এ কথাও তোমায় ব'লছি আমি, যদি তোমাদের নতুন পুরুত সত্য সত্যই কিছু না জানে—তা হ'লে তাকে বেশীদিন পুরুতগিরি ক'রতে হবে না। তোমার ও চোখ দু'টোর চেয়ে আরো

দু'টো শক্ত চোখ তার কাজের উপর চৌকি দিচ্ছে। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ঠাকুরপো!

আদ্য। (সোল্লাসে) কে—কে? কার চোখ?

তুলসী। কেন, জমীদারবাবুর মেয়ে রাধারাণীর—তার কাছে একটুও ফাঁকী চ'লবে না। বয়সে কম হ'লে কি হয়—তার যা ভক্তি—পূজা অর্চ্চায় যা নিষ্ঠা—খুঁটীনাটি পূজোর সব—এমন নিখুঁত জানে—একদিন ভুল হ'লেই—রক্ষে রাখবে না আর সে।

আদ্য। বল কি! জয় জনার্দ্দন! আহা! এ সময় যদি একটু তুমি উস্‌কে দিতে! বেটার টোল তো ভেঙ্গেছি—টোলের প্রায় সব ছাত্র এসে এখানে জুটেছে—এলো না কেবল ঐ সুধাকরে—আর তার সঙ্গে দু চারটে খোসামুদে। আচ্ছা, দেখি ও কেমন ক'রে পণ্ডিতি ক'রে খায়? আমি অমনি ছাড়ছিনি! বলে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোই মারে দই! কোথায় ছিলিরে বেটা এতদিন? আমি যে প্রায় আট বছর ধ'রে এই আশায় দোর কামড়ে প'ড়ে রইলুম—

তুলসী। আহা! ঠাকুরপো! দোর কামড়ে কেবল দাঁতই ভাঙ্গলো দরজা আর খুললো না। তোমার দাদাকে বলি, যে ঠাকুরপোর একটা বে দাও—পরের দোর না কামড়ে নিজের দোর কামড়ে প'ড়ে থাকুক—এ সব ব্যারাম ভাল হ'য়ে যাবে, মাথা ঠাণ্ডা হবে; তা তিনি তো কথা কানেই তোলেন না।

আদ্য। নাঃ, আমায় দেখছি বিবাগীই হ'তে হ'ল; এ অবিচার স'য়ে আমি এ দেশে থাকতে পারব না। তিনকুলে কেউ নেই, তুমি আপনার জন জেনে তোমার কাছে এলেম, তা তুমি ঠাট্টা তামাসা ক'রেই উড়িয়ে দিলে! দাদা আসুক, ব'লে বিদায় হই।

তুলসী। বালাই বালাই! বিদেয় হবে কেন? আমি যদি একবার জমীদার বাড়ী গেলেই তোমার আত্তি মেটে, যাব কাল সকালে একবার; আমি কিন্তু ভাই কারও নামে কিছু লাগাতে পারব না; তবে বাণীর মন বুঝে আসব, এই পর্য্যন্ত।

আদ্য। হাঁ হাঁ ওতেই হবে। একবার খবর নেওয়া পুরুৎ-গিরি কাজ ক'রছে কেমন। পা ধুতে ভুলে গিয়েছিল ব'লে নলের শরীরে কলি প্রবেশ ক'রেছিল। একটু ছিদ্র পেলে হয়, তার পর যা করবার আমার মনেই আছে।

তুলসী। তা এখন সন্ধ্যো আহ্নিকের জায়গা করে দিই, সন্ধ্যো ওতরায়; তার পর সারারাত ধ'রে ছিদ্র খুঁজো।

আদ্য। তা—সন্ধ্যাহ্নিক—জায়গা—তা দেবে দাও।

প্রস্থান

তুলসী। পুরুষমানুষের সোমত্ত বয়েসে বিয়ে না দিলেই যত রোগ! অনুরাগের লোক না থাকলেই রাগ বাড়ে! যাই, তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিকের জায়গা করে দিই। কাল সকালে উঠে যাব একবার জমীদার বাড়ী।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মৃগাঙ্কমোহনের বৈঠকখানা

কাল—রাত্রি দশটা

স-পারিষদ্ মৃগাঙ্কমোহন
বাইজী জহরা গান গাহিতেছিল

গীত

যমুনার তীরে কালা বাজায় বাঁশরী
কেমনে মন পাশরি ?
বাঁশী ডাকে আয় আয় আয়,
হ'লো কুল রাখা যে দায়,
কি ছলে যাইলো জলে ঘরে ভরা গাগরী ॥
ননদী না ছাড়ে পাশ
গলে বেড়ী পায়ে ফাঁস,
যদি. মিলনে এতই বাধা কেন না মরি ?
কত সয়লো নাগরী !?

গান থামিল ইয়ারগণ সকলে বাহবা দিল

রমণী। এটা কিন্তু পিলু।

মৃগাঙ্ক। থাম্, আর বিদ্যে জাহির করিসনি ; যা জানিসনি তা নিয়ে মাথা ঘামাস্ কেন ?

রমণী। জানিনি বাবা, একি ধানচাল দিয়ে শেখা ? বলে কত ওস্তাদ—হ্যাঁঃ! আচ্ছা বাইজী, তুমিই বল তো এটা পিলু নয় ?

জহরা। আজ্ঞে হাঁ; আপনাদের এ পাড়াগেঁয়ে 'পিলে'র বহিন 'পিলু' বটে !

মৃগাঙ্ক। কেমন ? হ'য়েছে মুখের মতন ? আর ওস্তাদী ফলাবে ?

জহরা। বাবু, তা হ'লে হুকুম করুন আজ উঠি, রাত অনেক হ'য়েছে। আবার ইষ্টিশনে গিয়ে শেষ গাড়ী ধ'রতে হবে।

মৃগাঙ্ক। আবার কবে দেখা পাব ?

জহরা। যখনি হুকুম করবেন ; আপনাদের জুতো ফেরাবার জন্তেই তো আছি।

মৃগাঙ্ক। ঐ মথুরো, আলো ধর ; দেখ গাড়ী ঠিক আছে কিনা ? ষ্টেশনে যেতে হবে।

বাইজী ও তাহার সহচরগণ উঠিয়া দাঁড়াইল,
একটা হরিকেন লণ্ঠন লইয়া মথুরের প্রবেশ

মথুর। বাবু, তার এয়েছেন।

মৃগাঙ্ক। তা—র ?

রমণী। এসরাজের না বেহালার ?

মথুর। পিওন তার এনেছেন—রসীদ চায়।

মৃগাঙ্ক। এত রাত্রে কোত্থেকে তার ? যা নিয়ে আয়। এদের আলো ধর। (রমণি, যামিনি—এদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাড়ী যেও।)

জহরা। চলুন রমণীবাবু, রাস্তায় আপনাকে 'পিলু' শোনাতে শোনাতে যাব।

সজনী। শোনাবে শুনিও, শেষকালে যেন পিলুড়ি বানিয়ে ছেড় না।

সকলের হাস্য

মৃগাঙ্ক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। এত রাত্রে কোত্থেকে টেলিগ্রাম এল? তিন কুলে তো খবর নেবার কেউ নেই। ভ্যাগিস্ পতিপুত্রহীনা এক দিদি ছিল আর তার বিষয় ছিল, তাই জীবনটা এক রকম নিরুদ্বেগে কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ রাত দুপুরে আবার তারের খোঁচা কেন বাবা?

টেলিগ্রাম লইয়া মথুরের পুনঃ প্রবেশ

দে, দোয়াত কলম দে। (সহী করিয়া দিল) যা দিয়ে আয়।

মথুর। তামুক দেব?

মৃগাঙ্ক। হাঁ। আগে এটা দিয়ে আয়।

মথুর। আজ্ঞে।

মথুরের প্রস্থান

টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া

"Urgently needed, come immediately Ramaballav."

ওঃ এ যে জরুরি তলব! দূর সম্পর্কের মধ্যে এক মামা আছেন এই রমাবল্লভ। মা'র মামার বাড়ী! তাঁর কাছ থেকে এ জরুরি তলব কেন? আমি তো বিশ্ববখাটে ব'লে কেউ আমার খোঁজ রাখে না; আমিই বা কার ধার ধারি? অতঃপর? মামাটী কি যান্ যান্ নাকি? তাঁদেরও তো ঘরে ছেলে নেই, থাকবার মধ্যে এক মেয়ে—বিষয়ও অগাধ। একটা গুরুতর কিছু হ'য়েছে, নইলে আমাকে টেলিগ্রাম কেন?

তামাক লইয়া মথুরের পুনঃ প্রবেশ

মথুর। ফুরসী বাড়ীর মদ্দি দেব ?

মৃগাঙ্ক। বেটা নতুন হ'চ্ছ নাকি ? বাড়ীর মধ্যে কবে তামাক খাই ? তামাক এইখানে দে ; আর দেখ্ পাশের ঘরে বিছানা ঠিক আছে কিনা।

মথুর। বিচানা-টিচানা সব ঠিক করে রেকিচি।

মৃগাঙ্ক। দেখ, খবর নে দেখি, দিদি জেগে আছেন কিনা। আমাকে একটা জরুরি কাজে ভোরের ট্রেণেই এক জায়গায় যেতে হবে। অত সকালে কারও সঙ্গে তো দেখা হবে না, রাত্রেই তাঁকে ব'লে রাখি। যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? দেখে আয় ; আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় ! কথা কানে ঢুকল ? যা।

মথুর। এজ্ঞে তামুক তো দেলাম।

মৃগাঙ্ক। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি দিয়েছ ! বেটার জ্বালায় অস্থির। বেটার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকে। এতক্ষণ কি বল্লুম, কানে ঢুকলো না ?

মথুর। (কানে আঙ্গুল দিয়া) এজ্ঞে না, কানে তো কিছুই ঢোকেন নি।

মৃগাঙ্ক। তা ঢুকবে কেন ? যা বেটা পাজী, গাধা, গিধ্বোড় !

মথুর। এজ্ঞে শুদু শুদু গাল পাড়েন কেনে ? আপনার যেমন দিবে-রাত্তিরির মদ্দি নিদ্রে নেই, আমাদের মান্ষির শরীল তো ? (আবার নাক ডাকিল)

মৃগাঙ্ক। নাঃ এই বেটাই আমাকে দেশ ছাড়াবে। ওরে মথ্রো, ওরে বেটা মথ্রো !

মথুর। (চমক ভাঙ্গিয়া) এজ্ঞে !

মৃগাঙ্ক। এজ্ঞে! একবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখে এস দিদি জেগে আছেন কিনা। দেখিস্ যেতে যেতে যেন ঘুমোস্ নি।

মথুর। এজ্ঞে তাও কি কখনো হয়? তা যদি পাত্তাম্, তাহলি আমারি পেত কিডা? সে অব্যেস ছ্যাল আমার ছোটঠাকুদ্দার। তেনার এড্ডা ছোট্ট কান বালিস ছ্যাল, সেডারে কাঁদির ওপর থুয়ে তাতি মাতা রেকে ঘুমুতে ঘুমুতে ছ কোশ পথ মেরে দেতেন; তাঁদের পুণ্যাতা শরীল!

প্রস্থান

মৃগাঙ্ক তামাক টানিতে টানিতে গুন গুন করিয়া খাম্বাজ আলাপ করিতে লাগিলেন

মৃগাঙ্ক। জহরা বেশ গায়; কদিন আর ওর গান শোনা হবে না। রাজনগর থেকে ফিরতে কত দেরী হবে, তা তো আর সেখানে না গিয়ে আন্দাজ ক'রতে পারি না?

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী অজা দ্বারের নিকটে প্রবেশ করিল

মৃগাঙ্ক। (দেখিয়া) একি! তুমি কেন? বল্লুম দিদি জেগে আছেন কিনা খবর নিতে, রাস্কেলটা বুঝি তোমায় ডেকে দিলে? দিদি বুঝি ঘুমিয়েছেন?

অজা কোন উত্তর দিল না

তাঁকে বোলো আমি ভোরের গাড়ীতে বেরিয়ে যাব। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না ব'লে তিনি যেন রাগ না করেন।

অজা দ্বার হইতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স সতের আঠার ; সে দেখিতে বড় সুন্দরী ; সচরাচর এমন সুন্দরী চোখে পড়ে না। অজা কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিল না।

মৃগাঙ্ক। (বিরক্তস্বরে) ওগো, শুনতে পাচ্ছ? তুমি আবার চোখ চেয়েই ঘুমুচ্ছ নাকি ? ওগো ! দিদিকে ব'লতে যেন ভুলো না, আমি বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, ফিরে এসে তাঁকে সব ব'লব। এইমাত্র তারে খবর পেলুম—বোলো, ভুলে যেও না। আরে, এ যে হাঁও বলে না হুঁও বলে না—কি ফ্যাসাদ ! বোলো, বুঝেছ ; বলি ব'লবে তো ?

অজা। (অবেণীবদ্ধ রুক্ষচুলের একটা গুচ্ছ ললাট হইতে অপসারিত করিয়া, মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে) কোথায় যাবে ?

মৃগাঙ্ক। তবু ভাল, জেগে আছ।—একটা জরুরি কাজে যাব।

অজা। কোথায় ?

মৃগাঙ্ক। সে একটা জায়গায়।

অজা। জায়গায় তো বটেই, কোন্ জায়গায় ?

মৃগাঙ্ক। তুমি কি পৃথিবীর সব জায়গার নাম জেনে ব'সে আছ নাকি ? না তোমার কাছে আমার সব কাজের হিসেব দাখিল ক'রতে আমিই বাধ্য।

অজা মাত্র ঈষৎ হাসিল

ওঃ—? হাস্য ? মৃদু ? ও হাসির মানে আমি বুঝি ; কিন্তু বন্ধু, তা যে হবার যো নেই। ক' বছর এ বাড়ীর শোভাবর্দ্ধন ক'রেছ ? ক'বছর হবে ?

অজা। (মৃগাঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া) আমি ভুলে গেছি মনে নেই।

মৃগাঙ্ক। নাঃ, ভোলোনি, সে আমি তোমার চোখ দেখে বুঝতে পারছি। ব'লবে না। তা না বল, কথাটা আমার দিক্ দিয়ে মাঝে মাঝে তোমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত; কেন না "দুর্ব্বলতা অন্য নাম রমণী তোমার।" লোকের কাছে ব'লতে কইতে দেখতে শুনতে শাস্ত্র লোকাচার মতে, তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বটে; কিন্তু সত্যের দিক দিয়ে আসল কথাটা তো তা নয়—কেমন? এ কথা স্বীকার কর?

অম্বা ঘাড় নীচু করিয়া হাসিল

না না, হাসি নয়। ঐ রকম হাসি দেখেই কাপুরুষ পুরুষগুলো ফাঁসি প'রে মেয়েমানুষের গোলামী করে। কিন্তু ইস্কুল থেকেই আমার mooto হ'চ্ছে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? ফুলশয্যার রাত্রে তোমায় যা খুলে ব'লেছি, আর এই তিন বচ্ছর—এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখেছ কি—যে রাত দুপুরে হানা দিয়ে ফিক ফিক্ ক'রে হাসছ, আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিচ্ছ? তোমায় ত বিয়ের রাত্রেই আমার প্রাণের কথা খুলে ব'লেছিলুম যে, বাইরে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকব; কিন্তু আমাদের আসল সম্বন্ধ হবে "বন্ধুত্বের"। তুমি হবে আমার বন্ধু, আমি হব তোমার বন্ধু—ব্যস—কাজের খতম; তোমার মা বাপের নিতান্ত জেদে, তাঁদের দায় উদ্ধার করার জন্যেই না তোমায় বিয়ে করা? সেটা ভুলে গেলে চ'লবে কেন?

অম্বার মুখ অন্ধকার হইল, কিছু বলিল না। মাত্র
তাহার কম্পিত অধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল;
নেত্রপল্লব আনত হইল

এ কি ! মুখখানা এই লাল, এই কালো ! রৌদ্র আর মেঘ ! এতে কবির প্রেরণা আসতে পারে, আমার কাছে ও বেণাবনে মুক্তো ছড়ান। আমি বন্ধু আছি বন্ধু থাকব ! আমার স্ফূর্ত্তির প্রাণ, সাধ ক'রে পায়ে বেড়ী প'রতে পারবো না। আর তোমারই বা তাতে ক্ষতি কি বন্ধু ? গয়নাগাঁটী, কাপড়চোপড় যখন যা সখ হ'চ্ছে পাচ্ছ, দিব্যি আরামে আছ ; দিন রাত ইজি চেয়ারে শুয়ে নভেল পড়, smelling salt (স্মেলিং সল্ট) শোঁকো, কোনো বালাই নেই ! মুখ অমন কালো কোরো না ; ও মুখ ভার আমি সইতে পারিনি। কথায় কথায় রাত্তির পোহাতে চ'ল্লো, আমি আর দেরি ক'রবো না ; তুমি দিদিকে বোলো, আমি ভোরের গাড়ীতে বিদেশে যাব। যাও, ঘুমোও গে বন্ধুটী আমার, আমি দেখি মথ্‌রো বেটা আবার কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

প্রস্থান

অজা। দায়ে প'ড়ে বিয়ে করা ! দায়ে প'ড়েই তো ! গরীবের মেয়ে, আইবুড়ো নাম না খণ্ডালে জাত যাবে, তাই বাবা হাতে পায়ে ধ'রে এখানে সম্প্রদান ক'রেছেন। ক'ল্লেনই বা আমায় তাচ্ছিল্য। যিনি আমার মা-বাপের দায় উদ্ধার ক'রেছেন, তাঁর কাছে তাচ্ছিল্যও যে আমার পুরস্কার ! আমারই অন্যায় ! কেন আমি জিজ্ঞাসা ক'রতে গেলুম ? কেন মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলে গেলুম ? বিবাহিত হ'লেও স্ত্রীর অধিকার তো আমার কোনদিনই নেই। এবার থেকে খুব সাবধানে থাকব, যাতে আর কখন এমন ধরা না পড়ি।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

সুপ্রশস্ত মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য ; প্রাচীরের পাথর কাটিয়া খচিত সুন্দর চিত্র, জন্ম হইতে লয় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলায় পূর্ণ। উপর হইতে স্ফটিক ঝাড় বিলম্বিত। স্বর্ণরচিত পাত্রে পাত্রে নৈবেদ্য ; মুক্তাখচিত স্বর্ণপাত্রে যত্ন-সজ্জিত তাম্বুল ; বৃহৎ সুবর্ণ থালিপূর্ণ পুষ্পরাশি। বৃহদায়তন সুবর্ণ পুত্তলিকার হস্তস্থিত ধূপ-দীপ অগুরু ইত্যাদি। মন্দিরের মধ্যস্থলে সুবর্ণ সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি—মণিমুক্তাখচিত বহু অলঙ্কারে সজ্জিত।

মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত রোয়াকে বসিয়া বাণী ফুলের মালা গাঁথিতে থাকিতে আপন মনে গান গাহিতেছিল

গীত

তোমারি ফুলে সাজাব তোমারে সাধ মনে—
গাঁথি মালা কত যতনে।
তুমি নিখিল সুন্দরতম,
দিয়াছি তোমারে নাথ, নবীন জীবন মম ;
তোমারি প্রণয়-ইন্দু বিম্বিত হৃদি গগনে,
লীন প্রাণ মম সদা লুণ্ঠিত তব চরণে॥

গীতান্তে গান গাহিতে গাহিতে তুলসীর প্রবেশ

আর কতদিন একলা ব'সে গাঁথবি মালা এমন ক'রে?
যদি কেউ না তারে আদর করে?
অভিমানে গলার মালা শুকিয়ে মরি প'ড়বে ঝ'রে।

মিলনের প্রথম বাঁধন ফুলের কলির ডোর—
সে হারে বাঁধে মনচোর.
তোর মন কোথায় আর চোর কোথায় বল,
মালা দিবি কারে বুকে ধ'রে ?

তুলসী। কি লো চিরদিনই তো পাথরে গড়া ঠাকুরের জন্যে মালা গাঁথলি তোর জন্যে দিনে রেতে আমার কিন্তু ঘুম নেই! কেবলি ভাবি, তোর ঐ ঠাকুরের মতন পোষাক প'রে আমাদের রাধারাণীর হাতে গড়া মালা প'রতে কবে এই সাক্ষাকার রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণ আসবে সই ? সেই ভাবনা ভেবে ভেবে দেখ সই, আমি আধখানা হয়ে গেলাম!

বাণী। বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!" আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন বল্ দেখি ?

তুলসী। আহা, মাথাব্যথা হবে না ? যারা একেলাষেঁড়ে তাদের কি ব'লতে পারিনি ; আমার কিন্তু মনে হয়, অমৃত কি একা খেয়ে সুখ ? পাঁচজনকে খাইয়ে খেলে তবে না আনন্দ ? এখন তো আর কচি কিশোরীটী নও, দেখতে দেখতে যৌবনও যে এল ; এখন কি আর ও পাথরের কৃষ্ণে সাধ মেটে ?

বাণী। আমার মেটে। আমি একদণ্ড এই কৃষ্ণ ছাড়া নই। আমি এঁকেই সেবা করি, আদর করি ; আমার সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে একমাত্র এঁরই হ'য়ে দিন রাত ঐ দু'খানি পায়ের তলায় পড়ে আছি। দেখ্ দেখি আমার কৃষ্ণকে কেমন সজিয়াছি ? তোরা তোদের স্বামিকে কি এমন ক'রে সাজাতে পারিস্—না এমন ভালই বাসতে পারিস ? তারা পান থেকে চূণ খ'সলে ঝগড়া করে, দাসীর

মত খাটিয়ে নেয়; কিন্তু দু'টো ভাল কথা বলবার ফুরসুৎ তাদের হয় না। তারা রোগে ভোগে, মরে; কত রকমে জ্বালায় বল দেখি? তুই মনে করিস্, আমি এই চির-কিশোর চির-নিরাময়, চিরজীব জগৎ স্বামীকে ছেড়ে তোদের মত মানুষের দাসী হব? আমি যে স্বয়ম্বরা হয়েছি।

তুলসী। বলিস্ কি ভাই, স্বয়ম্বরা হবার এত সাধ? হাঃ হাঃ হাঃ বলিস্ কি?

হাসিতে হাসিতে বাণীর গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বাণীর হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল

বাণী। উহুঃ! কি করলি দেখ্ দেখি? হাতে ছুঁচ ফুটে গেল!

তুলসী। গীত

তোর বুকের মাঝে কুলের কাঁটা
ছুঁচ ফোটাতে কি জ্বালা বল?
ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি,
লোক-দেখানো চোখে জল!
গাঁথিস্ মালা আপন মনে,
তোর মনের কথা মন-ই জানে,
ছিলি কালকে কলি,
আজ যে শতদল!
কেন আঁচল দিয়ে তুষের আগুন
রাখিস বুকে করে ছল?

ওলো, স্বয়ম্বরা হবার যদি এত সাধ, তা আমায় এতদিন বলিসনি কেন? তোর সয়া তো ঘরেই ছিল। গোঁসাই ঠাকুরটীও তিলক

সেবা-টেবা ক'রে থাকেন; না হয় একটা চূড়ো বেঁধেই নিতিস? স্বয়ম্বরা হবি? তা এখনও না হয় বল্, তোকে তোর ঐ ঠাকুরের তাজটি পরিয়ে পীতবাস-টাস দিয়ে পাঠিয়ে দিই। সেই বেশ হবে লো, বেশ হবে।

বাণী। (রাগ করিয়া তুলসীকে ঠেলিয়া দিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) তুই ভাই ভারি ছেবলা; আমি কি তামাসা ক'রছি না কি? সত্যি সত্যিই যে আমি আমার দেহ মন প্রাণ সব আমার ঐ শ্রীকৃষ্ণকে "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" ব'লে দিয়ে ফেলেছি। এ সবের উপর আর কারও দাবী দাওয়া নেই, নিজেরও নয়। দেখিস্ তুই, এ আর কেউ পাচ্ছেন না।

তুলসী। দেখা যাবে লো, দেখা যাবে। এক মাঘেই কিছু শীত পালায় না! যিনি এই রূপসীর দেহমনপ্রাণ পাবেন, তিনি শ্রীগোকুলে বাড়ছেন। আমি আর কিছু এখনি মরছিনি।

বাণী। বালাই মরবি কেন। এখন দেখ্ দেখি, মালা কি রকম হ'ল?

তুলসী। সুন্দর হ'য়েছে; কিন্তু হ'লে কি হয়, এ বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো।

বাণী। (সন্দিগ্ধ স্বরে) কেন—কেন?

তুলসী। যে পুরুৎ জুটেছে তাই বলছি। হ্যাঁলো, লোকটা পুজো-অর্চ্চা ক'রছে কেমন? মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানে না কেবল কোশাকুশী নেড়েই সারে?

বাণী নীরব; তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল

তুলসী। দেশশুদ্ধু সবাই মিলে এই কাজটার জন্তে কত কি-ই না ব'লেছে! মরবার সময় বুড়ো ভট্‌চায্যিমশায়ের নাকি ভীমরতি হয়েছিল, তাই

তিনি হঠাৎ এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে গেলেন। পূজো পাঠের ও জানে কি? আমি ঠাকুরপোর মুখে শুনেছি, ও ছোঁড়াটা বরাবর ওদের ভাত রাঁধত। রাঁধুনী বামুন, হঠাৎ হ'লেন ঠাকুরমশাই! এ যেন সেই গল্পের পাট-হাতী শুঁড়ে জড়িয়ে চাষার বেটাকে বসালে রাজগদীতে! তা যাক্ ভাই, রাধারাণী তোর তো মনে ধরেছে—তা হলেই হ'ল।

বাণী। মনে ধরেছে ছাই, ওর চেয়ে তোমার আদি ঠাকুরপো ঢের ভাল। পূজো করার যে ছিরি? পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, ও তা জানে না।

তুলসী। কেন? কেন?

বাণী। কাল ক'রেছে কি জানিস? কতকগুলো রক্তজবা এনে ঠাকুরের পা সাজিয়ে রেখেছে। মূর্খের এ জ্ঞান নেই যে, শ্যামার ফুলে শ্যামের পূজো হয় না। আমি তো আর এ'কে নিয়ে পারিনে। বাবাকেও সব বলিছি; দেখি আরও ক'দিন!

তুলসী। (স্বগত) বুঝলুম নতুন পুরুতের আসন ট'লেছে। এখন এখানে আদি ঠাকুরপোর একটা ব্যবস্থা হ'লে আমরাও বাঁচি! মুখে তো কিছু ব'লতে পারিনে—দূর সম্পর্কে ঠাকুরপো—দশজন ছাত্র নিয়ে টোল খুললেন আমাদের বাড়া। আমাদেরও তো অবস্থা তেমন নয় যে তিন বেলা এ'দের হাঙ্গামা পোয়াতে পারি। থাক্, আজ আর এ নিয়ে ঘেঁটিয়ে কাজ নেই। এম্‌নি এম্‌নি হয়ে যায় ত আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হই। (প্রকাশ্যে) ওলো, কথায় কথায় বেলা হ'ল; তুমি তো তোমার শ্রীকৃষ্ণের নৈবিদ্যি সাজিয়ে ব'সে আছ, আমার শ্রীকৃষ্ণের নৈবিদ্যি সাজাতে এখনো বাকী। আর ব'সব না, উঠি।

বাণী। চল্, আমার রাধারাণীর জন্যে নীল রেশমী শাড়ীর উপর কেমন জরির ফুলপাতা তুলেছি, তোকে দেখাই চল্!

উভয়ের প্রস্থান

অন্য দিক্ দিয়া অম্বরনাথের প্রবেশ

অম্বর। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পূজা ক'রতে আসি; কিন্তু এ পূজায় মনের তৃপ্তি হয় কৈ? আমি যতই নিষ্ঠার সহিত, আগ্রহের সহিত পূজা করি, এই পাষাণ বিগ্রহের পার্শ্বে মর্ম্মরপ্রতিম অনুপম-মূর্ত্তি ভক্তি-মতী পূজারিণীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমাকে নিয়তই সঙ্কুচিত করে। শৈলজা-উমার-ন্যায়-তপস্যাপরায়ণা এই কিশোরীর ঐকান্তিক দেবসেবার কাছে নিজেকে প্রতিনিয়তই হীন বলে মনে হয়। তার ভক্তির কাছে আমার মাথা স্বতই নত হয়।—ভাল আমি তো শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পূজা পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম করি না, তবু আমার প্রতি তার সতত সতর্ক দৃষ্টি কেন? যথার্থ-ই কি পূজায় আমার কোন ভুল হয়। সে কথা কয় না; কিন্তু তার সেই তীব্র অনুসন্ধান-নিরত দৃষ্টি দেখে আমার মনে হয় আমার পূজা তার মনঃপুত হয় না।

কলাপাতায় কতকগুলি ফুল লইয়া মহেশের মণ্ডলের প্রবেশ

মহেশ। এই যে দাদাঠাকুর। আমার বেড়ার ধার দিয়ে যখন পাশ কাটিয়ে চলে এস, কত যে ডাকলেম 'দাদাঠাকুর গো, ফুলক'টা নিয়ে যাবেন নি? তা দাঠাকুর আমার এমনি বেহুঁস, একবার রা কাড়লেন নি। দাদাঠাকুর আমার ভোলানাথ, ভুলেই আছেন! এই নাও ঠাকুর, ফুলক'টা ঠাকুরের ছিচরণে দিও, তোমার আশীর্ব্বাদে জীবনটা সার্থক হ'ক!

অম্বর। কিরে মহেশ, আজ আবার ফুল দিবি? আচ্ছা, দিয়ে যা! এত বড় পঞ্চমুখী জবাফুল এ অঞ্চলে আর কারও বাগানে ফোটে না।

মহেশ। সেও আপনাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে দাঠাকুর; নইলে আমার আবার বাগান—হ্যাঃ!

অম্বর হাত পাতিল মহেশ আলগোছে পাতায় মোড়া ফুল ফেলিয়া দিল

একবার ঠাকুর পেন্নাম ক'রে যাই খামারটা ঘুরে আসি।

ঠাকুর প্রণাম করিল, ও অম্বরকে প্রণাম করিতে যাইবে এমন সময়—

অম্বর। থাক্ থাক্ আমার হাতে ফুল আছে, তোকে আর প্রণাম ক'রতে হবে না।

মহেশ। দাঠাকুর আমার যেমনি ছিরিমান্ তেমনি গুণেরও ওর নেই। তোমায় দেখলে আমার সময় সময় কি মনে হয় জান দাঠাকুর?

অম্বর। কি মনে হয়?

মহেশ। তুমি বামুন পণ্ডিতির ঘরে না জন্মে যদি রাজার ঘরে জন্মাতে, তাহলেই মানাত।

অম্বর। দূর্ পাগলা।

মহেশ। আর পাগলই বল আর ঝাই বল, তোমার পেরাণডা ঝে রাজার চেয়েও বড়, তা আমরাও কি চিনিনে? তুমি ঝে আমাদের মতন গরীব দুঃখীর মা বাপ!

প্রস্থান

অম্বর। কালও এই মহেশ ফুল দিয়েছিল। ফুটন্ত রক্তজবা যখন ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিলেম, সেই ফুল, মসৃণ মর্ম্মরভিত্তির গায়ে প্রতিফলিত হ'ল তখন মনে হ'ল ঘরের মধ্যে কে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে

দিয়েছে। আগে মন আমার প্রতিমাপূজোর বিরোধী ছিল, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই পূজার উপর আমার অনুরাগ বাড়ছে।

সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের রোয়াকে উঠিবে এমন সময় বাণীর প্রবেশ

অম্বরের হস্তস্থিত পত্রপুট লক্ষ্য করিয়া কঠিন স্বরে বাণী জিজ্ঞাসা করিল

বাণী। ওতে কি?

অম্বর। (সশঙ্ক অথচ মৃদুস্বরে) ফুল।

বাণী। ফুল? কি ফুল? ফুল আপনার যেখান সেখান থেকে ব'য়ে আনবার দরকার কি? থালায় যে ফুল আছে, ঐ তো পড়ে থাকবে।

বাণীর অধরে শ্লেষের মৃদুহাস্য ক্রীড়া করিয়া উঠিল

অম্বর। (অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে উত্তর দিল) সে জন্য নয়। একজন লোক বড়ই শ্রদ্ধা করে দিলে তাই ফেরাতে পারিনি। যদি—

বাণী। কে দিলে শুনি?

অম্বর। মহেশ মণ্ডল ব'লে একজন।

বাণী। সে কি? শূদ্রের ফুল নিয়ে আমার দেবতার পূজা হয়? কি ফুল ওগুলো, খুলুন তো দেখি?

অম্বর পাতার মোড়ক খুলিল

দুই পা পিছাইয়া গিয়া ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জিয়া বাণী ডাকিল

বাণী। পুরুৎ ঠাকুর!

অম্বর বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া কেবল চোখ দুইটী তুলিল

বাণী। পুরুৎ ঠাকুর, তুমি যে অত্যন্ত মূর্খ, তা জেনেও কোন মতে স'য়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আর নয়—যাও, এই মন্দির থেকে তুমি এখনি বেরিয়ে যাও! কালও তুমি এই রক্ত জবা দিয়ে আমার ঠাকুরের পূজা ক'রেছ। যে ফুল শক্তিপূজায় লাগে, সেই ফুল বৈষ্ণবের ঠাকুরের পূজা! কোন্ ফুলে কোন্ দেবতার পূজা ক'রতে হয় যে জানে না, সে পুরুৎগিরি ক'রতে আসে কোন লজ্জায়? তুমি যাও, আমার ঠাকুর না হয় অম্‌নি থাকবেন সেও ভাল, তবু তোমার মত মূর্খ অনাচারীর পূজা আমি চাই না।

অম্বরনাথ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না

বাণী। কে আছিস্?

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। কেন গা দিদিমণি!

বাণী। আদি ঠাকুরকে শিগ্‌গির ডেকে আন। বলিস্, যেন স্নান ক'রে পূজোর জন্যে তৈরী হ'যে আসেন;—একে নিয়ে আমার চল্‌বে না।

দাসী। এই চন্নু দিদিমণি!

প্রস্থান

বাণী। (ফিরিয়া) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, যান এখুনি।

অম্বরনাথ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রমাবল্লভ মন্দিরের দালানে বসিয়াছিলেন ; কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

কৃষ্ণ। অনুরোধ ক'রলেও থাকবে না? ব্রাহ্মণকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া! একে এই বিপদ, তার উপর ব্রাহ্মণের অভিশাপে কিছু কি থাকবে? পোড়া-মেয়ে তোমার আদরে আদরে হ'য়েছে ধিঙ্গি! গুরু পুরুত জ্ঞান নেই! ভাল পুজো ক'রতে পারে না—দু'দিন শিখিয়ে নিলেই তো হ'ত! তুমি একবার ছেলেটীকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দেখ ; বাণীর মত করবার ভার আমার।

রমা। এ সব সর্ব্বনাশের পূর্ব্ব লক্ষণ! পিতার অবাধ্য হ'য়ে ছিলাম, তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি। আমি কোন্ দিক সামলাই? ভাবনায় আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই। আর এই ক'টা দিন আছে। বাণীর বিয়ের তো কোন যোগাড় করতে না পেরে মৃগাঙ্ককে তার করলুম, সেও এল না।

কৃষ্ণ। তার আসবার এখনও সময় যায় নি।

রমা। তা যায় নি ; আমি পথ চেয়ে ব'সে আছি। সে যদি বাণীকে বিয়ে ক'রতে সম্মত না হয়, সপরিবারে গেলুম!

কৃষ্ণ। তুমি আগে ছেলেটীকে ডাকিয়ে আর একবার বল। ব্রাহ্মণের নিশ্বাসে যে কিছু থাকবে না!

রমা। কালই চ'লে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে ব'লে ক'য়ে একটা দিন রেখেছি। এ রকম ক'রে তাড়িয়ে দেওয়ায় যে আমারই অপমান, মেয়েটা তাও বুঝলে না!—আমার পাগলী মেয়ে!

কৃষ্ণ। ঐ ক'রে, ক'রেই তো মাথায় তুলেছ!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাইরে আমাদের সেই পুরোনো দাদাবাবু এসেছেন।

রমা। কে?

কৃষ্ণ। ওগো দেখ, বুঝি মৃগাঙ্ক এল।

ভৃত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই দাদাবাবুই বটেন।

রমা। যাই, দেখি, তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিয়ের প্রস্তাবটা তুমিই আগে ক'রো। আর অম্বরকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বলি। অগ্নিনাথ ত এর মধ্যেই পূজোর ভার নিয়ে বসে আছে। অম্বরকেই বা কি ব'লে বোঝাই?

রমাবল্লভ ও ভৃত্যের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! না হ'ক, মিছিমিছি এ কি উইল বাপু? দেখ্‌ছি, বিষয় থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। না থাকার এক জ্বালা, থাকার শতেক জ্বালা!

বাণীর প্রবেশ

আয় বাণি, আমার কাছে আয়। একি! তোর চোখ রাঙ্গা কেন? কাঁদছিলি বুঝি? বোকা মেয়ে, কান্না কেন?

বাণী তার মায়ের নিকটে গিয়া তাঁর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল

ছি মা, কাঁদিস্‌ নি; আবার কাঁদে?

বাণী। মা আমি ম'রব।

কৃষ্ণ। বালাই বালাই—ও কথা কি ব'লতে আছে?

বাণী। আমার জন্যেই তোমাদের এই সর্ব্বনাশ। আমায় নিয়েই না দাদাবাবুর উইল? আমি ম'লে ত আর সে উইল বলবৎ থাকবে না? তা হ'লে ত আর তোমাদের সর্ব্বস্ব যাবে না? দাদাবাবু এত ভালবাসতেন, শেষে তাঁর ভালবাসার এই পরিণাম হ'ল? এখন বুঝ্‌তে পারছি, দাদাবাবু আমায় কথ্‌খনো ভালবাসতেন না—কথ্‌খনো না—কথ্‌খনো না।

কৃষ্ণ। দেখ্‌ বাণি! অমন কথা বলিস্‌নি। ঠাকুর যে তোকে ভালবাসতেন না—তা নয়; তোকে ভালবাসতেন ব'লেই, তোর ভালবাসায় অন্ধ হ'য়েই তিনি এই উইল ক'রেছেন। তিনি একদিকে তোকে ভালবাসতেন, আর তেমনি ভালবাসতেন তাঁর বংশ-মর্য্যাদাকে। এ দুইয়ের কাউকে তিনি খাটো ক'রতে পারেন নি, তাই কারোর মুখ না চেয়ে এই উইল ক'রে গেছেন। দেখ্‌ মা, ভালবাসা নিতে গেলে, ভালবাসার অত্যাচারও সইতে হয়।

বাণী। বাবা শুক্‌নো মুখে যখন বুঝিয়ে ব'ল্লেন যে আমি বিয়ে না ক'রলে তাঁকে, তোমাকে পথে দাঁড়াতে হবে, তখন তাঁর কাছে আমি বিয়ে ক'রব বলে স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন; তার পর মা, যত দিন যাচ্ছে—ভেবে দেখেছি, বিয়ে করবার অধিকার আমার কৈ? আমি ত অনেক আগে থেকেই আমাকে সমর্পণ ক'রেছি আমাদের কুলদেবতা গোপীকিশোর ঠাকুরকে। এখন কি ব'লে আমি, যে দেহ দেবতাকে উৎসর্গ ক'রেছি সেই দেহে অন্য মানুষের সেবা ক'রব? আমি বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে ব'লতে পারব না, তুমি তাঁকে বুঝিয়ে

বোলো ; তিনি না শোনেন, জেনে রেখো আমি নিশ্চিত ম'রব। আমি ভগবানের দাসী, কখনো মানুষের দাসী হব না।

মৃগাঙ্ক। (নেপথ্য হইতে) মামী কোথায় গো ?

মৃগাঙ্কের প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। এই যে মামী, গড করি গো—আরে, ওটা কে ? এ, এ আমাদের সেই রাধু না ? আরে, তুই এত বড় হ'য়েছিস্ ? তোকে যে আর চেনবার যো নেই ?

কৃষ্ণ। আয় মৃগু, কেমন আছিস্ ? হাঁরে, আমাদের একেবারে ভুলে গেলি ? একটা চিঠি লিখেও তো খবর নিস্ না। শেষে 'তার' ক'রে তোকে আন্‌তে হ'ল ? ছেলেবেলায় কতদিন এখানে থাক্‌তিস্ সে সব ভুলে গেলি ?

মৃগাঙ্ক। ভুলে গেলুম, এ সুখবর তোমাদের কে দিলে মামী ? ভোলবার মতন অবস্থার পরিবর্ত্তন আমার তো কিছু হয়নি যে, ঝাঁ ক'রে ভুলে যাব ? আমি তোমাদের যে মৃগু সেই মৃগুই আছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো ? হঠাৎ 'তার' করা কেন ? আমি তো সাতখানা ভেবেই মরি।

কৃষ্ণ। যখন এসেছিস, সবই শুনবি। (মৃদুহাস্যে) তোকে একটা পরামর্শের জন্যে ডেকেছি রে, একটা বড় পরামর্শ।

মৃগাঙ্ক। তা পরামর্শের এমন উপযুক্ত পাত্র আর পাবে না! দিদির তিনকুলে কেউ নেই, তাঁর অর্থ আর অন্ন ধ্বংস ক'রছি আর দিবা-রাত্র পরামর্শ দিচ্ছি! সে রকম পরামর্শ আমি খুব দিতে পারব ; এখন কথাটা কি বল তো ?—কিরে রাধু, তুই যে একটাও কথা

ক'চ্ছিস নি, ঘাড় গুঁজে ব'সে আছিস্! তোর তো দেখছি আজও বে হয়নি। হাঁ মামী, ঘরে এতবড় আইবুড়ো মেয়ে—তোমাদের গলায় জল উল্‌ছে কি ক'রে? আজকাল কন্যাসমস্যা যে অন্নসমস্যার চেয়ে বড়।

কৃষ্ণ। ওরে সেই পরামর্শ করবার জন্যেই তো তোকে ডাকা হ'য়েছে।

মৃগাঙ্ক। বটে! রাধুর বিয়েটা বুঝি আমার পরামর্শের জন্যেই আট্‌কে আছে? তা বেশ, আমিও পরামর্শ দিচ্ছি। বিয়েটা—এটা কি মাস? ফাল্গুন? বাস্, এই ফাল্গুনেই দিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। তুই কি মনে ক'রছিস শুধু এই পরামর্শটুকুর জন্যেই তোকে ডাকা হ'য়েছে?

মৃগাঙ্ক। তাও তো বটে; এ আর এমন শক্তটা কি? এ পরামর্শের জন্যে আমায় তো না ডাকলেও চ'লত। তবে?

বাণী ধীরে ধীরে উঠিল

কৃষ্ণ। বাণি, মা, মৃগাঙ্কের জন্যে খাবার নিয়ে আয়, এইখানেই।

বাণীর প্রস্থান

মৃগু, বোস্, স্থির হ'য়ে শোন্। আমাদের বড় বিপদ, তাই তোকে ডেকেছি।

মৃগাঙ্ক। বিপদ্? তোমাদের? বিপদে প'ড়ে পরামর্শ নেবার জন্যে এ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ তো ডাকেনি। অনেকদিন এখানে যাতায়াত নেই, আমাকে তোমরা এত বড় মাতব্বর ঠাওরালে কি ক'রে বল দেখি হঠাৎ? এ'তো বড় আশ্চর্য্য!

কৃষ্ণ। সত্যি বাবা, বড় বিপদ ; আর সে বিপদে রক্ষা ক'রতে পার বাবা, কেবল তুমি!

মৃগাঙ্ক। বল কি মামী? আমি? কথাটা বড় ভাল ঠেক্‌ছে না ; কথা শুনে মনে হ'চ্ছে তোমাদের চেয়ে বিপদটা যেন আমারই বেশী। মোদ্দাটা কি? আর ধোঁকায় রেখ না। কৈ মামাবাবু তো বাইরে কিছু ব'ল্লেন না, কেবল তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ। তিনি লজ্জায় ব'লতে পারেন নি। আমার শ্বশুর এক উইল ক'রে যান, তুই জানিস্?

মৃগাঙ্ক। জানব কি ক'রে? আমি তো উকীল মোক্তার নই, আর তাঁর ওয়ারিসও নই যে, আমায় জানতে হবে।

কৃষ্ণ। তুই তাঁর ওয়ারিশ।

মৃগাঙ্ক। অ্যাঁঃ!

উঠিয়া দাঁড়াইল

কৃষ্ণ। উঠে দাঁড়ালি যে?

মৃগাঙ্ক। দাঁড়িয়ে থাকলে হয় ব'সে পড়তুম, নয় মূর্চ্ছা যেতুম! তোমরা 'তার' ক'রে ডেকে আনিয়ে ঠিক দুপুর বেলা যে রকম আরব্য উপন্যাস আরম্ভ ক'রলে তাতে ব'সে থাকলে এই রকম দাঁড়িয়ে ওঠাই তো সঙ্গত। তার পর আর খানিক পরে তোমার কথা শুনে, পাগল হ'য়ে না ছুটে বেড়াই!

কৃষ্ণ। ঠাট্টা নয়, সত্যিই তুই তাঁর ওয়ারিশ। তিনি উইল ক'রে যান— যদি ষোল বছর বয়েসের মধ্যে বাণীকে আমরা আমাদের স্বঘরে বিয়ে দিতে না পারি, তা হ'লে এ বিষয় অর্শাবে তোকে। বাণীর ষোল বছর বয়েস পূর্ণ হ'তে আর সাতটী দিন আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার

পাত্রের কোন সন্ধান নেই। কাজেই সাতটা দিন গেলে এ বিষয়ের মালিক হবে তুমি।

মৃগাঙ্ক। বাঃ! কেউ বিষয় খোঁজে, কাউকে বিষয় খোঁজে! এ যে দেখ্‌ছি আবুহোসেনকেও কাবু ক'রে দিয়েছে! তা, এ উইলের কথা কে জানে?

কৃষ্ণ। কেউ জানে না। জানেন তোমার মামাবাবু, জানি আমি, আর জানেন যে উকীল উইল লিখেছেন, তিনি।

মৃগাঙ্ক। উত্তম! উকীলবাবুরই পোয়াবারো। তাঁকে কিছু মোটারকম দক্ষিণে দিয়ে দাও, তাহলেই এ উইলের খবর আর কেউ জানবে না। তার পর তোমাদের বিষয় তোমাদের থাকবে। আমি সব সইতে পারব মামী, বিষয় সইতে পারব না।

কৃষ্ণ। তাও কি হয় বাবা? এ যে ধর্ম্মের সংসার। এ সংসারে এত অধর্ম্ম সইবে কেন?

মৃগাঙ্ক। অধর্ম্ম কিসে? কর্ত্তামশায়ের বৃদ্ধবয়সে বাহাত্তুরে হ'য়েছিল; নইলে এমন উইল কেউ কখনো করে? এমন উইলের কথা তুমি আর কখনো শুনেছ?

কৃষ্ণ। না বাবা, ও কথা ব'লতে নেই; তিনি যা ভাল বুঝেছিলেন, ক'রেছিলেন; আমরা তাঁর বিচার করবার অধিকারী নই; আমরা তাঁর আদেশ পালন ক'রতেই বাধ্য। কিন্তু মৃগু, এর একটা উপায় আছে, আর সে উপায় একমাত্র তোমারই হাতে।

মৃগাঙ্ক। বল কি মামী, আমারই হাতে? আমি কোন্‌খানটায় হাত দিতে পারি? একবার এক—যাক্!—মোদ্দা সাত দিনের মধ্যে শেষ লগ্ন; সেই লগ্নে এক নিকষকুলীন জামাই তোমাদের চাই-ই, না

হ'লে তোমাদের বিষয় আশয় কিছুই থাকবে না ;—এ মন্দ ব্যবস্থা নয় ! কিন্তু আজকালকার বাজারে "পাশ" বিক্রী হয় "কুল" তো আর বিক্রী হয় না। হুকুম দিলে পৌণে পনেরো গণ্ডা বি-এ, এম-এ তোমার দোরগোড়ায় হাজির ক'রে দিতে পারি, কিন্তু ও জিনিষটা যে বড়ই দুষ্প্রাপ্য।

কৃষ্ণ। কেন বাবা, তুমি তো আছ।

মৃগাঙ্ক। আমি ? এতক্ষণ ছিলুম, কিন্তু এখন আছি ব'লে তো মনে হ'চ্ছে না ! আমি—একটা নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া—আমায় নিয়ে কি ক'রবে তোমরা ? নেগাত যাদের মেয়ের দর নেই, মেয়েকে টুপ্ ক'রে জলে ফেলে দেয়, তারাই আমাদের তল্লাস করে।

কৃষ্ণ। শোন্ মৃগাঙ্ক, জগতে কোন জিনিসের দাম নেই ব'লে প'ড়ে থাকে, কারও বা দর বেশী ব'লে বিকোয় না। আমরা এখন সেই সব দর-নেই-মেয়ের মা বাপেরও বেহদ্দ হ'য়েছি। তোমার অমত কিসের ? আমরা যখন নিজেরাই দিতে চাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। আমার অমত কিসের ? হরি হরি ! মতই বা কিসের ? তোমার ভাগ্নে আছি, জামাই হব ? বল কি মামী, এ কি সাহেব-বাড়ী ? ভাই-বোনে বিয়ে ?—আরে রামঃ !

কৃষ্ণ। তাতে বাধে না ; কুলীনের ঘরে এ রকম তো প্রায়ই হ'য়ে থাকে, আমি কত দেখেছি। তুমি এতে অমত ক'রলে আমরা পথের ভিখিরী হব সে কথা তোমায় আগেই ব'লেছি। আর এও তো তুমি জান ? আমার শ্বশুর বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে বাণীর বে'র সম্বন্ধ ক'রেছিলেন।

মৃগাঙ্ক। তাতো জানি। তখনো যে বকাটে ব'লে বে দাওনি এখনও

তো সেই বকাটে; অবস্থার তো কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি মামী! কিন্তু তোমাদের যদি মতের পরিবর্ত্তন হয়, আমার কিন্তু বড্ড হাসি পাবে, সে ভারী বিশ্রী। তুমি যখন বরণ ক'রে বলবে "কড়ি দিয়ে কিনলুম দড়ী দিয়ে বাঁধলুম, হাতে দিলুম মাকু, একবার ভ্যা কর তো বাপু"—আমি তখন নিশ্চয়ই হেসে ফেলব। তার পরে, এই বাণীকে কত কোলে-পিঠে ক'রেছি—সে যখন লাল চেলী প'রে ঘোমটা টেনে আমার সঙ্গে ক'রবে শুভদৃষ্টি—আরে ছি ছি! থিয়েটারে এ রকম হ'লে খুব মানাত বটে, লোকে হাততালিও দিত; কিন্তু সত্যি-সত্যি—না—আমার দ্বারা তা হবে না। আমার ভারি হাসি পাচ্চে।

কৃষ্ণ। তা হাসি পায় হেসো, আমি কিন্তু ওঁকে ব'লে আসছি তুমি বিয়ে ক'রতে রাজী আছ। ভাবনায় উনি যে কি হ'য়েছেন সে কথা কাউকে বলবার নয়।—তুই যাস্‌নে, বাণী খাবার আনতে গেছে, আমি এলুম ব'লে।

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। একেই বলে "খোঁজে ভেড়ো, আর যাচে ভেড়ো! নাঃ—সংসারে কেউ নির্গুণ নেই দেখছি। একবার একজনের দায় উদ্ধার ক'রে মাথা কিনিছি, আবার সামনে এক বিষম দায়! কিন্তু আমার দ্বারা তো এ দায়ের উদ্ধার হবে না। যাকে একদিন বোন্‌ বলিছি, তাকে বিয়ে ক'রব? আর বিয়েই যদি ক'রব, যাকে বিয়ে করিছি তাকেই বা 'বন্ধু' ব'লে পাশ কাটাব কেন? শেকল পরব না ব'লেই না? এখানে আবার শুধু শেকল নয়; শেকলের ওপর সোণার বেড়ী—কামিনী ও কাঞ্চন দুই-ই! কাজ নেই আমার অর্দ্ধেক রাজত্বে আর এক রাজকন্তে—দিদি আমার বেঁচে থাক। তাঁরই কৃপায় সন্ধ্যের

পর—একটু আধটু টানি, আর বাইরে জহরার ছুটো একটা গজল শুনি। এমনি ক'রে হাতের নো বজায় থাকলেই বাঁচি।

জলখাবার লইয়া বাণীর প্রবেশ

একজন দাসী আসন ও জল আনিয়া দিল, বাণী খাবার দিল

বাণী। এস মৃগুদা, জল খাও।

মৃগাঙ্ক। তাতো খাচ্ছি, কিন্তু এদিকে আমায় 'তার' ক'রে আনলে কেন, তা কিছু শুনেছিস্?

বাণী। কাণাঘুষোয় কিছু কিছু শুনেছি। মৃগুদা, তুমি একা আছ, ভালই হ'য়েছে, তুমি কখন এ বিয়েতে সম্মতি দিও না।

মৃগাঙ্ক। আমি যে সম্মত হব, সেটা তুই এরই মধ্যে আঁচলি কি ক'রে?

বাণী। আমি কিছু আঁচিনি; অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, আর কোন কথাই চেপে রাখা চলে না। তাই তোমায় নিতান্ত লজ্জাহীনার মত ব'লছি। আমি এ জন্মে কখনও বিয়ে ক'রব না প্রতিজ্ঞা করিছি—মা বাবা তা বোঝেন না, তাঁরা জোর ক'রে আমার বে দিতে চান্। কিন্তু মৃগুদা, আমি ব'লে রাখছি—বে'র রাত্রেই আমি ম'রব আত্মহত্যা ক'রব।

মৃগাঙ্ক। আরে, তোদের এই অগাধ বিষয়ের মালিক হব, এই কথাটা শুনে যমন আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম, তার চেয়েও আশ্চর্য্য ক'রলি তুই! মেয়েমানুষ, বিয়ে ক'রবিনি কিরে পাগলী? তবে আমার সঙ্গে যে, তোর বে হবে না, এ তুই নিশ্চিন্দি থাক্। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি বল দেখি?

বাণী। বে' আমার হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক। হ'য়ে গেছে! সে কি! 'ভাব' ক'রে এনে তোরা যে আমার heart failএর যোগাড় ক'রলি! মামী বলে সাতদিন পরে তোদের বিষয়ের মালিক হব আমি, তোকে ক'রতে হবে বে';—তুই বলিস্ বে' হ'যে গেছে—অথচ মামা-মামী এ খবর কিছুই জানে না! হ্যাঁরে, তোদের বাড়ীশুদ্ধ সব ক্ষেপেছে না কি? তোর বে' হ'য়ে গেছে? কাকে তুই—

বাণী। মৃগুদা, আমি আমাদের গোপীকিশোরকে—

মৃগাঙ্ক। গোপীকিশোর। সে শালা আবার কোত্থেকে এল? সে ছোঁড়া কে?

বাণী। মৃগুদা, এইবার হাসালে। গোপীকিশোর, আমাদের ঠাকুর গোপীকিশোর—যাঁর মন্দিরে তুমি ব'সে। আমি এই ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিছি।

মৃগাঙ্ক। রাম বল—ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! নইলে—এই সৎ ব্রাহ্মণ বংশে, আমি তো জানি, তোর তো এতটা উচ্চশিক্ষা হয়নি যে, মা-বাপের অজান্তে ঝাঁ ক'রে এক শালা গোপীকিশোরকে লুকিয়ে বে ক'রে ফেলবি! বটে? তা বেশ। কিন্তু এদিকে উইলের খবর রাখিস কি? বে' না ক'রলে যে শোন্—ও গোপীকিশোরও থাকবে না, তোদের বিষয় সম্পত্তিও থাকবে না। বুড়োবয়েসে মামাকে যে দেশান্তরী হ'তে হবে! এই দেশজোড়া নাম, এই অগাধ সম্পত্তি—ভেবে দেখ দেখি বাণি—বুড়োবয়েসে এসব হারালে মামা কি বাঁচবেন? মামী কি বাঁচবেন? তখন তোর দশা কি হবে? বে' তো তোকে ক'রতেই হবে বোন্; নইলে তো দ্বিতীয় পন্থা নেই!

বাণী। (কাঁদিয়া ফেলিল) মৃগুদা, আমায় রক্ষা কর, আমায় একটা

সৎপরামর্শ দাও। যে বাবা আমায় এত ভালবাসেন, বুড়োবয়েসে আমার জন্তে তাঁর এই সর্ব্বনাশ হবে, আমার মা এই বাড়ী ছেড়ে—মৃগুদা, কেন আমি জন্মেছিলুম, কেন আমি হ'য়ে মরিনি—কেন দাদাবাবু আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন ?

মৃগাঙ্ক। কাঁদিস্‌নি বোন্, কাঁদিস্‌নি। স্ত্রীলোক জাতটাকে যদিও আমি দেখ্‌তে পারিনি—কিছু মনে করিস্‌নি বোন্—আমি পেট-আল্‌গা লোক, রেখে ঢেকে কোন কথা বল্‌তে পারিনি—কিন্তু তবু আমি তাদের এ কান্না সহ্য ক'রতে পারিনি। বে' ক'রব না, ব'ল্লে চলবে না, বে' তোকে ক'রতেই হবে—বিশেষতঃ হিঁদুর ঘরে। শাস্ত্রেই ব'লেছে,—স্ত্রীলোক ছেলেবয়েসে পিতার অধীন, তারপর স্বামীর, তারপর ছেলের।

বাণী। আর পুরুষের ?

মৃগাঙ্ক। সাতখুন মাফ্! বেই কর, আর গেরুয়াই নাও, দুয়েতেই লাগাম খোলা।

বাণী। খুব একচোখো শাস্ত্র তো! মেয়েপুরুষে এত তফাৎ ?

মৃগাঙ্ক। এত তফাৎ!

বাণী। তাহ'লে কি হবে ? বে' না ক'রে বিষয় রক্ষা হয়, এমন কি কোন উপায় নেই ?

মৃগাঙ্ক। রক্ষে হবার যে সদুপায় ছিল, তাতো মামীকে বল্লুম। আমি ব'লেছিলুম উইলখানা ছিঁড়ে ফেলে দাও সব ল্যাঠা চুকে যাক্! কিন্তু তাতে যখন এঁরা সম্মত নন, তখন আমি আর কি ক'র্‌ব বল্ ? তবে একটা উপায় তোকে বাতলাতে পারি যাতে তোর বে' করাও হয়, অথচ বে' করাও হয় না।

বাণী। কি যে হেঁয়ালি বল তুমি মৃগুদা! বে' করা হবে অথচ বে' করা হবে না—সে যে সোণার পাথরবাটী! তা কি কখনও হয়?

মৃগাঙ্ক। ওরে, সংসারে যে কি না হয় তাতো এ বয়েস পর্য্যন্ত বুঝলুম না; বেও হবে, অথচ হবেও না—এও হয়—তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ এই আমি।

বাণী। তোমার কি বে' হ'য়েছে মৃগুদা?

মৃগাঙ্ক। না হলে এমন অভিজ্ঞের মত তোকে উপদেশ দিতে পারি? হ'য়েছে বৈ কি। দস্তুর মত হ'য়েছে! বাঙ্গালায় কন্যাদায় জিনিসটা যে কি, তা কি এখনও বুঝিস্‌নি? এ দায় ঘাড়ে চাপালে লোকের যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না! এই দায়ে পড়েই না এক হতভাগ্য বাপ্-মার, আমার মত আঁস্তাকুড়েও কন্যারত্ন ছুড়াতে বাধেনি।

বাণী। সে কি?

মৃগাঙ্ক। কি ব'লব বোন্ গেরোর কথা, বছর তিনেক হ'ল আমি এক কন্যাদায়গ্রস্তের দায় উদ্ধার ক'রে ফেলেছি। ছেলেবেলা থেকেই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম বিয়ের বেড়ী কখনও পায়ে প'রব না; কিন্তু দায়ে প'ড়ে যখন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতেই হ'ল—তখন বে'র রাত্রেই সেই কন্যা-রত্নকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেম যে, এ জন্মে সে আমার উপর স্ত্রীর অধিকার স্থাপন ক'রবে না।

বাণী। সে তাতে সম্মত হ'ল?

মৃগাঙ্ক। (সহাস্যে) হবে না কেন বোন্? তার দায় তো উদ্ধার হ'ল। খাও দাও পর, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—বাস্! তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালুম "বন্ধু"। এখন এই তিন বছর ধ'রে বন্ধুত্বই চ'লছে; জীবনের বাকী দিন ক'টা ঐ "বন্ধুত্ব" করেই কাটিয়ে দেব। বাইরের লোকে কিছু

জানলে না ; সাপও ম'ল, লাঠিও ভাঙ্গল না। হায়—হায়—তোর যদি এই রকম একটা বে'র যোগাড় ক'রে দিতে পারতুম! কিন্তু বোন্, সংসারে সবই সুলভ, কেবল আমার মতন পাত্র পাওয়াই যে দুর্লভ—তা আবার তোদের ঘরে মেলা চাই!

বাণী। মৃগুদা, তোমার কথা শুনে অন্ধকারে যেন একটু আলো দেখতে পাচ্চি। যদি এমন বে' হয—যার সঙ্গে বে' হবে—বে'র রাত্রেই সে প্রতিজ্ঞা ক'রবে—সে কখনও আমার উপর স্বামীর অধিকার স্থাপন ক'রবে না, তাহলে আমি বে' ক'রতে পারি। আর এমন বে হ'লে সব দিকই র'ক্ষে হয়।

মৃগাঙ্ক। তাতো বুঝলুম ; তুইও পারিস, আর সব রক্ষেও হয়। কিন্তু সাত দিনের ভেতর তেমন ছেলে পাই কোথায় ?

একজন দাসীর প্রবেশ

দাসী। দিদিমণি, তোমাকে মা ডাকছেন।

বাণী। চল্—যাচ্ছি।

দাসী। (মৃগাঙ্কের প্রতি) কর্ত্তাবাবু আপনাকে বার বাড়ীতে ডাকছেন।

প্রস্থান

বাণী। মৃগুদা, তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। মা বাবা বোঝেন না, তোমায সব কথা ভেঙ্গে বল্লুম, তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বোলো ; দেখো, তুমি যেন আমার এ বিপদ দেখে পালিও না।

প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। পালাব তো না—কিন্তু উপায়ই বা ক'রব কি ? উপায় ব'ল্লেই তো আর উপায় হয় না ! আচ্ছা মেয়ে এই বাণী—গোপীকিশোরকেই আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে আছে—পাগল কি আর গাছে ফলে !

অম্বরনাথের প্রবেশ

এ কে! অম্বরনাথ না? সেই-তো! কিহে অম্বর, তুমি এখানে কোথেকে?

অম্বর। আমি—আমি কাশীতে পাঠ শেষ ক'রে এখানে প্রায় মাস আষ্টেক ছিলেম ন্যায় পড়বার জন্যে। আচার্য্যদেব সম্প্রতি স্বর্গারোহণ ক'রেছেন, এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। কর্ত্তার কাছে বিদায় নেওয়া হ'য়ে গেছে, যাত্রার পূর্ব্বে ঠাকুর প্রণাম ক'রতে এসেছিলেম, দেখছি মন্দিরের দ্বার বন্ধ, তা বাইরে থেকে প্রণাম ক'রেই যাই। আপনি?

মৃগাঙ্ক। আরে আমি যে এ বাড়ীর ভাগ্নে। তোমায় যে কতদিন পরে দেখলুম! আমাকে আর "আপনি" কেন? তুমি যখন আমাদের দেশে তোমার ভগ্নিপতির টোলে ব্যাকরণ প'ড়তে তখন আমি প'ড়তুম ইংরিজী স্কুলে। আমিও তো তোমাদের টোলে মাঝে মাঝে উৎপাত ক'রতে যেতুম মুগ্ধবোধ নিয়ে। তা এ 'মুগ্ধের' তো আর 'বোধ হ'ল না, তোমার তো ফোঁটা আর টিকি দেখে বুঝছি তুমি একজন বড় পণ্ডিত হ'য়েছ! আমাকে আর 'আপনি' নয়—'তুমি'; আমরা তো একরকম সতীর্থ। তা বিদেয় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?

অম্বর। তুমি তো সবই জান ভাই, নিজের দেশ তো আর নেই। ছেলে-বেলায় মা-বাপ মারা যান, দাদার ওখানে থেকেই মানুষ হই; সেই খানেই যাচ্ছি—তোমাদের দেশে। মনে করিছি সেইখানে গিয়েই টোল ক'রব।

মৃগাঙ্ক। বেশ বেশ। চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আজকের দিনটা থেকে যাও না, আমি হয় তো কালই এখান থেকে রওনা দেব।

অম্বর। না, আমার আর থাকা—

মৃগাঙ্ক। আরে চল চল, কথা কইতে কইতে তোমার বাসা দেখে আসি, থাকা না থাকা পরে বোঝা যাবে। (স্বগত) বাণী তো ব'লে গেল অন্ধকারে আলো দেখতে পাচ্ছি, আমিও যেন আলো দেখব-দেখব ক'রছি। চল—তোমায় টোল করাচ্ছি ভাল ক'রে! (প্রকাশ্যে) আরে অমন ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে কেন? এস এস—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

অম্বরকে একরকম টানিয়া লইয়া প্রস্থান

অন্য দিক্ দিয়া বাণী ও কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। তোর ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে কেন, মৃগাঙ্কর সঙ্গে বে' হতে পারে না কেন?

বাণী। হ্যাঁ মা, বিয়ের জন্যে সতীনের উপরও মেয়ে দিতে তোমাদের বাধ্‌বে না?

কৃষ্ণ। সতীন!

বাণী। সতীন নয়তো কি? তিন বচ্ছর আগে মৃণ্ডদার বে' হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। বে' হ'য়ে গেছে! কৈ, আমরা তাতো কিছু শুনিনি। হ্যাঁরে—সত্যি, না ও মিছে কথা ব'লেছে?

বাণী। ওর মিছে কথা বলবার দায়? আর সতীন না থাকলেও তবু ওকে বে' করতুম না—ওর যে স্ত্রীলোকের উপর ঘৃণা!

কৃষ্ণ। এ যে আবার নতুন ভাবনায় পড়লুম মা! মৃগু আসার পর, কর্ত্তা একটু বুক বেঁধে ছিলেন, এ কথা শুনলে তিনি যে একেবারে ভেঙ্গে প'ড়বেন!

বাণী। আমায় নিয়েই তোমাদের যত দায়—আমার মরণও হয় না!

কৃষ্ণ। দেখ্, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ নি।

বাণী। ঐ বাবা আসছেন, আমি তাঁকে আর এ মুখ দেখাব না।

প্রস্থান

কৃষ্ণ। বিপদে তো কূলকিনারা দেখতে পাই না! হে গোপীকিশোর, তোমার মনে এই ছিল? আর জন্মে কি পাপ ক'রেছিলুম, যে এই সঙ্কটে ফেল্লে ঠাকুর? বিপদ তুমিই দিয়েছ, তুমিই তুলে নাও, নইলে আমরা ক'টী প্রাণী যে যাই!

রমাবল্লভের পুনঃ প্রবেশ

রমা। মৃগাঙ্ক গেল কোথায়? তাকে ডেকে পাঠালুম, কৈ সে তো এখানেও নেই। কি হল? তাকে বুঝিয়ে ব'ল্লে? সে সম্মত হ'ল?

কৃষ্ণ। আর সম্মত! মৃগুর সঙ্গে বাণীর বে', হতেই পারে না।

রমা। কেন?

কৃষ্ণ। মৃগুর বে' হ'য়ে গেছে; তার সে বৌ এখনও বেঁচে।

রমা। বে' হয়ে গেছে! তাহ'লে উপায়?

কৃষ্ণপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

কৃষ্ণ। মেয়ের বে' নিয়ে এমন যন্ত্রণা বোধ হয় সংসারের আর কারও হয়নি; এই সবই আমার অদৃষ্ট। মেয়ে বলে বে' দিলে ম'রব—উইল বলে বে' না দিলে সর্ব্বস্বান্ত হবে! মাঝে আছে আর সাতটী দিন, কি হ'বে? ওগো কি হবে?

রমা। কি আর হবে! হয় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হয় সতীনের উপরেই বাণীকে—

কৃষ্ণ। না না, তা আমি কখনও পারব না আমি দীনদুঃখী গরীবকে মেয়ে দিতে পারি—মেয়ের বে' না হয়, সর্ব্বস্ব হারিয়ে তোমায় নিয়ে

গোলপাতার ঘরে রাজরাণীর মত থাকতে পারি—কিন্তু তবু সতীনের উপর মেয়ে দিতে পারব না! তুমি অমন কথা মুখেও এন না।

রমা। আমার কথা ধ'রো না—আমাতে আর আমি নেই—আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আমিই এই সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছি। এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী—আমার জীবনে ধিক্!

মৃগাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। এই যে মামাবাবু, আপনাকে বা'র বাড়ীতে খুঁজে পেলুম না, এইখানেই এলুম। মামী, তোমার চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রছে! বাণীর কাছে আমার কথা সব শুনেছ বুঝি?

কৃষ্ণ। হাঁ বাবা।

রমা। মৃগাঙ্ক, বাবা যখন তোমার সঙ্গে বাণীর সম্বন্ধ স্থির করেন, তখন তাঁর কথা শুনিনি; এখন কড়ায় গণ্ডায় তার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হ'য়েছে। তুমি বে' ক'রেছ এ কথা তো আমায় জানাওনি, তা হ'লে তোমায় মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে আর এখানে আনাতুম না।

মৃগাঙ্ক। (স্বগত) আমার বিয়েটা তো এমন শুভ সংবাদ নয় যে, সাত খানা গাঁয়ে খবর দিতে হবে! (প্রকাশ্যে) মামাবাবু, মামীমা—আমি তো তোমাদের 'জামাই' হ'য়ে উপকার ক'রতে পারলুম না, কিন্তু বোধ হয় 'ভাগ্নে' থেকেই একটা উপকার ক'রতে পারি।

রমা। সে কথা বাবা তোমার মামার কাছে শুনিছি। বিষয়ের উপর তোমার লোভ নেই। তুমি মহৎ—তুমি উইল ছিঁড়ে ফেলতে ব'লেছিলে। তোমায় বকাটে মনে ক'রতুম—বকাটে হ'লেও তুমি মহৎ! কিন্তু বাবা, তোমার এ উপকার তো আমরা নিতে পারব না। বাবার চরম ইচ্ছা—এ যে পূর্ণ ক'রতেই হবে।

মৃগাঙ্ক। আজ্ঞে, তাঁর চরম ইচ্ছা পূর্ণ করুন না। সেই কথাই তো আমি ব'লতে এসেছি।

রমা। কি বল।

মৃগাঙ্ক। যদি আপনাদের স্বঘর হয়, আপনাদের পাল্‌টী কিন্তু—অবস্থা হয—যাকে বলে অভ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—এমন পাত্রে বাণীকে দিতে পারেন?

রমা। এমন পাত্রের সন্ধান আছে না কি?

মৃগাঙ্ক। সন্ধান কেন? এমন পাত্র আছে। আপনাদের এই হক্ সীমানার মধ্যেই আছে। তবে আপনাদের পছন্দ হবে কি না, সেইটেই হ'চ্ছে কথা।

কৃষ্ণ। এখন কি পছন্দ-অপছন্দের সময় আছে বাবা? যদি সতীনের উপর না হয়, স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়—

রমা। আর লেখাপড়া—

মৃগাঙ্ক। একেবারে অত ফরমাস্ ক'রলে পেরে উঠ্‌বো না। স্বভাব-চরিত্র ভাল, দেখতে শুনতে কার্ত্তিক—আর লেখাপড়া? তা—বি-এ, এম-এ নয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত।

রমা। তুমি কার কথা ব'লছ মৃগাঙ্ক? আমাদের সীমানার মধ্যে—

মৃগাঙ্ক। ঐ রকমই হয় মামাবাবু! লণ্ঠনের নীচেটাই বেশী অন্ধকার কিনা; তাই আপনাদের নজরে ঠেকেনি। আপনাদের কাছে দূর-ছাইয়ের দলে যারা, তারা চিরদিনই ঐ দূর-ছাইয়ের দলেই প'ড়েথাকে।

কৃষ্ণ। কে বাবা, কার কথা ব'লছ?

মৃগাঙ্ক। দেখো মামী, শুনেই নাক সিঁটকো না। তোমাদের যে নতুন পুরুৎ হ'য়েছিল—অম্বরনাথ—তাকে পছন্দ হয়?

রমা। অম্বরনাথ!

মৃগাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ, অম্বরনাথ।

রমা। রামঃ—ঐ গরীব পুরুৎটা—

মৃগাঙ্ক। কিন্তু মামাবাবু, এখানে 'রামঃ' ব'ল্লে তো আর উইলের ভূত ছাড়ছে না! সাতদিনের মধ্যে যে স্ব-ঘরের ভেতর মেয়ের বে' দেওয়া চাই-ই।

রমা। তাতো চাই, কিন্তু তা ব'লে ঐ—

কৃষ্ণ। তাতে দোষ কি? যদি আমাদের স্ব-ঘর হয়—ছেলেটীও তো দেখতে বেশ, নরম-সরম—আর পুরুৎগিরি করে? সেও তো কিছু অগুণ নয়; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজই তো ঐ। নাই বা হ'ল বি-এ, এম-এ পাশ করা, একটা বিদ্যে তো জানে—পণ্ডিত তো বটে? আর শুনিছি, সব ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষই তো ঐ পুরুৎগিরিই ক'রতেন। এখন যেন ইংরেজী শিখে চাল বদ্‌লে গেছে।

মৃগাঙ্ক। পায়ের ধূলো দাও মামী, পায়ের ধূলো দাও, এই ঠিক ব'লেছ। এই চালকলা বাঁধা বামুনদের ঘরে জন্মায়নি ব'ল্লে যে নিজেদেরই গাল দেওয়া হয়। কোন্ বামুনই বা গ্লাডষ্টোন কি বার্কের বংশধর? আর কোন্ বামুনেরই বা পূর্ব্বপুরুষ হাবড়ার পোল, নয় মনুমেণ্ট?

কৃষ্ণ। তুমি আর অমত কোরো না। দেখ যদি ভগবান্ অকূলে কূল দেন; আমার এ পাত্রে কিছুমাত্র অমত নেই।

রমা। বেশ, আমিও যেন মানলুম আমারও অমত নেই—কিন্তু বাণীর? সে যে কাল নিজে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা মত ক'রলেও ও মত ক'রবে কেন? আর বাণীকে এ কথা ব'লবই বা কি ক'রে?

কৃষ্ণ। সে ভার আমার। মত ক'রবে না ব'ল্লেই মত ক'রবে না? মেয়ের রায়ই বজায় থাকবে—আমরা কেউ নই?

রমা। (মৃগাঙ্কের প্রতি) তুমি কি অম্বরনাথের কাছে কথা পেড়েছ?

মৃগাঙ্ক। আপনাদের মত না পেলে তা কি পারি? বখাটে ব'লে কি আমি এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন? আমি তাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে রাজী করুন। মামী তো বাণীর ভার নিয়েইছেন। মামাবাবু, এতে আর অমত ক'রবেন না, আমি তাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান

রমা। তোমার কি মনে হয়?

কৃষ্ণ। আর মনে হওয়া-হ'য়ি নেই। আমি গোপীকিশোরের পূজোর টাকা তুলে রাখিগে। তুমি মান-অভিমান রেখ না। ছেলেটী যথার্থ-ই সুপাত্র; যদি এমন পাত্রে বাণীকে দিতে পারি—জেনো—সে আমাদের ভাগ্যি—মেয়ের ভাগ্যি। এখন ঠাকুরের ইচ্ছেয় চার হাত এক হ'লেই হয়!

রমা। শেষে এতদূর নামতে হ'ল! যে একদিন আগে আমার বাড়ী সামান্য পুরুৎগিরি চাকরী ক'রত, যে আমারই টোলে ভাত রাঁধত, যার এ ছুনিয়ায় সহায় নেই, সম্বল নেই, কৌপীন-সার, দরিদ্র হ'তেও দরিদ্র, ভিক্ষুকের চেয়েও ভিক্ষুক—হরিবল্লভ রায়ের অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী আমার একমাত্র আদরের কন্যা বাণীকে তারই হাঁটু ধ'রে সম্প্রদান ক'রব—অদৃষ্টের এত বড় পরিহাস আর কখনও কারও ভাগ্যে হ'য়েছে কি না জানি না!

প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া বাণী ও কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

বাণী। তোমরা কি ভেবেছ বল তো মা ?

কৃষ্ণ। কেন ?

বাণী। আমি কি বাড়ীর একটা শেয়াল কুকুর ? আপদ বালাই ? আমাকে এই রকম ক'রে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারতে তোমাদের এতটুকু দয়ামায়া হয় না ?

কৃষ্ণ। কেন বল্ দেখি বাণি, এমন কথা ব'লছিস্ ? একে আমরা ম'রছি এই জ্বালায়, দেখছিস তো ভেবে ভেবে এই ক'দিনে উনি কি হ'য়ে গেছেন।

বাণী। তাতো দেখ্‌ছি সব, বুঝছি সব ; কিন্তু মা, আমিও তো একটা মানুষ, আমারও তো প্রাণ আছে, আত্মসম্মান আছে, মর্য্যাদা আছে ? আমি হরিবল্লভ রায়ের পৌত্রী, আর আমার সঙ্গে তোমরা বেছে বেছে বে' দিতে যাচ্ছ যত দুনিয়ার হতভাগ্য হাড়হাবাতে দেখে !

কৃষ্ণ। বালাই বালাই, ও কি কথা ? অমন কথা বলিস্ নি মা।

বাণী। প্রথমে তো সম্বন্ধ ক'রলে একটা মাতাল বখাটের সঙ্গে, তার পর যখন দেখলে যে তার বে' হ'য়ে গেছে, তখন তারই কথায় একটা পথের ভিখিরী—যাকে কাল সকালে আমার মন্দির থেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি—তারই পায়ে আমায় ফেলে দিতে যাচ্ছ ?

কৃষ্ণ। তুই সব শুনেছিস্ ?

বাণী। শুনি নি ? মৃগুদা বাবাকে ব'লছিল, আমি সব শুনিছি। আমি প্রাণ থাকতে কখ্‌খনো ওকে বে' করব না।

কৃষ্ণ। কেন ওর দোষটা কি ? গরীব ব'লে ? তা তুই তো শ্বশুরঘর

ক'রতে যাবি নি, জামাই থাকবে এইখানে, গরীব হ'ল তো কি এল গেল ?

বাণী। শুধু গরীব ? একটা গণ্ড মূর্খ, যে সামান্য একটা পূজোর বিধি জানেনা, যে শ্যামার ফুলে শ্যামের পূজো করে—

কৃষ্ণ। এই ? তা মা, ভুল কার না হয় ? আর পূজো ক'রতে জানে না এটা কি একটা মস্ত দোষ ? এঁরা তো পূজো ক'রতে জানেন না, তা হ'লে বল্, এঁরাও মূর্খ !

বাণী। মা, তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ! কার সঙ্গে কার তুলনা কর্‌ছ ? আমার বাবার সঙ্গে তুলনা—ঐ একটা হতভাগ্য ভিখিরীর ?

কৃষ্ণ। ছি বাণি, অকল্যাণ হবে, বার বার ও কথা বলিস্ নি, লেখাপড়া শিখে দিনরাত পূজা-অর্চ্চনা ক'রে তোর এই জ্ঞান হ'ল ? আর মূর্খ কিসে ? একটা বিদ্যে তো জানে, তাতে তো ও পণ্ডিত ; না হয় ইংরিজীই জানে না। আর, বামুন পণ্ডিতরা তো চিরদিনই গরীব, তাতে কি তাদের সম্মানের লাঘব হয়।

বাণী। তুমি যাই বল মা, আমি কখনো ওকে—না—না—আমি কখনো তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রতে পারব না, স্বামী ব'লতে পারব না।

কৃষ্ণ। কেন পারবি নি ? আমরা যদি গরীব হতুম, আমাকে কি মা ব'লতিস্ নি ? আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতিস্ নি ? আমাদের ভালবাসতিস্ নি ? ছিঃ মা, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বোঝ্। বড় বিপদে প'ড়ে, যাতে সব দিক রক্ষে হয়, এই জন্যেই আমরা এই বে' দিতে যাচ্ছি। এখন এ বিয়ে ভিন্ন যে, আর উপায় নেই।

বাণী। তা বুঝতে পেরেছি, আমি না ম'লে তোমরা নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না! আমি আত্মহত্যা ক'রব, তবু কখনো এ বে' করব না।

কৃষ্ণ। যা ভাল বোঝ, বল ওঁকে, উনি আসছেন; আমি আর তোমাদের কোন কথায় নেই বাপু।

রমাবল্লভের পুনঃ প্রবেশ

তোমার মেয়ের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করগে, আমি হার মেনেছি।

প্রস্থান

বাণী। বাবা, এ কি রকম কথা উঠেছে? তার চেয়ে তোমরা আমায় চিত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পারতে না, সব ল্যাঠা চুকে যেত!

রমা। বাণি, মা আমার, সর্ব্বস্বধন আমার! এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত মা! তোর চেয়ে এতে কি আমারই বেশী অপমান নয় মা?

কাঁদিয়া ফেলিলেন

বাণী। (স্বগত) এ কি বিপদ! মা কাঁদছেন, বাবার চোখে জল—আমার একটী কথায় এঁদের চোখের জল শুকোয়—কিন্তু আমি কি ক'রে—কাল যে আমার বাড়ী চাকরী ক'রেছে—তাকে স্বামী ব'লে স্বীকার ক'রব, প্রভু ব'লে স্বীকার ক'রব, তার দাসী হব?

রমা। বাণি, মা, চুপ ক'রে থাকলে হবে না, আজই এর যা হয় একটা শেষ মীমাংসা ক'রতে হবে। তোর কথা পেলে আমি তাকে ডাকিয়ে তার মত জিজ্ঞাসা ক'রব।

বাণী। (স্বগত) অসহ্য! তার আবার মত! এও অদৃষ্টে ছিল! আমি তাকে অপমান করিছি, এইবার সে আমার উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রবে, প্রভুত্ব ক'রবে আমার অপমানের শোধ নেবে—এ'তে তো তার মত হ'য়েই আছে।

রমা। বুঝছি—তোর এ'তে মত নেই। তবে তাই হ'ক মা, বুড়োবয়েসে তোর হাত ধ'রে গাছতলায় গিয়ে বাস করিগে! ওঃ—আমার কপালে এও ছিল! এও ছিল! এর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয় নি কেন?

বাণী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) বাবা!

রমা। কেন মা?

বাণী। এ ছাড়া কি কোন উপায় নেই?

রমা। কোন উপায় নেই।

বাণী তবে বাবা, তাই হ'ক, তাই হ'ক! তোমরা সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখিরী হবে—এ আমি কখনো সইতে পারবো না।

রমা। বাণি, মা, তুই যথার্থ আজ আমার মা'র কাজ ক'রলি। তোমায় কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রব মা—তুমি মনের সুখী হও—তুমি মনের সুখী হও!

বাণী। কিন্তু বাবা, তোমায় একটী কথা রাখতে হবে।

রমা। কি বল মা?

বাণী। তুমিও এই প্রতিজ্ঞা কর যে, সে এখানে একেবারে থাকতে পাবে না। আমিও যেমন আছি, ঠিক তেমনি থাকতে পাব; সে জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে।

রমা। চ'লে যাবে? এখানে থাকতে পাবে না?

বাণী। না। তার সঙ্গে বে' হবে এই পর্য্যন্ত—আমার উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমি যেমন গোপীকিশোরের দাসী, তেমনি চিরদিনই গোপীকিশোরের দাসীই থাকব—আর কারও নয়।

রমা। মা, তুই আমায় বাঁচালি মা! আচ্ছা, তাই হবে, এই কথাই ব'লব।

বাণী। কত তপস্যায় তোমার মত বাপ পাওয়া যায় বাবা! দেখো এ কথা তুমি ভুলে যেও না কিন্তু।

রমা। না রে না, একি ভুলে যাবার কথা?—আচ্ছা যা, তুই একটু অন্যত্র যা, আমি অম্বরকে এইখানেই ডাকতে পাঠিয়েছি, দেখি সে আবার কি বলে।

বাণীর প্রস্থান

রমা। এখন অম্বর সম্মত হ'লে হয়। সম্মত না হবার তো কোন কারণ দেখিনি; হঠাৎ এত বড় সৌভাগ্যলাভ এক বাতুল ভিন্ন কেউ প্রত্যাখ্যান করে না। বাণীর প্রতিজ্ঞার কথাটা তাকে ব'লতে হবে; না বলা ঠিক নয়! সে গরীব, তার বিবাহ করা তো টাকার জন্যে? তাকে বেশী করে টাকা ধ'রে দেব, সে অনায়াসেই এতে সম্মত হবে।

মৃগাঙ্ক ও অম্বরের প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। মামাবাবু, আমি অম্বরকে সব কথাই বলিছি, কিছু লুকোইনি; এখন আপনারা কথাবার্ত্তা ক'য়ে ঠিক ক'রে নিন্। ওতো শুনে একেবারে গাছ থেকে পোড়েছে, কোন উত্তরই দেয় না। (জনান্তিকে অম্বরের প্রতি) অম্বর, ভাই, চট ক'রে রাজী হ'য়ে পোড়ো। এ পাঁচসাতটা দিন আমাকে এইখানেই কাটিয়ে যেতে হবে, ফলারের লোভ ছাড়তে পারব না। প্রাণ খুলে কথা কও, আমি এখন আসি।

প্রস্থান

রমা। অম্বর, মৃগাঙ্কের কাছে যখন সবই শুনেছ, নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। তবে আমার এই প্রথম অনুরোধ—কাল সকালে বাণী

তোমার প্রতি যে আচরণ ক'রেছে, ছেলেমানুষ ব'লে, তোমাকে তা ক্ষমা ক'রতে হবে।

অম্বর। আমি ব'লছিলেম, আমার সম্বন্ধে যখন আপনাদের এই রকম ধারণা—

রমা। তা থাক্, কিন্তু তুমি বল যে তুমি ভুলে যাবে? আমি যে, তোমায় চিনি না, তা নয়; তোমার কথার দর আছে এটা আমি খুবই বিশ্বাস করি।

অম্বর। আমায় একটু ভাববার সময় দিন্।

রমা। সময় দেবার মত অবস্থা কৈ অম্বর? প্রতিমুহূর্ত্তে, সে বিষের জ্বালা আমি অনুভব ক'রছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? অম্বর, তুমি এ বিবাহে সম্মত না হ'লে আমি পথের ভিখিরী হব—আমার আর গত্যন্তর নেই।

অম্বর। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ—আমি হঠাৎ এর কি উত্তর দেব? তার উপর, এইমাত্র আমার দীক্ষাগুরুর নিকট হ'তে এক পত্র পেয়েছি। তিনি আসাম অঞ্চলে কতকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্যোগ ক'রছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় তিনি যে তাঁর আরব্ধ কার্য্য শেষ ক'রতে পারবেন তার আশা নেই; কারণ তিনি লিখেছেন, এ পীড়া তাঁর সাংঘাতিক। পত্রে তিনি আদেশ ক'রছেন কালবিলম্ব না ক'রে আমি যাতে সেখানে উপস্থিত হই, তাঁর অনুষ্ঠিত কার্য্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করি।

রমা। বেশ ভাল কথা। কিন্তু এ কার্য্যের জন্যে তিনি অর্থের কোন ব্যবস্থা ক'রতে পেরেছেন কি না জান? সে কথা কিছু লিখেছেন?

অম্বর। সে কথাও তিনি লিখেছেন। অর্থ সংগ্রহ তিনি বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারেন নি, সে ভারও আমায় নিতে হবে।

রমা। তবে তো বাবা, গোপীকিশোর সব দিকেই অনুকূল দেখছি। তুমিও একটা বড় কাজের ভার নেবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছ, এতে তোমার প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ কর, আমি তোমার বাৎসরিক ১২০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দেব; এ ছাড়াও যদি এককালে উপস্থিত দশবিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত।

অম্বর। আমায় ক্ষমা ক'রবেন, আমায় অর্থের লোভ দেখাবেন না। এ বিবাহ আমার অসাধ্য। আমার আরও অনেক বাধা আছে, সে সব কথা আমি আপনার কাছে ব'লতে পারব না।

রমা। (স্বগত) এ কি ঔদ্ধত্য! এ কি বাতুল? আমি রমাবল্লভ রায়, আজ দীন-দুঃখীর মত এই ভিক্ষুকের কাছে কৃপাপ্রার্থী—আর এ অনায়াসে আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রছে! (প্রকাশ্যে) অম্বর, আমার প্রতি অবিচার ক'রো না। তোমার আর কি কি বাধা বল। কেন তুমি আমার অর্থ সাহায্যকে প্রলোভন মনে ক'রছ? আমার জামাইয়ের সম্মানরূপে তো এটা ধ'রতে পার; আর তাও যদি না ধর, মনে ভাব'—এ না হয় আমার সৎকর্ম্মে দান।

অম্বর। এ যে দান নয়, এ তর্ক আমি তুলতে চাই না। আমার নানা বাধার মধ্যে প্রধান বাধা, আমি গুরুদেবের কার্য্যভার গ্রহণ ক'রলে আমাকে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আসাম অঞ্চলে থাকতে হবে। সে স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর; সেখানে পরিবার নিয়ে থাকা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

রমা। বেশ, এরও মীমাংসা আমি তোমায় ক'রে দিচ্ছি অম্বর। দেখছি বিবাহে তুমি অনিচ্ছুক। ভালই হ'য়েছে, আমিও তোমায় যে কথা ব'লতে যাচ্ছিলেম, সে প্রসঙ্গ তোমার দ্বারাই উত্থাপিত হ'ল। বিবাহের পর আমার কন্যার কোন ভারই তোমায় গ্রহণ ক'রতে হবে না। আসামেই হ'ক কিংবা আর যেখানেই তুমি থাকতে ইচ্ছা কর, আমি তোমার সেখানেই স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রবে যে, বিবাহের পর আমার কন্যার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। এতে কি তুমি স্বীকৃত আছ?

অম্বর। না।

রমা। না? কেন? এই তো একটু আগেই তুমি ব'ল্লে বিবাহে তুমি ইচ্ছুক নও।

অম্বর। বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই সে কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু যদি বিবাহ ক'রতেই হয়, শাস্ত্র-শাসন কখনো ত্যাগ ক'রতে পারব না। বিবাহের মন্ত্র আমায় অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে কোন্ প্রতিজ্ঞা পাঠ করাবে? ইহ এবং পরজীবনের জন্য আমায় যে পবিত্র বন্ধন স্বীকার ক'রতে হবে, যার সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গে এক হলেম ব'লে অঙ্গীকার ক'রতে হবে, বিবাহের এই সমস্ত উদ্দেশ্য পালন করব না মনে রেখে, শুধু মুখে আমি সেই সব পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রব? পিতৃতুল্য আপনি, অন্নদাতা আপনি, আপনি আমায় এ আদেশ ক'রবেন না। এতবড় মিথ্যাচরণ আমি কখনই ক'রতে পারব না, আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

রমা। অম্বর, তুমি যা ব'লছ সব সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু মনে কর—যে আজ আমি বিপন্ন, মনে কর—তোমার কাছে আজ আমি

সাহায্য-প্রার্থী, মনে কর—যে একদিন তোমার প্রভু ছিল, তোমার অন্নদাতা ছিল, সে তার সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত অহঙ্কার ভাসিয়ে দিয়ে, তোমার করুণার ভিখারী! তোমার মন উচ্চ, পরের উপকারের জন্য এ আত্মত্যাগ কি তুমি ক'রতে পারবে না? দেখ, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন যদি বল—এর চেয়ে বেশী কর্ত্তব্যপালন কে ক'রতে পারে? তার বিষয় সম্পত্তি, তার পিতামাতার মান-সম্ভ্রম রক্ষা, সবই তো তুমি তাকে দেবে—এতে কি তোমার ধর্ম্ম থাকবে না?

অম্বর। আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন, একদিন সময় না দেন—একঘণ্টা। আমি একবার ভাল ক'রে বুঝে দেখি।

রমা। বেশ, তাই হ'ক্, তুমি ভেবেই উত্তর দিও। (স্বগত) কি স্পর্দ্ধা! এ কি বুঝ্তে পারছোনা যে, কার কাছে মাথা নীচু ক'রেছি, কি অপমান সহ্য ক'রে এই প্রস্তাব ক'রতে হচ্ছে! যাক্, অদৃষ্টই বলবান্—অদৃষ্টই বলবান্!

অম্বর। তাই তো, এ কি ভীষণ পরীক্ষায় আমায় ফে'ল্লে প্রভু? আমি তো আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছিলেম, কোথা থেকে মৃগাঙ্ক এসে আমার কাল হ'ল! না, এ কখনো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। বিবাহ? নিজের স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রে বিবাহ? স্ত্রীর উপর অধিকার পরিত্যাগ ক'রে বিবাহ? এ অসম্ভব!

মৃগাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। কি ভাই, কথাবার্ত্তা সব শেষ হ'য়ে গেল?

অম্বর। হাঁ।

মৃগাঙ্ক। আমি জানি ও "হাঁ" হতেই হবে। বাবা, কন্যাদায়—ঘাড়ে চাপলে তো আর রক্ষা নেই! কবে দিন ঠিক্ হ'ল?

অম্বর। মৃগাঙ্ক, আমি স্থির করেছি, আমি এ বিবাহ ক'রব না।

মৃগাঙ্ক। আরে সে কি হে? তবে ঠিক হ'ল কি?

অম্বর। বিবাহ যে ক'রব না এইটিই ঠিক হ'ল।

মৃগাঙ্ক। কেন বল দেখি? এত বড় একটা রাজত্ব, তার সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরী! রাজকন্যা ব'ল্লেও চলে! তোমার আবার কি রোগে ধরল'? যার সঙ্গে দেখা হয় তারই যে দেখি মৃগাঙ্কমোহনের ধাত! কেউ যে আরপরাধীনতায় হীনতায় বাঁচতে চায় না! ধাঃ বাবা!

অম্বর। মৃগাঙ্ক, তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তোমার কাছে আমার কোন কথা গোপন করা উচিত নয়। রমাবল্লভবাবু বলেন, আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ ক'রে অর্থ নিয়ে এদেশ থেকে একেবারে চলে যাই।

মৃগাঙ্ক। ভাল কথা; এতে তো অমত করবার কিছুই খুঁজে পাইনে।

অম্বর। কিন্তু এত বড় মিথ্যাচার—

মৃগাঙ্ক। মিথ্যাচারটা কিসের?

অম্বর। মিথ্যাচার নয়? কি মন্ত্র প'ড়ে বিবাহ ক'রতে হয় জান? শালগ্রামশিলার সমক্ষে, অগ্নি সাক্ষ্যে, বেদমন্ত্রে, কঠিন প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়। প্রতিজ্ঞা করতে হয়—"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।" প্রতিজ্ঞা ক'রতে হয়—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু। মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু।" ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, সম্মুখে ব্রহ্মরূপী অগ্নি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী—ঊর্দ্ধে চির-অচঞ্চল ধ্রুবতারা—এঁদের সমক্ষে স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রব—'আজ থেকে তোমার সকল ভার আমার, তুমি আমার পাপ-পুণ্যের ভাগী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী—আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—আমরা দুইয়ে এক—একপ্রাণ—একমন—পৃথক হ'লেও এক দেহ—আমাদের সাধনা এক, সিদ্ধি

এক—আমাদের সুখ-দুঃখ এক—আমাদের মুক্তি এক পথে—আর পরমুহূর্ত্তেই তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেশত্যাগী হব? এতবড় মিথ্যাচার কি ধর্ম্ম কখনো সইবেন?

মৃগাঙ্ক। বল কি? যাঃ বাবা! বিয়ের মন্তরে এত? এই রকম ক'রে দিব্যি ক'রে পরিবারের সকল ভার নিতে হয়? তবে লোকে যে বলে পরিবার পুরুষের দাসী। এ যে দেখছি ঠিক উল্টা! এ তো দেখছি নানান্ রকম দিব্যি ক'রে পুরুষকেই তো স্ত্রীর কাছে চিরদিনের জন্যে দাসখত লিখে দিতে হয়! এক মন, এক প্রাণ? তাঁর হৃদয়টী আমার, আমার হৃদয়টী তাঁর? ওহে দিব্যি ক'রে আমাকেও বিয়ের সময় এই সব ব'লতে হ'য়েছে না কি?

অম্বর। তা হ'য়েছে বৈকি; সকল বিবাহের মন্ত্রই তো এক।

মৃগাঙ্ক। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখতে হলে, এই হৃদয় বস্তুটী তো আর কাউকে সমর্পণ করা চলে না! আচ্ছা, যদি "স্বামিত্ব" ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে শুধু "বন্ধুত্ব" করা যায়, তাহ'লে?

অম্বর। বন্ধুত্ব তো একটা অংশ; স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরম বন্ধু, আবার পরস্পরের পরম অবলম্বন। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়—

মৃগাঙ্ক। থাক্ থাক্, ও—ও আমি বুঝে নিয়েছি, আর তোমায় ব'লতে হবে না। তোমায় বোঝাতে এসে তুমিও যে আমায় ভাবিয়ে দিলে। কিন্তু আমার যা হয় পরে করা যাবে, এঁদের এখন কি করি বল তো! বিষয়টা বরবাদে যায়—

অম্বর। কিন্তু পরের বিষয় দেখতে গিয়ে আমার ইহকাল পরকাল তো বরবাদে দিতে পারি না।

মৃগাঙ্ক। তা নিজের সঙ্গে প্রতারণা না ক'রলে তাতো পারই না। অন্ততঃ

মানুষের তা পারা উচিত নয়। বাবা, যেরকম ঘটা ক'রে প্রতিজ্ঞা বহর দেখালে, তাতে আমারই যে প্রাণ আঁতকে উঠছে! কে জানে, তিন বছর আগে একদিন অন্ধকার রাত্রে কি ব'লে ফেলেছিলুম— তখন তো ততটা খেয়াল ছিল না! তাহ'লে মামাবাবুকে কি বলি বল তো?

অম্বর। তুমি ভাই, তাঁকে বুঝিয়ে বলগে, আমি কিছুতেই এ বিবাহ ক'রব না। তিনি আমার অন্নদাতা প্রভু, আমি বারবার তাঁর সামনে এ কথা ব'লতে পারি না। মৃগাঙ্ক, তুমি আমায় এ দায় থেকে রক্ষা কর।

মৃগাঙ্ক। (স্বগত) বাবা, ভেড়া বানাতে এসে নিজে ভেড়া বনে গেলুম নাকি? আমি এখন কোন্ সুরে গাই? কোন্ শালা জান্‌ত যে বন্ধুত্বে এত বিপদ্? (প্রকাশ্যে) আমি আর মামাবাবুকে ব'লতে পারব না, মামীকে বলিগে, তিনি যা হয় ক'রবেন। বুঝেছ ভাই?

প্রস্থান

অম্বর। হে মন্দিরস্থ দেবতা, আমার হৃদয়ে বল দাও! আমি চিরদিন অকপটে তোমার পূজা ক'রে এসেছি, তোমার কৃপায় যেন কর্ত্তব্যপথ হ'তে ভ্রষ্ট না হই! বলে দাও দেব, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি মনের দুর্ব্বলতা এখনো বুঝতে পারছিনি। আমার এক একবার মনে হ'চ্ছে যে, এ বিবাহ করাই আমার কর্ত্তব্য। মনে হ'চ্ছে—দেব-প্রতিমার নিত্য-সঙ্গিনী যে দেবীকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এসেছি —যার ঐকান্তিক ভক্তি দেখে আমার বিরোধী হৃদয় প্রতিমা-পূজার অনুরাগী হ'য়েছে—তাকে চির-দারিদ্র্যের অন্ধকারে ফেলে রেখে কাপুরুষের মত পালানো আমার উচিত নয়। মনে হ'চ্ছে—তার

চিরাভ্যস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আত্ম-বিসর্জ্জন করাই আমার শ্রেয়! কেন বাণীর ভাবী দুঃখের কল্পনা ক'রে আমার অন্তর কেঁপে ওঠে? আমি কি নিজের অজ্ঞাতে তাকে ভালবাসি? কামনার ছায়া কি আমার চিত্তকে অধিকার ক'রেছে? আজ এ কি সুখ-দুঃখের সুপ্ত লহরী আমার চিরশ্রান্ত হৃদয়তলে অকস্মাৎ সমুদ্র-কল্লোলের গম্ভীর সুরে জেগে উঠছে!

কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। অম্বরনাথ।

অম্বর। এ কি মা! আপনি?

কৃষ্ণ। বাবা, তুমি সকলের কথা ঠেলতে পারবে, কিন্তু আমার কথা ঠেলতে পারবে না। আজ আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি—ভিক্ষা! আমি শুধু হাতে ফিরে যাব না। তোমায় বাণীকে গ্রহণ ক'রতেই হবে। তোমা ভিন্ন আমাদের আর অন্য কোন গতি নেই। পাগলী মেয়ে বাণীর কথা কিছু মনে রেখ না বাবা! সে তোমার সঙ্গে অনেক অসঙ্গত ব্যাভার ক'রেছে—তার সে কথা নিজ-গুণে ভুলে এ বিপত্তি থেকে আমাদের রক্ষা ক'রে যথার্থ ব্রাহ্মণের ছেলের কাজ কর।

অম্বর। মা, আপনি এ কথা ব'লে আমায় প্রত্যবায়-ভাগী করবেন আমি আপনার সন্তান।

কৃষ্ণ। শুধু মুখের কথা ব'ল্লে হবে না; যথার্থ-ই তোমাকে আমার হ'তে হবে। আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পাব, এই ভরসায় তোমায় এসেছি। আমি জানি, তুমি গুণবান্, তুমি ধার্ম্মিক; তোমার পুত্রের মা হওয়ার যে গর্ব্ব, সে আর কেউ না বুঝুক্ আমি বুঝি। বল,

তুমি বাণীকে দাসী ব'লে গ্রহণ করবে? তুমি যতক্ষণ 'হাঁ' না ব'লবে, আমি কিছুতেই যাব না।

অম্বর। (চিন্তা করিয়া) আমি আপনার কথা রাখব।

কৃষ্ণ। তুমি রাজরাজেশ্বর হও! ঐ সামনের মন্দিরে আমাদের কুলদেবতা, তাঁরই সামনে তুমি আমাকে কথা দিলে। বাবা, আজ আমার প্রাণে যে কি শান্তি—(কাঁদিয়া ফেলিল) তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণের ছেলে বটে।

অম্বর। মা, সন্তানকে আর অপরাধী কর'বেন না, আপনি ঘরে যান্। ছেলেবেলা থেকে কখনো মার স্নেহ কি তা জানি না, আজ এক মুহূর্ত্তে আমার মাতৃস্নেহাতুর-হৃদয় আপনার চরণ-তলে আশ্রয় পেলে! (প্রণাম করিল)

প্রস্থান

কৃষ্ণ। আমি আবার আশীর্ব্বাদ করি—তুমি রাজরাজেশ্বর হও, মনের সুখে সুখী হও!

অম্বর কোথা থেকে কি হ'যে গেল! (মন্দিরের নিকট গিয়া) মানুষের শক্তি কতটুকু ক্ষুদ্র—হে বিশ্বনাথ—আজ তুমি তা প্রত্যক্ষ করালে প্রভু! মন্দিরের দ্বার বন্ধ—উদ্দেশে তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। দেখো নাথ, তুমি কখনো অধমকে পায়ে ঠেল না!

চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাণীর প্রবেশ

দাঁড়াও, যেও না; আমার একটা কথা আছে।

অম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইল

মা'র সঙ্গে তোমার যা কথা হয়েছে আমি শুনিছি; কিন্তু আমারও বলবার একটা কথা ছিল!

অম্বর। কি বল ?

বাণী। মা যা ব'লেছেন, যদি তাই ক'রতে হয়, তাহলে বিবাহের দিন থেকেই আমি স্বতন্ত্র থাকতে ইচ্ছা করি। সেই একটী দিন ছাড়া এ জন্মে আর দু'জনের মধ্যে দেখাশোনা হবে না। দু'জনের কেউ কারও খোঁজ খবর নেব না, এই আমার ইচ্ছা।

অম্বর। (অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা।

বাণী। প্রতিজ্ঞা কর—এই মন্দিরের দেবতার শপথ বিবাহের দিন হ'তে—

অম্বর। (দৃঢ়স্বরে) না বিবাহের দিন হ'তে নয় ; সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর থেকে।

বাণী। (স্বগত) এ কি! এ যে এখন থেকেই আমার প্রভুর মত আদেশ করে! (কোন মতে সংযত হইয়া) বেশ, তাই হবে। বিবাহের পর থেকেই দু'জনের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

অম্বর। বেশ, শপথ ক'ল্লেম—বিবাহের পরে তোমার আমার মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগরের গ্রাম্যপথ

হলধর, নবীন, চাঁদমোহন প্রভৃতি ছাত্রগণ

হল। যত গোল বাধালে এই পদ্মাপে'রে ন'বনে। আমরা তো বেশ ছিলেম রাজনগরের টোলে। অম্বর অধ্যাপক হয়েছিল, হ'য়েছিলই। আমাদের কি? আত্তিনাথকে নিয়ে দল পাকিয়ে এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও!

নবীন।—হ—পদ্মাপে'রে? তা অইচে কি? ইস্তে ক্যাবল আমাগোর দোষ দেয়! 'আইত্ত-দা আইত্ত-দা' কইরা তোমাগোর লাল গরালো তা আমি করবো কি? কওনা চাদমোহন?

চাঁদ। 'কইব আর কি?' তোরই তো উৎসাহ বেশী। তুই তো পাতিলের চারা দিয়ে অম্বরের মাথা ভাঙ্গিস্?

পাতিলের চারাটা কি হে?

:র হাঁড়ী ভাঙ্গার খোলা।

াও, এখন কাল-হাঁড়ি মাথায় দিয়ে মুখ লুকোও। অম্বরকে ঙ্গিরি থেকে তাড়ালে, তার টোল ভাঙ্গলে—আর সেই এখন :গরের জমিদার বাড়ীর জামাই হ'তে চ'ল্‌লো! আর যার জন্যে এত ক'ল্লেম সেই আত্তিনাথকেই খুঁজে পাচ্ছিনি। টোল বসাবে

বসাবে ক'রে তার কি এক ভাইয়ের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ দখল ক'রে বসেছিল ;—এখন ?

চাঁদ। আমি দেখছি সুধাকরটাই বুদ্ধিমান্, সে ঠিক ভিড়ে রইল, আমাদের দলে এল না। এখন অম্বর জামাই হলে তারই লাভ। একটা ভাল চাকরী জুটিয়ে নেবে আর কি ?

নবীন। তা ইসে তোমরা ইর মধ্যে লঙ্কাভাগ করচো ক্যান্ ? জামাই অলিই হ'ল ? কথাডা তো রটনা। আগে হ্দিস হরুল জান, পরে কথা কইও। জামাই হবন ? জামাই হয় অনেক হালা !

হল। জানব আর কি ? গাঁ শুদ্ধু টি টি হ'য়ে গেল।

চাঁদ। আচ্ছা, অম্বরটা কোথায় ? সে তো আর টোল-বাড়ীতে নেই ?

হল। আরে তোমার যেমন বুদ্ধি। সে আর খোড়ো-বাড়ীতে থাকে ? তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছে একেবারে তেতলায় ! সেখানে ব'সে দুধের বাটীতে ফুঁ দিচ্ছে।

চাঁদ। ন'বনে, তুই এক কাজ কর্, তুই জমিদার বাড়ীতে গিয়ে পাকা খবর নিয়ে আয়, আমরা অম্বিনাথকে খুঁজে দেখি, কোথা গেল। শুনিছি সে নাকি পুরুৎগিরিতে ইস্তফা দিয়েছে।

নবীন। হ, আমি খবর লতি যাই জমীদার বারী আর সিপুই ঠেঙ্গায়ে আমার দফটা ইসে একেবারে সাইরে দিক্। আমি মুখা হই, তো আমি হালা।

সুধাকরের প্রবেশ

সুধা। কি হে, তোমরা এখানে সব জটলা ক'চ্ছ ? টোলের খবর কি ? আমি যে তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলুম।

নবীন। (জনান্তিকে চাঁদমোহনকে) মস্করাটা শুনেছ—বোঝছনি চাদমোহন?

চাঁদ। যাঃ শালা—বোঝছনি বোঝছনি ক'রে আর গায়ের মাংস আমার রাখলে না। কি হে সুধাকর, খবর কি?

সুধা। কিসের খবর ভাই?

চাঁদ। এই তোমার, তোমার বন্ধু অম্বরের।

সুধা। আরে শোননি হে, আমি যে নিমন্ত্রণ ক'রতে বেরিয়েছি; তোমাদের ওই দিকেই যাচ্ছিলুম—কাল্কে যে অম্বরের বিয়ে।

নবীন। তা হ'লে ইসে কথাডা ঠিক? পাকা?

সুধা। আরে তোমরা শোননি আভ্যনাথের কাছে। সে যে এই খবর শুনে রেগে পুরুৎগিরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছে; এখন যে ঠাকুর পূজো কচ্ছি আমি।

। তুমি যে বড় আমাদের ওদিকে যাচ্ছিলে?

ধা। যাব না? বল কি হে? ধুমের বিয়ে; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদেয় হচ্ছে। টোলের ছাত্রেরাও বাদ পড়েনি।

হল। তাতে তোমাদেরই লাভ। আমরা তো টোল ছেড়ে দিইছি, বল?

টোল ছেড়ে দিলেও জমীদারবাবু অতি সদাশয়! ফর্দ্দে ধ'রেছেন। ফর্দ্দ হ'য়েছে, টোলের ছাত্রদের বিদেয় ক'রে কাঞ্চন নগরের থালা, আড়াই সের ক'রে টাকা ক'রে নগদ।

কি! আমাগোর বোকা পাইচ! খ্যাপাইচ বটে! বুঝি না, কও তো চাদমোহন?

সুধা। না হে—না, মস্করা নয় সত্যি! আমি তোমাদেরই ব'লতে যাচ্ছিলুম।

হল। কিন্তু আমাদের যাওয়াটা কি—কি বলহে সুধাকর?

সুধা। আরে নাও—নাও—অমন হ'য়ে থাকে! তাতে আর কি! বরং না গেলে একটা কথা জন্মাবে। এ সব সামাজিক ব্যাপারে যাওয়াই উচিত।

নবীন। উচিতই তো—ঠিক কইচ সুদাকর—ঠিক কইচ—আমাগোর যাওয়াই উচিত—

চাঁদ। আম্বিনাথকে না জিজ্ঞাসা ক'রে—

নবীন। আরে রাইহে গ্যাও তোমার আইম্বনাথ—ঐ হালা আইম্বনাথের হুমকিতে না ভুল্যা—কি কও হে সুধাকর—কাঞ্চন নগরের কাংস্য থালি—আর মোণ্ডা কতখানি? কয় স্যার?

সুধা। আড়াই সের।

নবীন। আরে নগদা বিদায়?

সুধা। আরে দু'টাকা হে দু'টাকা। তার ওপর ধুতি-চাদর।

নবীন। এই মারলাম ঝারু আইম্বনাথের মাথায়! তোমরা কেউ না যাও আমি তো আগেই যাচ্ছি, ই-সব সামাজিক ব্যাপার! চাদমোহন!

চাঁদ। ওরে আঁটকুড়ির পুত, আমি অনেক দিন থেকেই শালা গায়ের মাংস আমার রাখলে না। কি বল হে আমাদের যাওয়াই কর্ত্তব্য?

সুধা। নিশ্চয়—তোমাদের যেতে চক্ষু-লজ্জা হয়, আমার

চাঁদ। তাহ'লে, তাই চল, নেহাৎ তুমি যখন ছাড়বে না—

নবীন। হ্যা—হ্যা—চল—চল—কাঞ্চন নগরে কাংস্য থালি! আমরা যদি না যাই আমরা গোব্বস্রাব, বোঝনি চাঁদমোহন?

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাণীর শয্যা-গৃহ

ফুলশয্যার সমস্ত উপকরণে সজ্জিত

মৃগাঙ্ক ও কৃষ্ণপ্রিয়া

মৃগাঙ্ক। যাক্, ভালয় ভালয় কাজটা মিটে গেল! বিয়ে হ'ল! কুশণ্ডিকে হ'ল—ফলার হ'লেই বস্! জাতও বাঁচল, বিষয়ও রক্ষে হ'ল। আজ তো ফুলশয্যে, কিন্তু মামী, আমার তো আর এখানে থাকা চলে না। এসেছি অনেকদিন, বাড়ীর কোন খবর পাইনি, আমার তো এই রাত্রের গাড়ীতেই যেতে হ'চ্ছে।

। তা আজকের দিনটা থেকে যা না। হাঁরে, একটা রাত থাকৃলে কি—

না মামী, আর বোলো না; আমি অনেক কষ্টে মামাবাবুকে করিছি, তুমি আর বাগড়া দিও না; আমায় যেতেই হবে।

বাবা, তোর কল্যাণেই এই অঘটন ঘ'টলো! তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রবো—আমার মাথায় যত চুল তোর তত পেরমাই হ'ক। সুখে ঘর-ঘরকন্না কর। তোমার একটা চাঁদের ছেলে হোক।

মৃগাঙ্ক। (স্বগত) হাঁ, বন্ধুত্ব বজায় রেখে যতদূর সম্ভব। (প্রকাশ্যে) তা হ'লে পায়ের ধূলো দাও মামী, আমি আসি।

কৃষ্ণ। যাবি ব'ল্লেই যাবি?—চল্—একটু কিছু মুখে দিয়ে—সারারাতটা তো গাড়ীতে যেতে হবে?

মৃগাঙ্ক। যে অবেলায় খেয়েছি মামী, আমার মোটেই ক্ষিদে হয়নি; এখন তিন দিন না খেলেও চ'ল্বে।

কৃষ্ণ। তা কি হয় রে? আয় ভাঁড়াড়ের দিকেই আয়, আমার আবার ফুলশয্যের নিত্‌কিত্‌ সব বাকী।

মৃগাঙ্ক। (স্বগত) আমার যে অষুধ না খেলে ক্ষিদে হয় না, মামী তো তা বোঝে না। যে কষ্টে এ ক' দিন আছি! (প্রকাশ্যে) চল, ছাঁদা বেঁধে দিও, গাড়ীতেই ব'সে ব'সে খাব।

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রস্থান

অপর দিক হইতে বাণীর প্রবেশ

বাণী। মৃগু-দা, কি আজই যাচ্ছ?

মৃগাঙ্ক। হাঁ ভাই—মামী ব'ল্ছিলেন আজকের দিনটাও থেকে যেতে, তা আর পারলুম না। আজই যাব।

বাণী। তা এখন যাবে বৈ কি! আমার গলায় ফাঁসী পরিয়ে দিয়ে

মৃগাঙ্ক। আরে ফাঁসী মনে ক'ল্লেই ফাঁসী, নইলে হেসে উড়িয়ে আর কি? তবে একটা প্যাঁচ, অনেকগুলো দিব্বি ক আমার যখন কুশণ্ডিকে হ'য়েছিল, সব তো আর মন দিয়ে তোর বেলায় সব শুন্‌লুম। আরে বাপরে! তুচ্ছ হলফ—এ একেবারে ইহকাল পরকাল নিয়ে টানাটানি! ছাড়ান নেই! এই হিঁদুর বিয়েটা দেখ্‌ছি ভারি আপুদে!

। হ্যাঁ। আমিই কি এত জানতুম? পৃথিবীতে যত রকমের দিব্বি আছে, নারায়ণ সাক্ষী রেখে সেই সব দিব্বি ক'রে, ইহকাল পরকালের দাসী হওয়া বৈ তো নয়। এ পুরুষদের এক-চোখো শাস্ত্র।

মৃগাঙ্ক। না ভাই, ঠিক এক চক্ষু নয়, দুই চক্ষুই জল্ জল্ ক'রছে! স্ত্রীর পক্ষে চিরকালের দাসী হওয়া, কি স্বামীর পক্ষে চিরকালের ক্রীতদাস হওয়া—এ ক্ষেত্রে কোন্‌টা যে বলবৎ তার নিরাকরণ ক'রতে আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না—ও যা শুনলুম তাতে মনে হলো—এ-ও ওর দাসী ও-ও ওর দাস; জমা খরচে কৈফিয়ৎ কেটে থাকে শূন্যি! মন্তরের মানে দু'জনে নাকি এক হ'য়ে যায়! কারুর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না! যেমন জলে জল মেশা! সে অনেক কথা। যাক্—ও সব এখন আর ভেবে মাথা খারাপ ক'রে কোন লাভ নেই। ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে স'রে থাকাই ভাল, বুঝ্‌লি? আর কাল তো অম্বর চ'লেই যাচ্ছে আসামে—মামাবাবুর সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল, ওতো এখানে থাকবে না! হাঁরে, এত শিগগির যে আসামে চ'ললো—ব্যাপার কি?

বাণী। (হাসিয়া) আমি বিয়ের আগে যে, দিব্বি করিয়ে নি'ইছিলুম—বিয়ের পর এখানে একদিনও না থাকে।

। বাঃ! তোর মেধা তো দেখছি আমার চেয়ে ঢের ভাল। বেছে আচ্ছা শিষ্য ক'রেছিলুম তো! তুই যে, আমার উপরেও দিলি! ভ্যালা মোর দিদি! তা—ও যে বড় এক কথায় হোল? ওকেও বন্ধুত্বে পেয়েছে না কি?

কি জানি, কেন এক কথায় রাজী হোল! যদি রাজী না হোত হ'লে কিছুতেই আমিও রাজী হতুম না মৃগু-দা!

মৃগাঙ্ক। তা—এ কথা আর কে জানে?

বাণী। বাবার সঙ্গে সব কথা হ'য়ে গেছে। আমি শুনিছি।

মৃগাঙ্ক। মামী জানে?

বাণী। তা ঠিক জানিনি। বোধ হয় না।

মৃগাঙ্ক। দেখ, মামী আবার গোল না বাধায়।

বাণী। তুমি যেন মাকে আগে থাকতে কিছু বোলো না। ওসব ব্যবস্থা যা করবার বাবাই ক'রবেন।

মৃগাঙ্ক। আরে রাম কহো! আমি আর তোমাদের কোন কথায়ই নেই ভাই। আর আমি তো আগে থাকতেই স'রছি।

বাণী। মৃগু-দা! তোমার বৌকে একবার এখানে আনবে ভাই? তোমার বৌ দেখতে কেমন? তার সঙ্গে তোমার দেখা-শোনা হয় তো?

মৃগাঙ্ক। না হবে কেন ভাই? তার তো আসামও নেই, কাছাড়ও নেই। বৌ-মানুষ, ঘরেই তো থাকতে হয়। তা তাকে এখানে আনবার মালিক তো আমি নই। বন্ধু-মানুষ, যদি ইচ্ছে করেন আসতে পারেন! আচ্ছা ব'লে দেখবো। আমি আর দেরী ক'রবো না, গাড়ীর সময় ব'য়ে যাবে।

বাণী। কি আর ব'লবো! এস মৃগু-দা।

প্রণাম করিল

মৃগাঙ্ক। ওঃ ভারি ভক্তি যে! এ প্রণামটা কি ঘটক বিদেয়ের

বাণী। যাও, কি যে বল?

মৃগাঙ্ক। ভাল ভাল, বিয়ে ক'রে মাথা নোয়াতে শিখিছিস্, ভাল বন্ধুত্ব বজায় রেখে মনের সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।

প্রস্থান

বাণী। আজ রাত্রি—আমার কালরাত্রি! কি যে ক'রব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনি; বাসী-বিয়ের সময় সে তো প্রভুর মতই হুকুম চালিয়েছে। সে যা ব'লেছে, ঘাড় হেঁট ক'রে তাই ক'রতে হয়েছে। এখন থেকে অমনি প্রভুত্ব ক'রবে নাকি? কি জানি ঠাকুরের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, সে প্রতিজ্ঞা কি রাখবে না? কি রকম চরিত্রের মানুষ কে বল্‌তে পারে? যদি এখান হ'তে চলে না যায়!

তুলসীর প্রবেশ

তুলসী। অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে তো ছাড়চিনি! বিয়ের রাত্রে বাসরে কিছুই আমোদ হয়নি। বরটী তোমার নেহাৎ ভ্যাবাগঙ্গারাম; অসুখ হ'য়েছে ব'লে পাশ ফিরে প'ড়ে রইল। সইমা আমার যেমন শাদা—তার সেই দমে ভুলে আমাদের তো আর বাসরে জাগতেই দিলে না। কিন্তু আজ? আজ যে ফুলশয্যে! আজ তো আর সহজে ছাড়ছিনি। আজ এই ফুলের গহনা দিয়ে এমন সাজাব!

বাণী। দিন দিন তোর ছেলে-মান্‌ষি বাড়ছে দেখছি; বয়েস কি আর বাড়ছে না?

বয়েস বাড়ছে কি কমছে, সে ভাল জানে তোমার সয়া, সে তোর কাছে কি দেব না। ভাতার্ত্তির মাগের বয়েস আবার ? বুঝবি লো বুঝবি—দু'দিন যাক্‌।

আর বেহায়াপনা করিস্‌নি। আমার তো ফুলশয্যে নয়

বালাই! বালাই! কেন, অত কেন? বর কি তোর মনে ধরেনি?

বাণী। মনেই বা ধ'রবে না কেন?

তুলসী। তবে?

বাণী। কি তবে?

তুলসী। ও সব ব'ল্‌ছিস্‌ যে? ঐ যা ব'ল্লি? ছিঃ—যা নয়, তাই?

বাণী। (হাসিয়া) মনে ধ'রেছে ব'লেই তো ব'লছি। মনেই যখন ধ'রেছে তখন অনর্থক সেজে-গুজে কি হবে?

তুলসী। আরে বাপ্‌রে। আজ না সাজলে হয়? আজ যে ফুলশয্যে! মিলনের প্রথম রাত্রি!

বাণী। শরশয্যে ব'ল্লেও চলে।

তুলসী। ওলো, ঠিকই তো, স্মরশয্যেই তো বটে—মদন রাজার স্মরশয্যে! নে বোস্‌, আজ মনের সাধে—সমর-সাজে সাজাই।

তুলসী বাণীকে ফুলের গহনা দিয়া সাজাইতে সাজাইতে গাহিল

গীত

আজি সাজাব তোমারে সমর-সাজে
(ধনি) যেখানে যা সাজে।
অলকে দিব লো অশোক-ঝাঁপি—
ভুবন উঠিবে কাঁপি!
খর স্মর-শর মুহু ছুটিবে ভ্রূভঙ্গে
কাজর-রেখা অপাঙ্গে—
দিব বিজয়-তিলক চারু ললাট-মাঝে।
কুচ কবচে দিব চন্দনে ঢাকি,
বাহুতে বাঁধিব রাখী —

(তুমি শুধু) অধরে ধরিও মৃদুল-হাসি
পরাতে প্রেম-ফাঁসি ;
বেণী দুলিবে বাঁধিতে অরি-রাজে।
দিব কুসুম-কিঙ্কিনি কেয়ূর কাঞ্চী
মদন-মান লাঞ্ছি—
দেখি আগুয়ান কেবা হয় রণে,
বীরাঙ্গনা চলে রণাঙ্গনে—
দিতে লাজ স-সাজ বীর-সমাজে !

তুলসী একদৃষ্টে বাণীর দিকে চাহিয়া রহিল

বাণী। এ কি ! খেয়ে ফেল্‌বি নাকি ? অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন ?

তুলসী। (চারিদিকে চাহিয়া) কেউ এখানে নেই তো ? দেখছি—আর ভাবছি—আজ সৃষ্টি থাকলে হয় !

বাণী। (হাত দিয়া তুলসীর মুখ চাপিয়া) আর ও-সব ঢংয়ে কাজ নেই। ঢের হ'য়েছে—এখন থাম্ !

নিশ্বাস ফেলিল

তুলসী। কেন আর নিশ্বাস ফেলিস্ ভাই ? জানি, তুই রাজার রাণী হবার যোগ্য ; আমাদের মত ভট্‌চায্যি বামুনের স্ত্রী হবার মত ন'স্। কিন্তু ভাই, জন্ম-মৃত্যু বিয়ে—এ তো কারো হাত ধরা নয়। তার পর, তোর বরটী—যা এক দোষ গরীব, নইলে দেখতে তো কার্ত্তিকও হার মানে ! ঠিক যেন রূপকথার রাজপুত্র ! এই টানা-টানা চোখ, এই টিকলো নাক, গোলাপ ফুলের মত রং ; সত্যি কথা ব'ল্‌তে, এ'তে দুঃখ করবার এমন কি আছে ভাই ?

বাণী। তুই এ কি বলছিস্? তুই কি মনে ক'রিস্ এ বিয়েতে আমি দুঃখিত? তা নয়—তবে—

তুলসী। তবে?

বাণী। কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, কি হ'ল! চিরজীবন কুমারী থাকব—চিরজীবন ভগবানের সেবা ক'রব—চিরজীবন গোপীকিশোর ছাড়া আর কারও দাসী হব না—সব ভেঙ্গে গেল! মনে হ'চ্ছে আগেকার জীবনটা যেন একটা স্বপ্ন; মনে হ'চ্ছে, যে বাণী হরিবল্লভ রায়ের পৌত্রী, সে বাণী ম'রে গেছে; এ যেন আর কেও বাণী সেজে এসেছে! আমার মত এমন পরাজয়ের অপমান বোধ হয় আর কাউকে কখন সইতে হয়নি!

তুলসী। (মৃদু হাসিয়া) এ পরাজয়ে যে কত সুখ—পরে বুঝবি!

কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। ওমা মঞ্জরী, মেয়েরা তো আজ আর ছাড়বে না। সেদিন বাসরে কেউ আমোদ ক'রতে পায় নি, আজ সব দল বেঁধে এসেছে।

তুলসী। তাতো ক'রবেই সইমা, আজ ওদের কাউকে ঠেকানো যাবে না।

বাণী। কিন্তু মা, আমি ব'লে রাখছি, ও-রকম অসভ্য কাণ্ড করা হবে না, তুমি ওদের বারণ ক'রে দাও!

কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু হাসিলেন ও সস্নেহে কহিলেন

কৃষ্ণ। বারণ ক'ল্লে শুনবে কেন মা! বিয়ের সময় সকলেই অমন ক'রে থাকে, ওতে কিছু লজ্জা নেই।

বাণী। সকলের যা হয়, আমার কি সেই রকমই হ'চ্ছে যে, সব সেই মতই হবে? সকলের কথা ছেড়ে দাও; বাড়ীর চাকর-বামুনের সঙ্গে

তাদের তো কারু আর বিয়ে হয় না! যার যেমন কপাল, তার তেমনি ব্যবস্থা! আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি মা, ও-সব চ'লবে-ট'লবে না; তাহ'লে আমি এখনি বাবার কাছে চলে যাব; কে আমায় সেখান থেকে উঠিয়ে আনে দেখি?

কৃষ্ণ। ঐ আদরেই তোর পরকাল খেলে! আচ্ছা বাপু, বারণই না-হয় ক'রব। কিন্তু একটা কথা তোকে ব'লে রাখি বাণী, জামাইকে তুই অযত্ন, অপমান করিস্‌নি। ও যে কি রত্ন, তা এখন না বুঝিস্, এর পর একদিন বুঝবি। ও যাই হ'ক, তবু ও তোর স্বামী; স্বামীর চেয়ে বড় জগতে মেয়েমানুষের আর কে আছে? দেখছিস্ তো, আমি কখনও আজ পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মুখ তুলে কথা ক'য়েছি, কি মুখের উপর একটা জবাব করিছি?

বাণী। ওঃ—কিসে আর কিসে! তোমার যেমন তুলনা দেওয়া—চাঁদে আর বামনে! আমার বাবার সঙ্গে—

কৃষ্ণ। কেনই বা নয়? বড়লোকে গরীবে সম্বন্ধও ব'দলে যায় না কি?

তুলসী। সই মা, তোমরা তো কথা কাটাকাটি ক'রছ? এদিকে যে রাত হ'ল, বরকে পাঠিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। সে তো এখনো বাড়ী ফেরেনি মা! ও-পাড়ার নিমাই পণ্ডিতের মেয়েটির কলেরা হ'য়েছে, বাড়ীতে পুরুষ নেই, বাছা যেমন শুনেছে অমনি ছুটেছে। সে এলেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুলসী, মা, তুই ফুলশয্যের জিনিসগুলো সব সাজিয়ে রাখ।

প্রস্থান

তুলসী। ওমা! এমন অনাছিষ্টি তো কথনো শুনিনি—ফুলশয্যের দিন আবার রুগী দেখতে যায়!

বাণী। (স্বগত) আজকের রাতটা সেইখানেই থাকে।

তুলসী। তুই একটু বোস্ ভাই, কোথাও যাস নি, মাথা খাস্! আমি ফুলটুল সব নিয়ে আসি—এই এলুম ব'লে।

প্রস্থান

বাণী। আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে; কোথাও ছুটে পালাই। কিন্তু পালিয়ে থাকলে বাড়ীতে একটা হৈ হৈ কাণ্ড হবে—সে আরও ঘৃণা! তার চেয়ে স'য়েই থাকি। আমার ভয় তুলসীকে, কিছু অসভ্যপনা না করে—ও যে ছ্যাবলা।

রূপার ডিশের উপর রূপার বাটীতে ক্ষীর-মুড়কি লইয়া
তুলসীর পুনঃ প্রবেশ

তুলসী। কুঞ্জ তো সাজাচ্ছি, এখন নটবর এ'লে হয়। দেখতে দেখতে রাতও হ'ল অনেক। কি লো, চোর ভাগল্বা না কি?

বাণী। বাটীতে ও কি?

তুলসী। ও ক্ষীর-মুড়কী; আজ যে একপাত্রে খেতে হয়। তুই তাকে খাইয়ে দিবি, সে তোকে খাইয়ে দেবে।

বাণী। দূর বালাই।

তুলসী। আহা বালাই কেন? এযে ফুলশয্যের নিয়ম। হাতের বাঁধন খুলবে। সুন্দর হাতে তোর মুখে এই ক্ষীর-মুড়কি তুলে দেবে, তুই লজ্জায় চোখ দু'টী বুজে গোলাপফুলের পাপড়ীর মত ঠোঁট দু'টী একটু খুলে, হাপুষ ক'রে গিলে ফেলবি। পারিস তো তোর ঐ মুক্তোর মত দাঁতে শালার আঙুল দু'টো কামড়ে দিস্।

বাণী। তুই সয়ার আঙুল কামড়ে দিয়েছিলি বুঝি?

তুলসী। সেই হাঁ ক'রে আমার মুখ পানে চেয়ে অন্যমনস্কে আমার আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছিল।

বাণী। দেখ্ এসব অসভ্যপনা আমা হ'তে হবে না, ও রকম করিস্ তো আমি এখনি পালাব।

তুলসী। পালাবে না আরো কিছু! পালাবার বয়েস তোমার আর নেই; এদিকে যে ষোড়শী!

বাণী। তুই ভারি অসভ্য।

তুলসী। একশোবার! আজকে আমাদের সাতখুন মাপ্।

নেপথ্যে শাঁখ বাজিল

ওলো, ঐ বুঝি এসেছে।

বাণী। (উঠিয়া) আমিও পালাই, আর এখানে থেকে—না—ঐ যে এসে প'ড়ল।

অবগুণ্ঠন টানিয়া নীচের বিছানায় একপাশে বসিল

তুলসী। ও হাত আপনি উঠে ঘোমটা টানে!

অম্বরের হাত ধরিয়া রমণীগণের প্রবেশ

রমণীগণ। ওলো, চোর গ্রেপ্তার!

কৃষ্ণপ্রিয়ার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। ওমা তুলসি, বাছাকে আজ আর জ্বালাতন করিস্নি, বাছা বড় ক্লান্ত হ'য়েছে। পণ্ডিতের মেয়েটা একটু ভাল আছে, আর পণ্ডিতও ঘরে ফিরেছেন, তাই দেখে এই মাত্র চ'লে এল। ব'ল্ছে শরীর খারাপ, এতরাত্রে কিছু খেতে চায় না। তা থাক, কাজও নেই কিছু খেয়ে, শুধু সুতোটা হাত থেকে খুলে ঘুমুতে দে!

তুলসী। বাবা বাবা! সইমা যেন কি? জামাই যা ব'লবে তাই? কেন গা? অত আদর কিসের? আচ্ছা, তুমি যাও, আমরা এখনি তোমার জামাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ। দেখিস্ বাছা, বেশী জ্বালাতন করিস্নি।

প্রস্থান

তুলসী। বোসো ভাই, বোসো, এই আসনে বোসো।—কি লো, তুই যে বালিসের খোল হ'য়ে ব'সে রইলি? নিত্‌কিত্‌ যা আছে তাতো ক'রতে হবে, উঠে আয়—এ যে সব লক্ষণ।

বাণীকে টানিয়া আনিয়া অম্বরনাথের বামে বসাইল

নাও ভাই, হাত ধুয়ে ফলার মাখো। আজ আর লজ্জা নয়।

অম্বর। আমার শরীর খারাপ, আমি আজ আর কিছু খাব না।

তুলসী। না খেলেও একবার মুখে ঠেকাতে হয়।

২য়া নারী। সেদিন বড় ফাঁকি দিয়েছ, বাসরে আমোদই হয় নি; আজ তার শোধ নোব।

তুলসী। নাও ভাই, মাখো—তুমি একটু মুখে দিয়ে ওর মুখে দাও—তুইও একটু মুখে দিয়ে ওর মুখে দে।

৩য়া নারী। হাঁ, আজ থেকেই প্রসাদ খাওয়া সুরু হোক্।

অম্বর। আমায় মাপ ক'রবেন। সত্যই আমার শরীর বড় খারাপ। আমায় ও অনুরোধ আর ক'রবেন না।

তুলসী। ওসব যে ক'রতে হয় ভাই—

১মা নারী। সবাই করে—তুমি একলা নও।

২য়া নারী। হাতের বাঁধন খোল! মনের বাঁধন তো হ'য়ে গেছে। আর সুতোর বাঁধন কেন?

অম্বর। বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু খেতে আমি কিছুতেই পারবো না।

তুলসী। সেই এক কথা! এমন একগুঁয়ে তো কখনো দেখিনি! কি লো বাণী, এ বুনো ঘোড়া বশ ক'রতে পারবি তো?

১মা নারী। তুমি শিখিয়ে দিও তুলসী দিদি! শুনি, তোমার লাগামের খুব জোর।

তুলসী। দুর ছুঁড়ী! ভাতার বশ ক'রতে আবার লাগাম লাগে নাকি? বশ ক'রতে হয়তো লাগাম ছেড়ে দিয়ে।

বাণী। (স্বগত) খাবে না—তবু ভাল! উঠে গেলে বাঁচি।

তুলসী। চুপ ক'রে ব'সে রইলে যে! যা হয় একটা কর, না হয় বাঁধনই খোল। (বাণীর সূতা বাঁধা হাতখানি টানিয়া আনিয়া অম্বরের হাতের উপর রাখিল ও রমণীগণ শঙ্খধ্বনি করিল)

অম্বর আনতনেত্রে গ্রন্থি খুলিল

৩য়া নারী। এইবার খাটে উঠে বোস, আমরা একবার যুগলমিলন দেখি।

২য়া নারী। সেদিন ফাঁকি দিয়েছ, আজ কিন্তু তোমায় ভাই, একটা গান গাইতেই হবে।

অম্বর। এটাও আমাকে মাপ ক'রতে হবে। আমি গাইতে জানি না। তারপর, সেদিনের চেয়েও আজ আমার শরীর খারাপ, আমায় দয়া ক'রে একটু ঘুমুতে দিন।

তুলসী। এই যে দিচ্ছি ভাল ক'রে! তোমার রকম কি বল তো? খেতে বল্লুম, খেলে না—গান গাইতে বল্‌ছি, বলা হোল জানি নে! আবার ব'লছো ঘুমুতে দিন্; কেন—আমাদের এত অপমান কেন? একটা গান গাও ভাই, আমরা ভালমানুষের মত এখখুনি চলে যাচ্ছি।

অম্বর। যা জানি না তাই ক'রতে যদি হুকুম হয়—এমন হুকুম রাখি কি ক'রে ?

তুলসী। তা বেশ, কিন্তু কি ক'রে বস্‌তে হয় সেটাও কি জান না! অমন বেঁকে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছ কেন ? কি লো, তোরও যে ঘোম্‌টা সরে না! (ঘোম্‌টা সরাইয়া দিল। অম্বর আর একটু বাঁকিয়া বসিল, বাণী মুখ নত করিল)

১মা নারী। তুলসী দিদি! কেবল কথায় কথায় রাত হ'য়ে যাচ্ছে। বর গাইবে না, তুমিই একটা গাও ভাই।

তুলসী। আরে আমি তো কোমর বেঁধেই আছি! কিন্তু এদের কি বল্‌ দেখি! তুই কাঠের পুতুল! হ্যাঁলো, শুভদৃষ্টির সময় কেও ভেরে টেরে দেয় নি তো! আজকের এমন রাত—জীবনে এই একবার আসে—বলে ফুলশয্যের রাত্তির—আজকের রাতও থাকে না—ফুলও শুকোয়—কিন্তু এই রাতের বাতাসে যে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায় সে যে, সারা জীবনটাকে ঘিরে রাখে! এমন রাত্তিরটা এদের এম্‌নি ফাঁকা যাবে ?

গীত

এমন রজনী বৃথা পোহাবে সজনি,
এ দুঃখ বলিব কারে ?
ফুলে ফুলে ঘেরা, হাসি দিয়ে ভরা,
মৌন—মিলাবে আঁধারে।
সুরে বাঁধা বীণা ওগো, রহিবে পড়িয়ে,
কেহ হাতটী দিবে না তারে!
মরমের গান মরি! মরমে গুমরি,
মুরছি পড়িবে হৃদয় দ্বারে!

(নেপথ্যে) কৃষ্ণ। ও-লো তুলসী! ইনি রাগ ক'রছেন, ব'লছেন, অনেক রাত হ'য়েছে, জামাইয়ের শরীর ভাল নয়, বাছাকে একটু ঘুমুতে দে।

তুলসী। যাচ্ছি সই মা! না বাপু, এরা সব আড়ে হাতে লেগেছে; আমাদের একদিনও আমোদ ক'রতে দিলে না। চল্ ভাই চল্— আচ্ছা আমরাও দেখবো কত রাত্রি ওজর ক'রে কাটাও। এক মাঘে তো আর জাড় যাচ্ছে না। (বাণীর প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই, প্রাণ খুলে কথা ক'য়ো, আমরা কেউ আড়ি পাতব না।

তুলসী প্রভৃতি রমণীগণের প্রস্থান

বাণী খাটের একপার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল; তাহারই পার্শ্বে অম্বর, একটু নড়িয়া বসিতেই বাণী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং বিদ্যুতের মত বিপরীত দিকে সরিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া সে দেখিল তাহার ভয় অমূলক; অম্বর তাহার পার্শ্বে নাই; সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণী ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল।

অম্বর। (বাণীর দিকে না চাহিয়া বেশ স্পষ্টস্বরে) অনেক রাত হ'য়ে গেছে, তুমি ঘুমোও। আমার খাটে শোয়া অভ্যাস নেই, এখানে ঘুম হবে না, আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি।

এই কথা বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে হঠাৎ বাণী ব্যগ্রভাবে কিছু চাপাস্বরে বলিল

বাণী। না না, এখন যাওয়া হবে না। এখনি যদি বাইরে যাও, লোকে দেখে কি মনে ক'রবে; সকলে ঘুমুক, তার পরেই যেও।

অম্বর। ভাল, পরেই যাব; তুমি খাটে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও, আমি নীচের এই আসনেই বসছি।

বসিয়া দেয়ালে টাঙ্গানো পঞ্চবটীবনে রামসীতার মূর্ত্তি নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল

বাণী। (কিছুক্ষণ পরে একবার অম্বরনাথকে দেখিয়া স্বগত) না—যা মনে ক'রেছিলুম তা নয়। স্বভাব নম্রই। একদৃষ্টে রামসীতার মূর্ত্তি দেখছে; কিন্তু ঠিক সামনে ঐ বড় আয়নাখানায় আমার ছায়া প'ড়েছে, সেদিকে তো একটীবারও ফিরে চাইছে না।

বাণী একবার চিত্রের দিকে দেখিল, পুনরায় আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাহার নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া নিজের অধর দংশন করিল। তাহার বিস্ময় ও কৌতূহল বাড়িয়া চলিয়াছে। সে বারবার অম্বরের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বাণী। (স্বগত) অদ্ভুত মানুষ! এমন কিন্তু কখনো দেখিনি, সেই এক ভাবেই ব'সে আছে। ছবিতে এত কি দেখছে? বল্কলধারী রাম কুটিরের সামনে বেদীর উপর ব'সে। আর তারই নীচে ঘাসের উপর শুয়ে সীতা দেবী—রামের মুখের পানে চেয়ে! কারোর আভরণ নেই কিন্তু তাতে যেন দু'জনেরই রূপ আরও ফেটে প'ড়ছে! যে সুন্দর, তাকে সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়; রূপবান্ ভিখারীকেও ছদ্মবেশী রাজপুত্র ব'লে ভ্রম হয়। বোধ হয়, একমনে ওই ছবি দেখছে আর তাই ভাবছে।

এমন সময়ে বাহিরের পেটা ঘড়ীতে একটা বাজিল। অম্বর চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইতেই বাণীর উৎসুক দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। বাণী হঠাৎ সলজ্জভাবে মুখ নত করিল; কিন্তু সে মনোভাবের প্রশ্রয় দিল না, লজ্জা করিয়াছিল বলিয়া জোর করিয়া সে লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহিল। কুণ্ঠা ছাড়িয়া সে স্বামীসম্ভাষণ করিল; স্বর সহজ।

বাণী। তুমি কবে আসাম যাবে?

অম্বর। (একটু পরে) কাল।

বাণী। কাল? কৈ, বাড়ীতে কেউ এখনও এ কথা শোনেনি তো।

অম্বর। কাকেও তো এখনও বলা হয় নি। বাবা শুধু জানেন; তিনি বাড়ীতে নিজেই কাল ব'লবেন ব'লেছেন।

বাণী। ওঃ। (একটু পরে) কিন্তু মা হয়তো বাধা দেবেন; ব'লবেন এখন যেতে নেই।

অম্বর। (সহজ স্বরে) তাঁকে একটু বুঝিযে ব'লতে হবে। না গেলে তো চলবে না, চিঠি দেওয়া হ'যে গেছে; সেখানে সকলে আমার প্রতীক্ষায় আছেন—যাওয়া চাই-ই।

বাণী। (স্বগত) যাকে মূর্খ পুরুত মনে ক'রেছিলেম, কিছু জানেনা ব'লে যাকে লাঞ্ছনার সঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—এর কথা শুনে তো সে রকম মনে হয় না! আমার কাছে যা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, তার সবই তো এখনো পর্য্যন্ত দেখছি এ পালন ক'রেই চ'লছে।

অম্বর। (স্বগত) আর ব'সে থেকে কেন ওর বিরক্তির কারণ হই। আমি এখানে থাকলে ঘুমুতে পারবে না! (উঠিয়া প্রকাশ্যে) আমি এখন যাই, অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছে! রাতজাগা তোমার অভ্যেস নাই, অসুখ হ'তে পারে, তুমি ঘুমোও। আমাকে ভোরেই যেতে হবে, গুছিয়ে গাছিয়ে নিইগে। (স্বগত) তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকারও আমার আছে কি না কে জানে!

ধীরপদে প্রস্থান

বাণী পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা পর্য্যন্ত গেল; উঁকি মারিয়া দেখিল, পরে অর্গল বন্ধ করিল।

বাণী। না, বরাবর নীচে নেমে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। এমন সহজ সরলভাবে যে আমায় নিষ্কৃতি দেবে তা আমি মনে

করিনি। এতবড় যে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, দেখছি এর মনে তার এতটুকু দাগ পড়েনি। যেন আমাদেরই উপকারের জন্যে বিয়ে ক'রলে, আবার আমাদেরই জন্য দেশ ছেড়ে চল্‌লো।

খাটের নিকট আসিয়া অবগুণ্ঠন খুলিল ; তাহার পর খাটের উপর হেলিয়া পড়িল

বাণী। যাক্ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল) এতদিনে বিয়ে চুকলো! রাত পোহালেই ও চ'লে যাবে, তা হলেই একেবারে জন্মের মত নিষ্কৃতি পাব। সে আর কতক্ষণই বা? এদিক ভোর তো হয় হয়।

অল্পক্ষণের জন্য চোখ বুজিয়া শুইল ; তাহার পর চোখ চাহিতেই সম্মুখস্থ দর্পণের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে নির্নিমেষ নেত্রে দর্পণে প্রতিবিম্বিত তাহার নিজের মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল

বাণী। না, মাথা ঘুরছে। ঘুম হবে না! (উঠিয়া বসিয়া পুনরায় আয়নায় নিজেকে দেখিয়া) সকলে বলে আমি সুন্দরী। সামনের আয়নায় এ ছবিটাও তো খুব মন্দ দেখতে নয়। আচ্ছা, ও কি রকম লোক? একবার ভাল ক'রে কি আমার দিকে, কি ঐ আয়নার দিকে চেয়েও দেখলে না? তা হলে আমি আর সুন্দর কি ক'রে? সুন্দর জিনিস তো লোকে চেয়ে দেখে ; এতক্ষণ তো ব'সে ব'সে ঐ ছবি দেখছিল! কিন্তু সে তো একবারও ঐ আয়নার দিকে দেখলে না। যেন গ্রাহ্যই ক'ল্লে না এমনি তার উদাস ভাব। আমি (উঠিল ; আয়নার নিজেকে পুনরায় দেখিয়া) কি এতই কুৎসিত যে, আমার দিকে একবার দেখবার ইচ্ছেও হ'ল না! থাক্‌গে— গয়নাগুলো খুলে ফেলি, নইলে ঘুম হবে না।

ধীরে ধীরে সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিল

বাণী। এগুলো বোঝা, আলো নিবিয়ে দিই। কি গরম, মাথার ভিতর যেন কেমন ক'চ্ছে!

টেবিলস্থ কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিল; তাহার পর বিছানায় উঠিয়া শুইল। নেপথ্যে বাহিরে ভোরের সানাই বাজিল; নহবৎ শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধতন্দ্রারত অবস্থায় বলিল

বাণী। এ কি! কে তুমি? নীল মখমলের শয্যায় শুয়ে, রক্ত-উত্তরীয় তোমার স্কন্ধে, তোমার অনাবৃত প্রস্তর-ধবল বক্ষে আমারই স্বহস্তে রচিত দেওয়া ফুলের মালা, প্রশস্ত ললাটে চন্দনের রেখা! কে তুমি? তুমি কি আমার স্বামী?—আর এ কি! সম্মুখে হবিস্নাত অগ্নিদেবতা; ঊর্দ্ধে যজ্ঞধূমে দিক্ আচ্ছন্ন, আর তোমার কণ্ঠে এ কি গম্ভীর বেদমন্ত্র—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু"!

(হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিল; সবিস্ময়ে বলিল) এ কি! কে আমায় মন্ত্র পড়ালে! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম না কি? কে মন্ত্র পড়ালে? এখনও সে এ ঘরে আছে না কি?

উঠিয়া আলো বাড়াইয়া দিল

না, কেউ তো নেই, সে চলেই গেছে। তবে কি স্বপ্ন দেখলুম! সকাল হ'য়ে গেছে যে! তবে আর আলো কেন? (আলো নিবাইল)

ঘরের জানালা খুলিল

আঃ কি মিষ্টি এই ভোরের বাতাস!

বাণী। (জানালা দিয়া দেখিয়া) গাড়ী দাঁড়িয়ে কেন? গাড়ীর ছাদে বিছানা, মোট, ট্রাঙ্ক, কাঠের সিন্দুক, আরও কত; এখনি চ'লে

যাচ্ছে না কি ? তাহ'লে তো একটুও মিথ্যে বলেনি ! এত মহৎ—
এ যে বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না !

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

নেপথ্যে কৃষ্ণ। বাণি, বাণি, ও মা এখনো ঘুমাচ্ছিস্ না কি ? ওঠ ওঠ। ওগো কোথায় আমার রামচন্দ্র রাজা হবে, এ যে বনবাসে চললো গো !

বাণী দ্বার খুলিয়া একপার্শে দাঁড়াইল

রমাবল্লভ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

কৃষ্ণ। বাণি, উঠিছিস্ মা, ও মা, এ কি শুনি মা ; আমাকে লুকিয়ে— তোরা এ কি কাণ্ড বাধিয়েছিস্ (রমাবল্লভের প্রতি) হাঁগা, জামাই যে ফুলশয্যার পর দিনই চ'লে যাবে, কৈ তুমি তো আমার কাছে একদিনও ভাঙ্গনি ?

বাণী পাশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল

রমা। অপ্রিয় কথাটা বিয়ের আগে আর বলিনি।

কৃষ্ণ। তা ব'লে এই অনাথের মত যাবে সেই দূর বিদেশে, সেই আসামে না কোথায় ? এ আমি কখনো প্রাণ থাকতে হ'তে দেব না।

রমা। কি ক'রব বল ? একটা রাঁধুনী আর একটা চাকর সঙ্গে নিতে বল্লুম, তা ও কিছুতেই রাজী হ'ল না। ছেলেটীর সব ভাল এক দোষ, বড় একরোখা। নিজের জন্যে একটা মাসিক খরচা পর্য্যন্ত নেবে না।

কৃষ্ণ। ওগো, তা হলে বাছার চ'লবে কি ক'রে ?

রমা। বলে, এতদিন যে ভাবে চ'লেছে এখনও সেইভাবে চ'লবে। দেখ

দেখি অনাসৃষ্টি কথা! এখন তুমি জমীদার হরিবল্লভ রায়ের নাতজামাই, তোমার এখন সেই মত থাকা চাই তো?

কৃষ্ণ। সে কি! অম্বরকে আজ আমি কোথাও যেতে দিতে পারব না। এ দু'দিন কোথায় রইল, কি খেলে, তার ঠিক নেই; তা ছাড়া এখন বিয়ের আটটা দিন কাটেনি, এখনি বাছা কোথা যাবে?

রমা। মাসে দু'শো টাকা ক'রে খরচ দিতে চাইলুম, তা কিছুতেই রাজী হ'ল না। যাক্, দু'দিন ঘুরেই আসুক।

কৃষ্ণ। তা তুমি বাছাকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দাও। কাল থেকে বাছা কিছু খায়নি। তার পর, যাত্রার তো—উজ্জুগ ক'রতে হবে। ওমা, এমন বরাতও ক'রেছিলুম!

রমা। আচ্ছা, আমি তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান

কৃষ্ণ। ওলো, ও সর্ব্বনেশে মেয়ে, জামাইকে কি ব'লেছিস্, কি ক'রেছিস্?

বাণী। আমি আবার কি ব'লতে যাব?

কৃষ্ণ। ওমা, এমন তো কথনো শুনিনি মা! হায় হায়, আমি এমন পোড়া বরাতও ক'রেছিলুম!

বাণী। কেন, তোমরা তো বিষয়ের জন্যে বিয়ে দিয়েছিলে—বিষয় রক্ষে তো হ'য়েছে—এখন কাঁদ কেন?

নেপথ্যে। জামাইবাবু যাচ্ছেন।

অম্বরকে আসিতে দেখিয়া বাণী পুনরায় পার্শ্বের ঘরে সরিয়া গেল

অম্বরের প্রবেশ

অম্বর। মা, আমি যাচ্ছি, আপনাকে প্রণাম ক'রতে এলেম।

কৃষ্ণ। 'যাচ্ছি' ব'লতে নেই বাবা, 'আসি' ব'লতে হয়। কি ব'লবো

বাবা, মনের সুখী হও ; আমি যাই, তোমার যাত্রার উজ্জুগ করিগে ! তার পর, কাল থেকে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, আমি কি যে করি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। বাবা ঐ ঘরে একবার যাও।

প্রস্থান

অম্বর। (স্বগত) ও ঘরে যাব ? কেন ?

পরে গৃহমধ্য হইতে অলঙ্কারের শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিল। ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে বাণীর পরিহিত গোলাপী বস্ত্র দেখা যাইতেছে ও তাহার একখানি হাত দরজার কবাটে

অম্বর। গৃহ-মধ্যে বাণী ! ঐ তার সেই রক্তোৎপলের মত হাত—ও হাত আমার পরিচিত। মন্দিরের দেব অঙ্গে এই হাতেই সে চামর ঢুলাতো ! কিন্তু আমার এখানকার পূজার শেষ !

বাণী মুক্তদ্বার আর একটু খুলিয়া মুখ বাড়াইল

অম্বর। না, কাজ নেই। একবার—জন্মের শোধ দেখা—তাই বা কেন ? প্রতিজ্ঞা করেছি—দেবতার সমক্ষে, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার অধিকার আমার কৈ ? নাই বা দেখলুম, মনে মনে বিদায় নিয়ে জন্মের মত চ'লে যাই। ভগবান করুন, বাণী সুখী হোক !

ধীরে ধীরে প্রস্থান

দরজা খুলিয়া বাণী বাহির হইল। যে দ্বার দিয়া অম্বর চলিয়া গেল, সেই পর্য্যন্ত গেল, মুখ বাড়াইয়া দেখিল। তারপর দরজা অর্গল বন্ধ করিল

বাণী। (জানালা দিয়া দেখিয়া) ঐ যে গাড়ী ফটক পার হ'ল। মা কি মনে ক'ল্লে ওকে ফেরাতে পারতেন না ? কেনই বা ফেরাবেন ? ওতো দূরে গেলেই আমার পক্ষে ভাল। একটা সামান্ত পুরুৎ আমার

স্বামী হ'য়ে এখানে থাকবে কি ? এ কিছুতেই হ'তে পারে না। জমীদার হরিবল্লভ রায়ের পৌত্রী আমি, আমাকে কিনা একটা যার-তার হুকুম মেনে চ'লতে হবে ? আমারি অন্নে প্রতিপালিত যে, সেই হবে আমার প্রভু ? কিন্তু তাই কি ? তা তো নয়। বাবা তো ব'লে গেলেন, সে তো আমাদের একটা কড়িও নেয় নি ! তবে ? তবে আজ আমাদের যা কিছু আছে, সব কি ঐ ভিখারী পুরোহিতের দান ? ঐ তো আজ আমার রক্ষাকর্ত্তা, আমার অন্নদাতা, আমার স্বামী ! আর আজ যে আমারই কথায়—আমারই আদেশে—জন্মের মত এখান থেকে চ'লে গেল—এ জীবনে সে আর কখনও ফিরে আসবে না ! গোপীকিশোর, তোমার এ কি ভীষণ বিচার !

বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মৃগাঙ্কমোহনের বাটী

সদর ও অন্দরের যোগ আছে এমন একটি দরদালান

মথুর ও তাহার স্ত্রী কেলোর মা

কেলোর মা। তা হলি আজও ঘরে যাবিনে ?

মথুর। যাই কি ক'রে বল দিনি। দেখিচিস তো, এ ক'দিন কেমন ক'রে কাটলো ? এতবড় যে বাড়ী—এড্ডা মনিষ্যি নেই ! ঝি, চাকর, বামন, গিন্নীর ঝেমন দু চারবার ওলা আর নাবা—অমনি কে ক'নে গেল, কারুর চুলির টিকিগাছটা আর দেখতি পালাম না ! সবাই মনে করলো—ধরলে বুঝি তাদেরও—ঐ—যমে ! যেন মা-ওলাই চণ্ডীর ঠ্যাং নেই—দৌড়ুয়ে গিয়ে কারুরি আর ধরতি পারে না !

কেলোর মা। পেরায় পাঁচ ছ'দিন ঘরমুখো হোস নাই ; কেলোডা, তোরি না দেখি হামলে হামলে ওটে ; ঘোরে ফেরে আর দৌড়ুয়ে এ'সে আমায় সুদোয়—তোমারে ঝা ব'লি ডাকে, 'সে ক'নে গেল,' কখন আসপে'।

মথুর। কি ব'লে ডাকে সেডা বুজি আর বল্লিনে !

কেলোর মা। (একটু হাসিয়া) আ—মরণ ! আমি কত বুজুই—কই,

আসপে—আসপে, আলো ব'লে, তা কি শোনে? ঘুমুয়ে ঘুমুয়ে চোম্‌কি ওটে—তা একবারডি চ'না; তারে ভুলুয়ে আবার আসপি! আর তুই ভালবাসিস—আজ আইরীর ডাল রেঁধেলাম বেতের ডোগা দিয়ে—খাতি ব'সে এমন মিষ্টি নাগলো—চোকির জলে ভেসে মরি, আর খাতি পাল্লাম না—তোর জন্যি খানিক তুলি রাখলাম—মনে করলাম—ওপর বেলায় গিয়ে ধ'রে নিয়ে আসপো—কড়কড়ো ভাত দিয়ে দু'গাল খেয়ে যাবি;—তা চ এবারডি তোর নাম ক'রে রেখেচি।

মথুর। আমার নাম ক'রে তুই-ই খাস, তা হলিই আমার খাওয়া হবে! য্যাদ্দিন না বাবু বাড়ী আসছে ত্যাদ্দিন একপাও এখান হ'তি নড়তি পারবো না—তা কেলোই হামলাক, আর তুই-ই হামলাস!

কেলোর মা। পোড়া কপালখানা, আমি কেন তোর জন্যি হামলাতি গ্যালাম। কথার ছিরি দেখ! ড্যাকুক্‌রা!

মথুর। হা—হা—হা! বড় পেরাণডার মদ্দ্যি কচ্‌ কচ্‌ করছে—না? অমন আইরির ডাল! তা কি করি বল? বাড়ীতি যে ঐ একরত্তি বৌ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি একদণ্ড বাড়ী ছাড়া হলি সে ভূতির ভয়িই মারা যাবে! গিন্নীর ব্যারামডাই না হয় মন্দ হ'য়েছে—কিন্তু তারে দেখলি তো আর মনিষ্যি ব'লে চেনা জায় না। বিচানার সঙ্গে মিশুইয়ে আচে—তার চোখ মুখ দেখলি আমারই ভয় নাগে—মনে হয় বুঝি পেত্নী দ্যাখলাম।

কেলোর মা। রাম—রাম (মথুরের কাছে সরিয়া গেল)

মথুর। দেখিস, ঘাড়ে পড়িসনে যেন। রাম! রাম! পেত্নীতে পালো নাকি। সত্যি তো আর নয়! দেখলি মনে হয়। তা বৌমার

আমার কি সাওস—একা—ঐ রুগী নিয়ে—দু হাতে তাই মুক্তো করা—নাড়ী তো ছেড়ে গিয়েলো—গরম জলের সেঁক, সুঁটীর গুঁড়ো মালিস—ওষুধ খাওয়ান—কোনডা নয় বল দিদি—তার ওপর আবার পত্তি; আর সারাটীক্ষণ কাছে ব'সে এই গায়ে হাত বুলুচ্ছেই —বুলুচ্ছেই—বুলুচ্ছেই! ওঃ ভাল মানষির মেয়ে বটে! তবু বাবু তো একদিনও বাড়ীর মদ্যি শোয় না; পেরাই দেকাই করে না; প'ড়ে থাকেন ঐ বাইরির ঘরে—মদ মারেন আর যত শালা মোসায়েব না জুটে—খানকীর নাচন নাচায়! আর সারারাত আমারও নিদ্রে নেই—খালি ম'থরো—ম'থরো—যেন শালাদের বাবার চাকর আমি।

কেলোর মা। বলিস কিরে? অমন ডব্কা ছুঁড়ী—ভাতার ব'শ ক'রতি পারে না! এ কোন হ্যাশের মেয়ে?

মথুর। তোর বাপের বাড়ীর হ্যাশের নয় সেডা খুব বলতি পারি, আর কোন্ হ্যাশের তা কতি পারিনে! তা তুই এক কাজ ক'রতি পারিস?

কেলোর মা। কি?

মথুর। আমার যেমন ওষুদ ক'রিচিস—তুই ছাড়া আর কোন মেয়ে মানষির মুকির দিকি চোক্ ওটে না—চোক মেলতি গেলেই—খালি নিদ্রে—নিদ্রে—(নাক ডাকিল) তেমনি এড্ডা ওষুদ ক'রি দিতি পারিস, বৌমারে দিই—বাবুরি দেয় খেওয়াতে—বস, তা হ'লি আর হ্যাকৃতি হয় না—খানকীদের মুকির দিকি তাকায়—আর অমনি (নাসিকাধ্বনি)—থাকেন বৌমার চরণ-চুটকী হ'য়ে। আমি একবার মজাডা দেকি! এট্টু ঘুমুয়ে বাঁচি।

কেলোর মা। আমি তোরে কি ক'রি ওষুদ ক'রিচি তা জানিসনে;

মনে নেই বুজি ? আ অলপ্পেয়ে—আমি যে তোরে ওষুদ ক'রিচি এই কীলির চোটি—নইলি তুই কি ছিলি মনে নেই ? একনো যে—টোগ্‌রী পোড়ারমুকী—দুদিন কেঁড়ে কাঁকালি নিয়ে ছিনালী ক'রে মাজে মাজে আসে তোর কাচে রসবাতের ওষুদ নিতি—আমি কিচু বুজিনে বুজি—ক'ড়ে রাঁড়ী খান্‌কী! ওষুদ ক'ল্লি আজ এ কদিনির মদ্দি একবার যাবার ফুরসৎ হয় না ? আমি আলাম এই রাত্তির কালে ডাকতি—

মথুর। আরে চুপ, চুপ—এডা ভদ্দর নোকের বাড়ী—আরে ভাল কতা কতি গিয়ে কি আপদেই প'ড়লাম! আরে হরি মদ্দি আইরির ডাল ভুলে গেলি বুঝি ? নাঃ বাপু, আর চেঁচাসনে; না হয় এক ফাঁকে গিয়ে তোর ও আইরির ডাল খেয়ে আসপো!

কেলোর মা। তুই না খেলি তো আমার ব'য়ে গেল! বল্লে ওষুদ ক'রেচে ? ক'রিচিই তো; ঐ ভালমানষির মেয়েরে শিকুয়ে দিয়ে জাব, ভাতার বশ করার ওষুদ—চুলির মুটো না ধ'রি দেবে কিল্ বসায়ে পাজর ভেঙ্গে, নয় কাটের চ্যালা দিয়ে দেবে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে—তারপর না হয় চুণি হলুদি দেবে স্যাও ভাল, দেখি কেমন মিন্সে তার বশ না হয় ? ও রোগের ওষুদই ঐ! জাতে তোমারে ঢিট্ ক'রিচি! ভদ্দর নোকের মেয়েরা ন্যাকাপড়া শিকি ঐ ওষুদ ভুলি গিয়িই তো নিজেদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। সোয়ামী বারমুকো হ'লিই হোল!

মথুর। এ্যাদ্দিন তো তেমন চিনতি পারিনি, চেনলাম এই অসুখ হ'তি! কি করণাডাই কল্লে!

কেলোর মা। বাবু গেল কমনে ? তারে চিটি নিকে আনালে না কেনে ?

মথুর। আরে আমার পোড়া দশা! চিটি নিকে খবর দেবে কারে ?

বাবু কি যাবার সময় ব'লে গিয়েছেন, কোথায় যাচ্ছেন! কোলকাতার কোন্ নচ্ছার মাগীর বাড়ী প'ড়ে আমানী লোসচেন, আর এখানে বাড়ীতি যে, যমে-মানষি টানাটানি—কেউ মলো কি বাঁচলো কে কার খপর রাকে? যে সুমুন্দিরা এখানর মাটী কেমড়ে দিনরাত প'ড়ে থাকতো, গিন্নিমার ব্যাম হ'তি, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খপর দ্যালাম—তা কেউ একবার ভুলেও উকি মারলে না! আসুক বাবু একবার বাড়ী, তারপর আমিও একবার বোজাপড়া করবো।

কেলোর মা। তা আমি এখন উটি—তুই এক ফাঁকে যাস, মাতা খাস নইলি ছেলেডা বড় কাঁদাকাটা করে।

মথুর। জীবনে একবার বৌমারি ব'লে; গিন্নি মা একটু ভালও আছেন! চ'; তোরে সদরডা অবধি একটু এগুয়ে দিয়ে আসি।

কেলোর মা। না, তোর আর জাতি হবে না। আমি জাবনে! হ্যাঁ, ভাল কতা; তোর জন্যি দু'টো খাজুর এনেলাম—এই পিণ্ডী খাজুর—খেয়ে এক ঢোক্ জল খাস!

মথুর। খাজুর পালি কোয়ণে? তোর কোন্ বুনুই দিয়েচে?

কেলোর। আমার বুনুই নয়, নোন্দাই দিয়েচে; ভ্যাবলার বাপ্ কোলকাতাথে আলোনা আজ—এনেলো; তাই খোকারে খাতি দিয়েলো—তাথে দু'টো তোর জন্যি এনেলাম।

মথুর। (খেজুর লইয়া গালে গিয়া) ওষুদ তুই এমনি ক'রিই করিচিস—কিলীর গুতোয় নয়; খাজুর খাওয়াইয়ে—ক্যামন রে?

কেলোর মা। (ঈষৎ হাসিয়া) দেকিস,যেন আল্লাদে আটী গলায় বাদে না!

প্রস্থান

মথুর। হাত্তোর ভদ্দর নোকের কেঁতায় আগুন; এমন পরিবার, ঘরের

ইস্ত্রি—যে খুজে খুজে এসে খাজুর খাওয়াইয়ে যায়, তারে ফেলে—কিনা—রাত কাটায় তোমার গিয়ে কি আর বলবো—ঐ পাচ কুকুরির পাতচাটা—

নেপথ্যে মৃগাঙ্কমোহন ডাকিল

ম'থরো, ম'থরো! আমলো সব গেল কোথায়—বাইরে অন্ধকার—(প্রবেশ করিয়া)

মৃগাঙ্ক। কোন দিকেই জনমানব নেই—

মথুর। এই যে বাবু আলেন! আঃ বাঁচলাম।

প্রণাম করিল

মৃগাঙ্ক। এই যে, জেগে আছ? বাইরে এসে যে এত হাঁকাহাঁকী ক'রছি—দরওয়ান লোকজন সব গেল কোথায়? সব যে অন্ধকার, পালানে বাড়ী হ'য়ে গেছে দেখছি এ ক' দিনে? দরওয়ান—দরওয়ান—গাড়ী থেকে ট্রাঙ্ক বিছানা নামিয়ে আন—

মথুর। (শশব্যস্ত হইয়া) বাবু একটু আস্তে—অমন ক'রি—এজ্ঞে—

মৃগাঙ্ক। অমন ক'রে? এজ্ঞে? বড় মজা পেয়েছিলে এ ক' দিন; আমি বাড়ী ছিলাম না—কেমন সব ঘুমিয়ে কাটিয়েছে! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা সব—যা—ট্রাঙ্ক বিছানা নাবাগে যা।

মথুর। যে এজ্ঞে—

মথুরের প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। দরওয়ান—দরওয়ান—

অজার প্রবেশ

অজার মাথায় কাপড় নাই, কোমরে অাঁচল জড়ানো হাতে একখানা দুধ জাল দিবার হাতা

অজা। আস্তে—অত নয়! বাড়ীতে ডাকাত পড়া চীৎকার করো না!

মৃগাঙ্ক। মানে?

অজ্ঞা। অত মানে বলবার আমার সময় নেই, আমি বার্লি চড়িয়ে এসেছি। মানে শোনবার দরকার থাকে গোল না ক'রে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস।

অজ্ঞা ফিরিল

মৃগাঙ্ক। আহা—হা শোন না।

অজ্ঞা ইতিমধ্যে বাঁ হাত দিয়া মাথায় আঁচল টানিয়া দিল ও ফিরিয়া দাঁড়াইল

অজ্ঞা। কি?

মৃগাঙ্ক। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হাতে উদ্যত হাতা, মালসাটা নয় কোমরে আঁচলপাট বটে। রান্নাঘরের চার্জ্জো নিয়েছ দেখছি, ব্যাপারখানা কি। দিদি কোথায়? তুমি রাঁধছ কেন? বামুন ঠাকুরের কি হ'য়েছে?

অজ্ঞা। চ'লে গেছে।

মৃগাঙ্ক। কে চ'লে গেছে! দিদি?

অজ্ঞা। না, তিনি ওপরে শুয়ে আছেন, বামুনঠাকুর চ'লে গেছে।

মৃগাঙ্ক। কেন, দিদি ঝগড়া ক'রে বামুনঠাকুরকে তাড়িয়েছে বুঝি?

অজ্ঞা। (মৃদু হাসিয়া) না, না, সে নিজেই গেছে। দিদির কলেরা হ'য়েছিল কিনা, সেই সময় ভয় পেয়ে সবাই পালিয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক। দিদির কলেরা হ'য়েছিল? এখন কেমন? সেরেছেন তো?

অজ্ঞা। সেরেছেন; ওদিকে আমার বার্লি বুঝি ধ'রে যায়।

দ্রুত প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। আরে, এ যে এলো মিলিটারী, চ'লে গেল মিলিটারী, ব্যাপারখানা কি!

মথুরের প্রবেশ

হ্যাঁরে মথরো, দিদির কলেরা হয়েছিল, তা আমায় খবর দিসনি কেন ?

মথুর। এজ্ঞে—আপনি কলকাতায় কোন্ বাইজীর বাড়ীতে গান শুনতি গিয়েলেন সে ঠিকানাডা তো বৌমার কাচে রেকে জাননি, খপর দেবো কি করে ?

মৃগাঙ্ক। হতভাগা! আমার বুঝি ত্রিসংসারে আর কাজ নেই, আমি কেবল বাইজীর বাড়ী গান শুনেই বেড়াই এই বুঝি জেনে রেখেছ!

মথুর। এজ্ঞে লড়ায়ে ঘোড়া আস্তাবলে না থাকলিই লোকে খোঁজে গড়ের মাটে; আর শুনিচি বাবুরা বাড়ীতে ঠিকানা না রেকে যদি বেরোন, তাঁদেরও খোঁজ নিতি হয় ঐ রকম বাড়ীতি—যেকানে নাচন গাওন হয়, আর গিয়ে—

মৃগাঙ্ক। থাম্ ব্যাটা! আর গিয়ে! ব্যাটা সব জেনে শুনে বেদব্যাস হ'য়ে বসে আছে! তা লোকজন, বামুন, দরওয়ান সব পালিয়েছে—

মথুর। এজ্ঞে—

মৃগাঙ্ক। তা তুমি পালাওনি কেন ? দয়া ক'রে এখনও যে বড় আছ ? নচ্ছার ব্যাটা! হারামজাদা ব্যাটা!

মথুর। এজ্ঞে আমি পালালি, এমন ভাল ভাল গালাগালগুলো আর কারে দেতেন ?

মৃগাঙ্ক। নে চল্ আলো ধর! দেখি দিদি কেমন আছে।

মথুর। আর থাকবেন কেমন! সেরে গিয়েছেন, কিন্তু বাবু! একতা ব'লে রাখ্‌চি যে, বৌমা আমার না থাকলি, এবার তিনি সারতেন না, সরতেন। ওঃ ধন্যি মেয়ে বটে! কি করণাডাই ক'রেছে! মায়েও

ত্যামনডা পারে না, আর পেটের মেয়েরও তেমনডা করবার সাধ্যি নেই।

মৃগাঙ্ক। আচ্ছা চল তোকে আর বক্তৃতা ক'রতে হবে না।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমাবল্লভের বাটী

মন্দির-প্রাঙ্গণ

রমা। দেখ্‌ছি অদৃষ্টই বলবান্। মেয়ে সুখে থাকবে, বিষয় রক্ষা হবে, এই মনে করে বে' দিলুম, মেয়ে যা ব'ল্লে সেই সর্ত্তেই বে' দিলুম, কিন্তু তাতে অশান্তি দূর হ'ল কই? ভেবেছিলুম বিয়ের পরে মেয়ে জামাই তাদের প্রতিজ্ঞা আপনারাই ভাঙবে; কিন্তু বছর ঘুরতে চললো তা হলো কই? ফলে—মেয়ে জামাইয়ের ভাবনা ভেবে গিন্নী কঠিন ব্যা'য়রামে প'ড়লেন। ডাক্তার কবিরাজ তো স্পষ্টই ব'লে গেছে তাঁর দিন সংক্ষেপ; এ কথা বাড়ীর কেউ জানে না কেবল আমি জানি; বোধ হয় কৃষ্ণপ্রিয়াও তা মনে মনে বুঝেছে। দিনরাতের ভেতর চোখের জল শুকোয় না। কি অশুভক্ষণেই বাবা উইল করেছিলেন, আর কি অশুভক্ষণেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলুম। বিষয় তো রক্ষা হ'ল—কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়াকে কি রাখতে পারব? মেয়ের চিরজীবনের সুখ, চিরজীবনের শান্তি, তারি বা কি ক'রব?

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

কৃষ্ণ। হ্যাঁগো! আজকের ডাকে কোন চিঠিপত্র এলো, বাছার খবর কিছু পেলে?

রমা। এ কি! তুমি আবার উঠে এসেছ? কিছুতেই বারণ শুনবে না? কবিরাজে কি ব'লে গেছে তা জান তো।

কৃষ্ণ। কবিরাজে অমন বলে; আর যা ব'লে গেছে তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি! তোমাকে রেখে যাব, বাণীকে রেখে যাব, সে তো আমার ভাগ্য। কিন্তু অম্বরকে না দেখে ম'লে, আমি যে, পরলোকে গিয়েও শান্তি পাব না। হাঁ গা, আজও তার কোন খবর আসে নি?

রমা। ডাক এসেছে, অম্বরের কোন চিঠি পাই নি, তবে একখানা খবরের কাগজে তার খবর পেয়েছি।

কৃষ্ণ। কি গা? কি খবর? বাছা আমার ভাল আছে তো?

রমা। হাঁ—ভাল আছে। কাগজে কি লিখছে শুনবে? শোন—সে এখন আসাম অঞ্চলে চা'রটী চতুষ্পাঠী খুলেছে। লিখছে—"অম্বরনাথ ন্যায়, সাঙ্খ্য, যোগ ও বেদান্ত চারি বিষয়ে চারিটী চতুষ্পাঠীকে পরস্পরের তুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন; নিজেও তিনি পরম পণ্ডিত।" আরও অনেক কথা আছে—শেষে লিখেছে—"অনাথ আর্ত্তের পিতৃ-স্থানীয় অম্বর নিজে সম্পদস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র-জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার সুখ এবং এইটি তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব।"

কৃষ্ণ। কৈ দেখি, দেখি! (রমাবল্লভের হাত হইতে খবরের কাগজ লইয়া) আহা! আমার এমন জামাই ঘরবাসী হ'ল না! হাঁগা,

তাকে আসতে লিখলে কি লেখে—কবে আসবে—তাকে ফিরিয়ে আনছ না কেন ?

রমা। সে এখন আসবে কি ! দেখছ ত ? সে এখন চারিটী চতুষ্পাঠী খুলেছে ; তার কত কাজ !

কৃষ্ণ। বল কি ? একলা সে চারটে টোলে পড়ায় ? এত খাটলে তার শরীরে কি কিছু থাকবে ? ওগো ! তুমি বাছাকে—আমার কাছে আনিয়ে দাও।

রমা। আনানো কি মুখের কথা! তুমি তো জান, তাকে এখানে আসবার জন্য কত চিঠি লিখেছি। লোক পর্য্যন্ত পাঠিয়েছি, কিন্তু সে বলে সেখানকার কাজ শেষ না ক'রে সে আস্‌বে না।

কৃষ্ণ। বাছার সব ভাল, কিন্তু কি জানি কেন এ রকম একগুঁয়ে! কাগজখানা আমার কাছে থাক্—বাণীকে দেখাব। সে মনে করে অম্বর বড় মূর্খ, বড় বোকা—

রমা। রাখ। তাকে দেখিও। সেও তো লিখতে পারে অম্বরকে এখানে আসবার জন্যে! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাক্, যেখানে থাকে ভাল থাক্। আমি আজকের ডাকে তাকে একখানা ভাল ক'রে লিখে দেব। যা রাধাবল্লভের মনে আছে তাই হবে।

রমাবল্লভের প্রস্থান

কৃষ্ণপ্রিয়া কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পুনঃ পুনঃ পড়িতে পড়িতে

কৃষ্ণ। এ যা লিখেছে সবই তো তার গৌরবে ভরা ; এমন জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু বাছা আমার আসে না কেন ? বাণীকেও তো কখনো কোন চিঠি লেখে না। কেন ? এ কি অভিমান ? বাণী কি তাকে মর্ম্মান্তিক কিছু ব'লেছে ? মেয়ে আমার একটু বেশী আদুরে ;

কিন্তু মন তো তার ছোট নয়; সে কি এমন মর্ম্মান্তিক কিছু ব'লতে পারে?

বাণীর প্রবেশ

কৃষ্ণ। হ্যাঁরে! অম্বর তোকে কোন চিঠি দেয় না কেন বল দেখি?

বাণী। আমি তার কি জানি?

কৃষ্ণ। তুই বুঝি তাকে চিঠি লিখতে বা আসতে মানা করেছিস্?

বাণী। ক'রে থাকি তো ক'রেছি—খুব ক'রেছি। আমাকে কে চিঠি লিখ্লে বা না লিখ্লে সেই ভাবনায় তো আমার ঘুম হ'চ্ছে না! তোমার যে, কি হ'য়েছে মা, দিন রাত কেবল ঐ এক কথা! আমি এখন যেন তোমার আপদ বালাই হ'য়েছি, কেবল ঐ একজনের দিকেই তোমার যত টান। তার চেয়ে তুমি সেইখানেই কেন যাও না? আমায় তো আর একটুও তুমি ভালবাস না!

কৃষ্ণ। তা বল্‌বি বৈকি? মা কি আর সন্তানকে ভালবাসে? তাকে যে এত ভালবাসি সে কার জন্যে রে বাণী! তুই মনে ভাবিস্ অম্বরের কোন গুণ নেই। কিন্তু দেখ দেখি, কাগজে কি লিখেছে —প'ড়ে দেখ, এই এক বছরে তার নাম হ'য়েছে, লোকে তাকে কত ভাল বলছে? তুই শুধু তাকে ভাল চোখে দেখলি নি, এই আমার বড় দুঃখ র'য়ে গেল।

বাণী সকৌতুহলে কাগজখানি লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতেই অম্বরের নাম দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্যভাবে ভূমে নিক্ষেপ করিল এবং তাচ্ছিল্যভাবে বলিল

বাণী। তুমি থাম মা! ওসব মোসায়েবের দল থেকে বিজ্ঞাপন বের

করা বৈ আর কিছুই না। পণ্ডিত! ওঃ বড় তো পণ্ডিত! তাই একটা উপাধিও কেউ দয়া ক'রে দেয় নি।

কৃষ্ণ। তোর সঙ্গে কথা কওয়াই আমার ঝকমারী।

কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রস্থান

বাণী এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কাগজখানি কুড়াইয়া লইল এবং পড়িল

"দরিদ্র জীবন যাপন করেন।" আঃ বড় কীর্ত্তিই করেন! কেন—কি জন্য—কে ক'রতে বলেছে? এত তেজ, এত অহঙ্কার। শ্বশুর কি এতই পর? আমার বাপ কি তার কেউ নন্? আর তাই যদি হয়, গরীব ব্রাহ্মণ তো চিরকাল পরের অন্নেই প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে, "দরিদ্র জীবন" উঃ সে বড় কষ্ট। এখানে সাতটা রাঁধুনিতে রাঁধে সেখানে হয় তো নিজে রেঁধে খায়। হয় তো গরম ফ্যান প'ড়ে হাতে ফোস্কাও পড়ে। পরণে হয় তো গুণ চটের মত মোটা ময়লা কাপড়, তাতে হয় তো একটুও মানায় না। তাতে আর ক্ষতি কি? কেইবা দেখছে? অসুখ হ'লে মুখে জল দিতেও বোধ হয় কেউ নেই (পুনরায় পাঠ) "প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি" তা সত্য, সুন্দর! খুবই সুন্দর! এত সুন্দর যে, পুরুষমানুষ হয়, এ ধারণা আমার কখনো ছিল না। লিখছে—"প্রশান্ত, স্থির, ধীর"। তাই বা নয় কেন? এতটা যে বিদ্বান কেই বা তা মনে ক'রত? আমি কি স্বপ্নেও জানতুম যে, সে এত ভাল, এত বড়! বাবাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, আমাকে ত লেখে না; কেনই বা লিখবে? সে ঠিক তার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে চ'লেছে। আচ্ছা! কেন সে আমায় বিবাহ ক'রতে সম্মত হ'ল? এ যেন একটা হেঁয়ালী। এ

কি তার দয়া? না—না, দয়া নয়—দয়া নয়, দয়া তো মহত্তেই ক'রে থাকে, সে কি মহৎ?

বাণীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা ইতিমধ্যে পড়িয়া গেল

যা হবার হ'য়ে গেছে, আর সে কথা ভাব্‌ব না; এখন দু'জনেই প্রতিজ্ঞা রেখে চ'লতে পারলেই মঙ্গল।

বাণী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলিল, হঠাৎ ফিরিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া দ্রুত চলিয়া গেল

অপর দিক দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ

কৃষ্ণ। বাণী চ'লে গেল? কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে গেল না? কি? অমন ক'রে গেলই বা কেন? কৈ? কাগজখানাও তো ফেলে যায় নি! নিয়েই গেছে। তবে আমার সাম্‌নে যে, অমন ক'রে ফেলে দিলে সেটা কি লোক-দেখান? কি এদের ভাব? মেয়েও তো আর কচিটি নয়; দু'জনের মধ্যে কিছু হ'য়েছে নিশ্চয়ই; কি একটা ভুল ক'রেছে। আমারও তো দিন শেষ হ'য়ে আস্‌ছে, আর তো অন্ধকারে থাকা ঠিক নয়। কে আছিস রে?

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। আমায় ডাকছো মা!

কৃষ্ণ। হাঁরে, বাণী কোথায় গেল জানিস্‌?

ঝি। হ্যাঁ মা! দিদিমণি যে ঠাকুর বাড়ীর দিকে গেলেন।

কৃষ্ণ। ঠাকুর বাড়ী গেল? অতদূর আর যেতে পারব না বাছা, তুই একবার বাণীকে ডেকে দে তো রে!

ঝি। আচ্ছা মা !

ঝিয়ের প্রস্থান

কৃষ্ণ। কি জানি মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘ'টবে! আমারও তো দিন ফুরিয়ে আসছে ; এই সাজান সংসার ফেলে যেতে হবে ; মরবার আগে যদি মেয়েটাকে সুখী দেখে যেতে পারতুম। দেখি, সদাই সে অন্যমনস্ক, আগেকার মত তার সেই হাসি নেই, পূজায়ও আর তেমন আগ্রহ দেখি না। কেমন যেন মন-মরা—কেন এমন হ'ল ? গোপীকিশোর! সকল সুখের সুখী ক'রেছিলে, দেবতার মত স্বামী, তার অগাধ ভালবাসা, দেবকন্যার মত মেয়ে, অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অভাব রাখনি। পঁচিশ বৎসরের উপর রাজরাণীর মত এই সংসারের আছি, তবে যাবার আগে এই ব্যথা নিয়েই যেতে হ'ল কি পাপেতে প্রভু! কি পাপে ? আমি গেলে উনি বড় কাতর হবেন। সেই দশ বছর বয়সে এ সংসারে এসেছি আর একটানা এই এত বছর—একটী দিনের জন্যও কখন ছাড়াছাড়ি নেই! যাব মনে ক'ল্লেই যে বুকটা খালি খালি হয়।

বাণীর পুনঃ প্রবেশ

বাণী। মা! আমায় ডেকেছ ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ! শোন্! আমার কাছে আয়।

বাণী। কি বল।

রাণীর মাথা বুকের মধ্যে লইয়া

কৃষ্ণ। বাণি! মা আমার ; বল আমার কাছে কিছু লুকোবিনি ? আমি যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার উত্তর দিবি ?

বাণী। এ কথা কেন ব'লছ মা? কি হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। আমায় সত্যি ক'রে বল দেখি বাণী! অম্বর আসে না কেন? তোকে পত্র লেখে না কেন? কি হ'য়েছে তোদের? আমার কাছে লুকোস নি, সে কি আর আস্‌বে না?

বাণী। না মা, সে আর আসবে না।

কৃষ্ণ। আস্‌বে না? কেন আস্‌বে না? আমায় বল বাণী; সে তো তেমন নয়, তুই কি তাকে আস্‌তে বারণ ক'রেছিস্?

বাণী। আর তোমার কাছে কিছু লুকোবো না। বারণ কেন—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি এ জীবনে কখনো আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না।

কৃষ্ণ। হুঁ—বুঝলুম! ভাল করনি মা! বড় অন্যায় ক'রেছ। তা হো'ক—ছেলেমানুষ না বুঝে যা ক'রে ফেলেছ তার তো আর চারা নাই; আমায় সব কথা ব'ল্লে কোন্‌দিন এ সব মিটে যেতো; কিন্তু মা, আমি তাকে জানি, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি সে তোমায় ক্ষমা ক'রবে। তুমিও তাকে ডেকে ক্ষমা চেয়ো।

বাণী। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে) সে যে হবে না মা, আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জন্মে কেউ কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌ব না!

কৃষ্ণ। পাগল মেয়ে—স্ত্রীলোকের স্বামী ত্যাগের প্রতিজ্ঞা আবার প্রতিজ্ঞা কি? যা ক'রেছ তাতে মহাপাতক হ'য়েছে। আজন্ম তার সেবা ক'রে, তার বাধ্য হ'য়ে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র। সে বড় ভাল; একদিন তুমি বুঝবে সে কত ভাল। কেঁদ না মা, যেমন ক'রে পার অম্বরকে ফিরিয়ে এনো। জেনো—স্বামী ছাড়া

মেয়েমানুষের আর কিছুই বড় নেই। অন্য সুখ, অন্য কামনা, এমন কি অন্য দেবতাও তার থাকতে নেই।

বাণী তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

কৃষ্ণ। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস? আমি যা বল্‌ছি, এর এতটুকুও মিথ্যে নয় বাণী! এ সত্য; এতবড় সত্য মেযেমানুষের কাছে আর কিছু নেই। আমি চ'লে যাব, চিরকাল কিছু থাকব না, কিন্তু তুই—যত দিন যাবে ততই বুঝবি, তেত্রিশকোটী দেবতা এক দিকে আর স্ত্রীলোকের স্বামী অন্য দিকে; স্বামীর চেয়ে বড় স্ত্রীলোকের আর নেই, আর থাকতে পারে না। আমি আবার আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি মা, তুমি যেন এই স্বামীকে চিন্‌তে পার, তার পূজা ক'রে, তার সঙ্গে যে অন্যায় ব্যবহার করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার ভাগ্য তোমার হয়।

কৃষ্ণপ্রিয়া বাণীর মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

বাণী। (বাণী ধীরে ধীরে কাগজখানি বুকের মধ্য হইতে বাহির করিয়া একবার নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া, পরে বলিল) তবে, তবে সত্যই কি তুমি আমার দেবতা! সত্যই কি আমার অন্য আরাধ্য থাকতে নেই? তাই যদি হয় তাহ'লে গোপীকিশোর! এখন আমার উপায়?

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মৃগাঙ্কের বাটী—দ্বিতলের গৃহ

অজ্ঞার শয়নকক্ষ

খাটের উপর ধ'ব্‌ধবে বিছানা, শয়ন কক্ষের সমস্ত সরঞ্জাম,
চেয়ার, টেবিল, আলমারী, আয়না ইত্যাদি

অজ্ঞা চেয়ারে বসিয়া গান গাহিতেছিল

পথপানে চেয়ে চেয়ে কেটে গেল বেলা—
সাঙ্গ হ'ল না মোর জীবনের খেলা।
তৃষিত কণ্ঠ ওগো, বৃথায় শুকাল—
না পোহাতে নিশি আলোক নিবিল
সুখ সাধ আশা নিরাশে ভরিল—
যদি জ্যোতিহারা আঁখিতারা
তবে কেন আঁখি মেলা?

অজ্ঞা। ক'দিন একটুও ঘুমুতে পাইনি, আজ নতুন বামুনঠাকুর এসেছে—মনে ক'রলুম সকাল সকাল শুলেই ঘুমিয়ে প'ড়ব, কিন্তু কৈ, ঘুম তো আসে না; রাত্তির জেগে জেগে মাথা গরম হ'য়েছে বোধ হয়। (ডিকেণ্টার হইতে গোলাপজল লইয়া মাথায় দিল ও ঘরের জানালা খুলিয়া দিল) বাঃ—দিব্যি জ্যোৎস্না! বাইরে এখুনি হয় তো গান বাজনার হল্লা উঠবে। কি জানি, আজ কদিন কেন সে সব বন্ধ আছে। (জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিল) বেশ একঘেয়ে জীবন! সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ? এর চেয়ে

সুখ তো না থাকাই উচিত; গরীবের মেয়ের আবার এর চেয়ে সুখ কি? দু'টী খেতে প'রতে পেলেই তো গরীবের সুখ; বাবাও তো এই দুই দায় থেকেই উদ্ধার পাবার জন্য বিয়ে দিয়েছিলেন; দূর হ'ক। ভেবেই বা কি ক'রব! শুয়ে দেখি যদি ঘুম আসে। (শয়ন)

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীর পদে মৃগাঙ্কের প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। বাড়ী যেন খাঁ খাঁ ক'চ্ছে! সব নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে! এরাও ঘুমিয়েছে কি? (পা টিপিয়া টিপিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন) চোরের মত পা টিপে টিপেই বা চ'লছি কেন? কোন পরস্ত্রীর ঘরে তো ঢুকিনি? না, কাজ নেই, 'দিব্যি ঘুমুচ্ছে, ফিরেই যাই; কিন্তু যাব কোথায়? বাইরের আমোদ আহ্লাদও তো বন্ধ ক'রে দিয়েছি। আজ তো বন্ধু-বান্ধব কেউ আসবে না। আর জহরা—দূর ছাই! এরাও তো উঠে না, এতই কি ঘুম! (আর একটু অগ্রসর হইয়া) ওঃ—গোলাপের গন্ধ ভর্ ভর্ ক'রছে। সখটুকুও বেশ আছে! কিন্তু কাজকর্ম্মেও তো পেছপাও নয়, রান্না-বান্না বেশ করে, আর কি যত্ন ক'রেই খাওয়ার। আচ্ছা, এই যে এতটা যত্ন করে এ বন্ধু ব'লে না স্ত্রী ব'লে? আরে মর, তাই বা জানবো কি ক'রে! জহরা তো খেতে ব'সলে কোনদিন বাতাসও করে নি, আর নিজের হাতে কোনদিন মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়ায় নি, বরং আমিই তার—আরে দূর! ঘুরে ফিরে—চোরের মন ভাঙ্গাবেড়া, খালি সেই জহরা! এবার থেকে শুধু ঐ বন্ধুত্ব ক'রেই থাকবো, জহরায় ইতি। থাক—আজ আর তুলে কাজ নেই ঘুমুচ্ছে

ঘুমুক, সমস্ত দিন খেটেছে তো, হাজার হ'ক ছেলেমানুষ, যাই দিব্যি জ্যোৎস্না—ছাদে একটু পায়চারি করিগে।

প্রস্থান

অম্বা পাশ ফিরিয়া শুইল

অম্বা। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! কতটুকু ঘুমিয়েছি? পাখাখানা—? (পাখা লইয়া) একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল, স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন ফুলশয্যায় রাত্তিরে লুকিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে—লজ্জায় ভাল ক'রে তো মুখ তুলতে পারিনি—তখনকার সেই কুমারী হৃদয়ের যা কিছু সাধ, আহ্লাদ, ভালবাসা, সবই তো মনে মনে নিবেদন ক'রে দিয়েছিলুম তাঁর পায়ে; কিন্তু সে আশার রাগিণী আজ কোথায় মিলিয়ে গেল! আমি পাগল! এই চিন্তার ভার নিয়ে কি কখনো ঘুম আসে! কোথা থেকে কাল-বোশেকির ঝাপ্টা এসে আমার সাজান বাগানের ফুটন্তফুলের লতাকুঞ্জকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল! তখন কি জানতুম যে, আমার আশা কেবল দুরাশাই হবে। তখন মনে ক'রেছিলুম আমার স্বামীর হৃদয় কত না সুন্দরই হবে। কিন্তু এখন দেখছি তাঁর হৃদয় ব'লেই তো কিছু নেই। কেবল ঐ চিন্তা! নাঃ আর ভাববো না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি, দেখি যদি ঘুম আসে (আবার ঘুমাইবার চেষ্টা)

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃগাঙ্কের পুনঃ প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। (প্রবেশ করিতে করিতে) জ্যোৎস্নাই হ'ক আর অমাবস্যাই হ'ক একা কতক্ষণ পায়চারি করা যায়? একা হাঁ ক'রে ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের সুধা খাওয়া—ও আমার পোষাবে না

বাবা! ছাদের চেয়ে এ ঘরই ভাল; তবু মাথার উপর একটা আচ্ছাদন আছে। এই নিস্তব্ধ রাত্রে নীল আকাশের পানে চাইলে প্রাণটা যেন হুহু ক'রে ওঠে। আরে বাঃ! এই যে, এই পাশ ফিরেই শুয়েছে! মুখে আর ঘোমটা নেই, চুলগুলো মুখের ওপর এসে প'ড়েছে। তার ওপরে জ্যোৎস্নার আলো! এই এতক্ষণে মনে হ'চ্ছে ভাল Back ground না পেলে, ও জ্যোৎস্নাই বল আর পূর্ণিমার চাঁদের কিরণই বল, কারোর কিছু কেরামতি নেই; কেউ ফোটেন না। বন্ধুটী আমার রূপসী বটে! উনুনশালে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ী নামাবার সময় মুখখানি দেখেছিলুম টুকটুকে লাল, সে মুখখানিও বেশ লেগেছিল; আর আজ এই সাদা ধব্‌ধ'বে বিছানায় শুয়ে—ঐ লাল টুকটুকে মুখের ওপর ধব্‌ধ'বে জ্যোৎস্নার আলো (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) বাঃ সত্যিই সুন্দর!

অজা। ভীতকণ্ঠে) কে? কে? মা গো! (উঠিয়া বসিয়া নামিতে গেল)

মৃগাঙ্ক। (হাত ধরিয়া) আমি—আমি—অজা আমি!

অজা। কে তুমি! কে আছ? চোর! চোর!

মৃগাঙ্ক। আরে কি বিপদ—আমি!

অজা। তুমি—

(নেপথ্যে মথুর)। "কিডারে এক পোর রাত এখনও পোয়ায় নি, বৌমার ঘরে চুরি! কিডারে?"

মথুর লাঠি লইয়া প্রবেশ করিল। অজা একটু সরিয়া গিয়া আলো উস্কাইয়া দিল

মৃগাঙ্ক। আরে দেখ দেখি কি বিভ্রাট! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

অজা। (ঘোমটা দিয়া) ওমা তাই তো!

মথুর। আরে রাম কহো, চোর নয়! এ যে আমারই বাবু! আঃ—
এমন ঘুমডোও মাটী করলে। (হাই তুলিয়া)

মৃগাঙ্ক। ব্যাটা লাঠি নিয়ে এসেছে! সত্যি চোর হ'লে তো পালাতে?

মথুর। তা কেমন ক'রে ব'লবো, আমি তো আর মিথ্যে ব'লে আসিনি। সত্যি জেনেই এয়েলাম। তা বাবু, আজ এই বাড়ীর মদ্দিই কি ফুরসিতে তামুক দেবো?

মৃগাঙ্ক। যা যা আর তামাক দিতে হবে না, তুই যা ঘুমুগে যা।

মথুর। এজ্ঞে (যাইতে যাইতে) কেলোর মা আলো ককন? ককনই বা বৌমারে ওষুধ ক'রতি শেকালে? আজ ক' বছরের মদ্দি তো এমন অঘটন একদিনও দেকিনি। বাবু—রাত্তিরি বাড়ীর মদ্দি—বৌমার ঘরে!

মৃগাঙ্ক। যা—যা—যা—

মথুর। এজ্ঞে—

প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। ছি—ছি দেখ দেখি, হঠাৎ চেঁচিয়ে কি ক'রলে?

অজা। তা তুমি তো আমায় ডাকলেই পারতে!

মৃগাঙ্ক। আরে ডাকতে যাব মনে ক'রেছি এমন সময় তুমি যে—

অজা। চেঁচিয়ে উঠলুম? তা ভয় করে না?

মৃগাঙ্ক। একবার চেয়ে দেখে ভয় ক'রতে হয় যে, মানুষটা কে, চোখ বুজেই ভয়।

অজা। (একটু হাসিয়া) তা তুমি? তুমি যে বড় আজ এখনও বেড়াতে যাওনি?

মৃগাঙ্ক। না, দিদির কাছে শুনেছিলেম তোমার নাকি অসুখ ক'রেছে,

তাই বাড়ী থেকে বেরুই নি ; কি অসুখ ক'রেছে, বড্ড অসুখ কি ? ডাক্তার ডাকব কি ?

অজা। ডাক্তার—না না ডাক্তার কি ক'রবে ?

মৃগাঙ্ক। ডাক্তার কি ক'রবে ? বল কি ! আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি তুমি চোখ বুজে শুয়ে আছ, অথচ ঘুমোওনি ? মুখখানাও ত দেখছি বড্ড শুকিয়ে গিয়ে লাল হ'য়েছে। (অজা লজ্জায় মুখ নত করিল)

অজা। (স্বগত) অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ? ভাগ্যি মনের কথা কেউ টের পায় না।

মৃগাঙ্ক। অসুখ না ক'রলে কি কেউ অমন চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে পারে। দেখি জ্বর হয়নি তো (বলিয়া মৃগাঙ্ক অজার কপালে হাত দিতে গেল। অজা সরিয়া খাটের উপর বসিল)

অজা। না—না, দেখতে হবে না, আমার গা গরম হয় নি।

মৃগাঙ্ক। ঠিক ব'ল্‌ছ ?

অজা। হ্যাঁ, সামান্য একটু মাথা ধ'রেছে, ও কিছুই নয়, এমনই সেরে যাবে।

মৃগাঙ্ক। তা হ'লে ডাক্তার ডাকাই ভাল।

অজা। না, না, মাথা ধরায় ডাক্তার ডাকা আমাদের সেখানে অভ্যাস ছিল না, খুব বেশী জ্বর হ'লে তখনি ডাক্তার আসতো।

মৃগাঙ্ক। এখন তো আর সেখানে নেই, এখন এইখানের মত ব্যবস্থা হ'ক না।

অজা। (অভিমান চাপিয়া) কোন দরকার নেই, ও এখনি সেরে যাবে। আমি যাই—দেখি, দিদি কি ক'চ্ছেন।

এই বলিয়া খাট হইতে নামিতে গেল। মৃগাঙ্ক সামনে যাইয়া তাহাকে বাধা দিল

মৃগাঙ্ক। দিদি ঘুমুচ্ছে, আমি দেখে এসেছি। দেখ অজা, আজ আর বেড়াতে গেলুম না, তা তুমি তো তাতে কই খুসী হও নি? কই কিছুই ব'ললে না তো?

অজা। (বালিসের ঝালর নাড়িতে নাড়িতে মুখ নীচু করিয়া) তারা এখানে আসবে তো?

মৃগাঙ্ক। যদি না আসে।

অজা। (অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া) একদিনও না?

মৃগাঙ্ক। যদি একদিনও না আসে?

অজা। তা হ'লে বেশ হয়।

মৃগাঙ্ক। (অজার নিকট একটু সরিয়া আসিয়া) শুধুই বেশ হয়, তুমি খুসী হও না।

অজা। হই।

মৃগাঙ্ক। কেন খুসী হও?

অজা। তা জানি না—বোধ হয়—

মৃগাঙ্ক। (খাটের আরও নিকটে আসিয়া খাটের দাণ্ডা ধরিয়া) হাসলে কেন? বোধ হয় কি?

অজা। বন্ধু—তাই।

মৃগাঙ্ক। বন্ধু! বন্ধু কি ব'লছ, বুঝলুম না।

অজা। (মৃদু হাসিয়া সলজ্জভাবে) আমরা বন্ধু নই?

মৃগাঙ্ক। ও—সেই কথা ব'লছ! (হাসিয়া অজার গায়ে গড়াইয়া পড়িল)

অজা। (সরিয়া বিপন্ন স্বরে) কেউ শুনতে পাবে যে, আমি যাই।

ব্যস্তভাবে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল

মৃগাঙ্ক। (উচ্চ হাস্যে পথরোধ করিয়া) হা—হা, শুনতে পাবে? শুনতে পেলেই বা, ক্ষতি কি? যাবার জন্য অত ব্যস্তই বা কেন? একটু দাঁড়ালে ক্ষ'য়ে যাবে না তো। আর আমিও তো সত্যি বাঘ নই যে, টপ ক'রে তোমায় গিলে ফেলব'। হা—হা, শুনতে পাবে! আচ্ছা, শুনতে পেলে লোকে কি ব'লবে? হ্যাঁ অজা!

অজা। লোকে ভাববে না যে, এরা খালি খালি এত হাসছে কেন?

মৃগাঙ্ক। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে হাসে না? আচ্ছা হাসলে যদি তোমার নিন্দে হয়, আর হেসে কাজ নেই। তা হ'লে একটা কাজের কথাই বলি শোন, মনে করেছি দিন কতক একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক।

অজা। তা বেশ, আমি তোমার সব গুছিয়ে রাখব, তোমার কি কি চাই আমায় ব'লে দিও।

মৃগাঙ্ক। শুধু তো আর আমি যাব না। সকলকে যেতে হবে।

অজা। সবাই?

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ সবাই—দিদি, তুমি, আমি—

অজা। কিন্তু আমি তো যাব না।

মৃগাঙ্ক। কেন?

অজা। না।

মৃগাঙ্ক। কেন?

অজা। আমার ইচ্ছে নেই।

মৃগাঙ্ক। কেন ইচ্ছে নেই?

অজা। (স্বগত) তোমায় কি ব'লবো, আমি যে, উত্তর খুঁজে পাই না। (মুখ নত করিল)

মৃগাঙ্ক। আমার উপর রাগ ক'রেছ অজা ? (তাহার হাত ধরিল, এবার আর অজা বাধা দিল না) চল, দিন কতক বাইরে ঘুরে আসি। বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরেরও পরিবর্ত্তন হবে। যাবে না ? আমার ওপর রাগ ?

অজা। (ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া ম্লানমুখে জোর করিয়া হাসিয়া) বন্ধুর ওপর কি বন্ধু কখনও রাগ করে ?

মৃগাঙ্ক। (আরক্ত মুখে) তবে যাবে না কেন ?

অজা উত্তর দিল না, আঁচলের চাবি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল

বুঝিছি ! তোমায় আর ব'লতে হবে না, আমি বুঝিছি অজা, আমার জঘন্য চরিত্র ব'লে আমার সঙ্গে যেতে তোমার ঘৃণা হয়।

অজা। ঘৃণা ! না—না, ঘৃণা নয়, ও কি কথা, ও কথা ব'লো না।

মৃগাঙ্ক। সত্য অজা ? সত্য ব'লছ—ঘৃণা হয় না ?

অজা। না—না, ঘৃণা হয় না, একটুও না।

মৃগাঙ্ক। তবে কি ভয় হয় ?

অজা। হ্যাঁ—ভয় হয় কৈ ? বন্ধুর ওপর বন্ধুর কি কেবল ঘৃণা আর ভয় হয় ? আর কিছু হয় না ?

মৃগাঙ্ক। (আগ্রহে) তবে কি কষ্ট হয় ? (অজার হাত ধরিয়া নিজের দিকে ঈষৎ টানিয়া অতি আদরের সহিত) অজা ! (অজা দুষ্টামী করিয়া মৃগাঙ্কের হাত হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া অনেকখানি দূরে দাঁড়াইয়া)

অজা। হ্যাঁ তাই ! কষ্ট হয় না ? বন্ধুর জন্য বন্ধুর মনে কষ্ট হয় না ?

মৃগাঙ্ক। বন্ধু—বন্ধু দুত্তোর বন্ধু! খালি ঐ এক কথা, বন্ধু! কে তোমার বন্ধু? অমন বন্ধুত্বে আমার দরকার নেই; ও ছাই বন্ধুত্বের খবর আমায় চব্বিশ ঘণ্টা শুনিয়ো না এই আমি তোমায় ব'লে রাখছি। আজ থেকে আমি আর তোমার বন্ধু নই।

সবেগে দ্বার ঠেলিয়া প্রস্থান

অম্বা। তুমি রাগ ক'রলে, কর—আমি কি ক'রব। বন্ধুই হও, শত্রুই হও, তুমি আমার স্বামী—দেবতা! আজ তোমার হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনে আমি সুখী নই, আর তুমি যে রাগ ক'রে চ'লে গেলে তাতে আমার দুঃখও নেই। আমি জহরা নই, আমি তোমার স্ত্রী। যদি কখনও যথার্থ তোমার স্ত্রী হ'তে পারি, সহধর্ম্মিণী হ'তে পারি, তবেই আমার দেহ মন প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়ে আমার নারী-জীবনকে সার্থক ক'রব, নচেৎ আমি যে দুঃখিনী সেই দুঃখিনী।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাণীর কক্ষ

বাণী ও তুলসী

তুলসী। কোথায় যাবি ঠিক্ ক'রেছিস্?

বাণী। তা জানিনে—যে দিকে দু' চোখ যায়। এখানে আর থাকতে পাচ্ছিনে; এক বছর হ'ল মা চ'লে গেছেন, তাঁর এই বছরিক শ্রাদ্ধের জন্য আট্‌কেছিলুম; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে—তুলসি! আমার বুকের মধ্যে কেবল খাঁ খাঁ ক'চ্ছে। এ যে কি যন্ত্রণা—কেন যে এ যন্ত্রণা, তা ঠিক বুঝতে পারি না। বাবা ব'ল্লেন, দেশ বিদেশে ঘুরলে মনটা ভাল হবে, তাই বেরোব। আর মা'র যাওয়া থেকে বাবারও শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে; পাঁচ জায়গায় বেড়ালে তাঁরও শরীর ফিরতে পারে।

তুলসী। যদি উচিত কথা বলি রাগ ক'রবি নে?

বাণী। না! রাগ আমার নেই। তুই যা বল্‌বি তা বুঝতে পেরেছি। ব'লবি, আমার দোস, কিন্তু তুলসি! দোষ কি কেবল আমারই? তখন আমার কতই বা বয়েস, কি-ই বা বুঝি? দোষ কি আর কারুর নয়?

তুলসী। তুই কখনো তাকে চিঠি লিখেছিলি?

বাণী। না।

তুলসী। সেও লেখেনি নিশ্চয় ?

বাণী। না, আমিই তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম, আমাদের বিয়ের পর কোন সম্বন্ধ না রাখে। বাবা চিঠি লেখেন, তার উত্তর সে দেয়।

তুলসী। তুই লিখিস্‌নি কেন ?

বাণী। প্রতিজ্ঞা যে আমিই করেছিলুম ভাই—কোন সম্বন্ধ রাখব না! সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌বো কি ক'রে ? মনকে যে বোঝাতে পারিনে! মনে করি চিঠি লিখব, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, আমার সবই যখন দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি, তখন তাকে চিঠি লিখব কি ব'লে ? তাতে যে আমারও পাপ, তারও পাপ।

তুলসী। দেখ্‌, তোর মত লেখাপড়া জানিনে—গরীব গেরস্তর মেয়ে, বই পড়া বিদ্যে বড় নেই, তবে মা, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমার কাছে, শাস্তরের কথা শুনেই যা শিখেছি, তাতে ছেলেবেলা থেকে এই বুঝে এসেছি, মন্তর প'ড়ে যাকে স্বামীই বল্লুম, তাকেই তো আমার সর্ব্বস্ব দিলুম! যদি তুই দেবতাকেই সব দিয়ে থাকিস, তবে আবার স্বামী ব'লে মন্তর পড়লি কেন ? একবার বল্লি গোপীকিশোর স্বামী ; আবার বল্লি অম্বর স্বামী ; এখন তোর হয়েছে কি জানিস্‌, দোটানায় প'ড়ে এগুতেও পাচ্ছিস্‌নে, পেছুতেও পাচ্ছিস্‌নে। কিন্তু ভাই, আমি ব'লব এটা সবই তোমার অহঙ্কার!

বাণী। অহঙ্কার ?

তুলসী। নয় ? অহঙ্কারই তো। কে আবার পাথরে গড়া গোপীকিশোর যে নড়ে না, চড়ে না, আমার সুখে হাসে না, দুঃখে কাঁদে না ; যাকে পাঁচ তরকারী দিয়ে, ভাত রেঁধে সামনে ধ'রে দিলে যেমন ভাত তেমনিই

প'ড়ে থাকে, তৃপ্তি ক'রে খেলে কি না বুঝতে পারিনে; যে আমার আদর করে না—যত্ন করে না, অন্যায় ক'রলে বকে ঝগড়া করে না—তাকে অহঙ্কারের ঘোরে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে আছিস্—মানুষের মতন হাত পা প্রাণওলা দেবতা ফেলে! তোর অহঙ্কার বলে, ঠাকুরকে দেহ মন প্রাণ দিইছিস্, অহঙ্কারই বলে ভাত-রাঁধা, না হয় পুজোরি বামুন—তোর আবার স্বামী হবে কি! নয়?

বাণী। আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। যদি আমার অহঙ্কারই হয়, ভুলই হয়, তা হ'লে সে আমার চেয়ে লেখাপড়া জানে, সে তো পণ্ডিত, সেই বা আমার ভুল ভেঙ্গে নেয় না কেন?

তুলসী। নিজের ভুল নিজে না ভাঙ্গলে পৃথিবীতে এত বড় পণ্ডিত কেও নেই যে সে ভুল ভাঙ্গতে পারে। নিজের ভুল, তুইও তো মনে ক'রলেই ভাঙ্গতে পারিস্! কিসের অভিমান? কিসের অহঙ্কার? দেবতাকে এ দেহ মন প্রাণ দিয়েছিস! দিলিই বা! যা দেবতাকে দিয়েছি তা মানুষকে দিলে কি পাপ? সেদিন তোদের বাড়ীতেই তো কথকতা হ'চ্ছিল! তুইও তো শুনেছিস্—মনে নেই কি? ভগবানই তো ব'লেছেন—"দেবপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে আমি আসি; কিন্তু মানুষের দেহ-প্রতিমায় আমি সর্ব্বদাই আছি। মানুষ-দেবতায়—আমার রূপ কল্পনা ক'রে আমায় পূজা ক'রলে নিশ্চয় জেনো আমাকেই পাবে।" ভেবে দেখ দেখি, কথাটা ঠিক কি না? যিনি মন্দিরে ঐ পাথরে গড়া গোপীকিশোর, এই মানুষের শরীরের মধ্যেও তো তিনি! তবে তুই গোপীকিশোর ভেবে তোর স্বামীকেই বা পূজা ক'রবি না কেন? যথার্থ হিঁদুর মেয়ে যারা, সতী যারা, তারা তো স্বামীর সেবা ক'রে গোপীকিশোরেরই সেবা করে। তুই

তাকে চিঠি লেখ্, তোর অপরাধ স্বীকার ক'রে তাকে চিঠি লেখ্, দেখ সে কি উত্তর দেয়।

বাণী। কিন্তু—আমার না হয় যাই হ'ক, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব?

তুলসী। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেই বা! তাতে কি মনে ক'রেছিস্ তোর পাপ হবে? কখনো না। শুনিস নি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছিলেন! ভক্ত ভগবানের প্রতিজ্ঞা তো চিরকালেই ভেঙ্গে আসছে। তুই যদি অম্বরকে সত্যই দেবতা ব'লে মনে করিস, তাহ'লে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলে তোর ভক্তিরই জয় জয়কার।

বাণী। আর সে যদি তার প্রতিজ্ঞা না ভাঙ্গে?

তুলসী। তাহ'লে জানবো সে শালা পণ্ডিত নয়, মহামুখ্যু! ভক্তের মান বাড়াতে জানে না।

রমাবল্লভের প্রবেশ

রমা। না মা বাণী, সে আর এলো না। তাকে এত ক'রে লিখলুম, এই ত্যাখ, সে লিখেছে।

চিঠি খানা ফেলিয়া দিলেন, তুলসী কুড়াইয়া লইল

তুলসী। অম্বর এখন কোথায় আছে মেসোমশায়? কি সুন্দর তার হাতের লেখা, যেন মুক্তো সাজিয়ে রেখেছে! (বাণীকে চিঠি দিল)

রমা। অম্বর আছে ঐ আসাম অঞ্চলেই মা। তোমার মাসীমার শ্রাদ্ধে এলো না, বাৎসরিক শ্রাদ্ধে লোক পাঠালুম, তাও এলো না। যে লোক গিয়েছিল সে দেখে এসেছে তার শরীর অসুস্থ; ওদিকে যে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর—আমার ভয় হয় মা, শেষে কি হ'তে কি হবে!

তুলসী। তা আপনি বাণীকে নিয়ে একবার যান না সেইখানে, সে যেখানে থাকে।

রমা সে তো এক জায়গায় থাকে না মা, কখনো আসাম অঞ্চলে, কখনো চন্দ্রনাথের ওদিকে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় নিয়ে যাব? নইলে তো মনে হয় বাণীকে নিয়ে গিয়ে তার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বলি, অম্বর! বাণী নয়, ও ছেলেমানুষ, অপরাধ, মহা অপরাধ করেছি আমি! বাণীকে গ্রহণ ক'রে তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এ যে মা, শুধু বাণীর উপর অভিমান তা নয়, অভিমান তার আমার উপর। অন্যায় আমারই।

রমাবল্লভের প্রস্থান

বাণী অম্বরের চিঠিখানি দেখিতেছিল এবং তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল

তুলসী। কি লিখেছে? (বাণী উত্তর না দিয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল) কাঁদিস্ কেন? চুপ কর। ছি, কাঁদলে তার অকল্যাণ হবে।

বাণী। তুলসী, আজ মার জন্য মন কেমন ক'রছে, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন—

তুলসী। মাসীমা বেঁচে থাকলে এ মেঘ কবে কেটে যেত; কিন্তু বোন, মা তো কারোর চিরকাল থাকে না। কাঁদিস্ নি, বুক বাঁধ; হিঁদুর মেয়ে তপস্যা ক'রে তার মরা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—সাবিত্রী! তুই তোর জ্যান্ত স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারবি নি? খুব পারবি। ভয় কি?

বাণী। তুমি বাবাকে বলগে, আমি আর কোন তীর্থে যাব না, আমি চন্দ্রনাথ দেখ্‌তে যাব।

তুলসী। বেশ তাই যেও। দেখ, যদি বাবা চন্দ্রনাথের কৃপায় তোমার হৃদয়ের চন্দ্রনাথকে পাও। আমি যাচ্চি, এখনি মেসোমশাইকে ব'লছি।

বাণী। তুলসী ভাই, তুই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবি নি ?

তুলসী। ইচ্ছে তো খুব যাই ; কিন্তু যাই কি ক'রে বোন ! তার পর আমার গোপীকিশোরের নিত্যভোগ, সে ভারই বা কার ওপর দিয়ে যাব।

তুলসীর প্রস্থান

বাণী। তুলসী ! তুমিই সুখী ! দেখ্‌ছি, তোমার পূজাই সার্থক। আমি কোন পূজারই অধিকারিণী নই। না আমার মন্দিরের গোপী-কিশোরের, না আমার—আমার এখনকার সর্ব্বক্ষণের চিন্তা, সর্ব্বক্ষণের ধ্যান—এই হৃদয়ের গোপীকিশোর আমার স্বামীর। হে জগৎস্বামি ! নিতান্ত অসহায় আমি, মূর্খ আমি, আমায় ব'লে দাও চিরকাল তোমার পূজা ক'রেও—তোমায় পেয়েও আজ মানব স্বামীর জন্য আমার এ ব্যাকুলতা কেন ? ব'লে দাও দেব, এ আমার পাপ, না পুণ্য ; এ আমার বন্ধন, না আমার মুক্তি ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল—রাত্রি। মৃগাঙ্কের বাটীর বৈঠকখানার সম্মুখ

মথুর তামাক খাইতে খাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল

মথুর। কাজ হ'য়েচে ভাল, সারাক্ষণ ব'সে ব'সে মোসাহেব তাড়াই। আর ইদিরই বা কি! মান্ষির চামড়া গায়—একটু নাজ-নজ্জা নেই। যত সব কুড়ে ছাগলের দল, নম্বা কোঁচা, ইযা সোজা ট্যাড়া, পরের পয়সায় ইয়ারকি মেরে বেড়ান। খুব জব্দ হয়েচে মেনে। বাবু তো ঢালাও হুকুম দিয়েলো যে কারুর বৈঠকখানার দরজা খুলি দিসনে; আমুও চোর চায় ভাঙ্গাবেড়া, যে বাবু আসচে তারে অমনি বলে দিচ্চি তোমাদের ঘুঘুব বাসা পুড়ে গিয়েচে, আর কারুর ভিটে খুঁজে নাও। ওঃ আমার উপর বাবুগোর যা রাগ। রাস্তার উপর একখানা গাড়ী দাঁড়াল কার? আবার গাড়ীতি আলো কিডা।

রমণী, যামিনী, সজনী ~~প্রভৃতি গ্রাম্য যুবকগণের~~ প্রবেশ

রমণী। দেখ, মথরো ব্যাটা ঠিক ব'সে আছে; কি বৈঠকখানার দরজায় চাবি বন্ধ। আজ যে ফাঁদ পেতেছি, দেখি, যাদু কেমন ক'রে উড়ে যান। ওরে মথরো (মথুরের তখন নাক ডাকিতেছিল) ওরে ব্যাটা! সন্ধ্যে রাত্রেই যে নাক ডাকাচ্ছিস। ওরে!

মথুর। (স্বগত) ভ্যালা আপদ! (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে কি বলচো?

রমণী। ব'লবো আর কি রে ব্যাটা, বাইরে ব'সে ঘুমুচ্ছিস কেন? ওঠ—

মথুর। এজ্ঞে যে সব নচ্ছার চোবের আমদানী হ'যেচেন, তাই বাইরি বসে চৌকী দিচ্চিলাম, ঘুম্‌তি দেখলে কোন্ খানডায় ঠাকুর—

যামিনী। তা বেশ চৌকী দিচ্ছিলি, নে এখন ওঠ, বৈঠকখানার চাবি খোল্।

মথুর। (স্বগত) এই আমি খোল্লাম, এই আমার কলাডা।

যামিনী। হুঁ হুঁ আজ আর চালাকী নয়, বুঝেছ সজনি, আজ যে ফাঁদ পাতা গেছে যাদুকে আজ আর ওজর ক'রে পাশ কাটাতে দিচ্ছি না।

সজনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, আমাদের সঙ্গে চালাকী! আমরা বনেদি ইয়ার; যাদু মনে ক'রেছেন ফস্ ক'রে ঘরমুখো হবেন, আর আমাদের এমন বাঁধা আড্ডা উঠে যাবে।

রমণী। তবু তো তোর নিজের পয়সা নয়, মজা ওড়াস্ তো বোনের পয়সায়; ভাগ্যিস্ বড়লোকের বিধবা ঐ বোনটা ছিল।

যামিনী। আরে তাও তো Life Interest গিন্নী ম'লেই তো যাদুকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

সজনী। দেখ, মথুরো ব্যাটা বদমায়েসী ক'রে ব'সে রইল—মেগাকে খবর দিলে না, ওরে মোথরো!

মথুর। আঃ—কি বলচো গো আপনারা!

রমণী। ব'লছি, তোমার বাবুকে খবর দাও—যে আমরা এসেছি!

মথুর। এসেছেন তা তো চম্মচক্ষি দেখ্‌তি পাচ্ছি! তা এসেছেন বেশ ক'রেচেন,যে পথ ধ'রে এয়েচেন—দয়া ক'রে সেই পথ ধরি চ'লে যান।

রমণী। বলিস্ কিরে ব্যাটা? দেখলি যামিনী, দেখলি, বেটার আক্কেলটা দেখলি, ব্যাটা বলে কি না চ'লে যান! জানিস্ ব্যাটা, ঘুষিয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব।

মথুর। তা বাবুরা গরম হও ক্যান ? ঘুষো বড়নোকের বাড়ী মদনছাপার মত সস্তা নয়, যে ক'সে মাল্লেই হ'ল। আমি বাবুর বাড়ীর চাকর, কারুর ভিটীর পেরজা নই, ঘুষো অমনি মারলিষ্ট হ'ল, মার দিনি—দেখি, তোমার ঘুষোর কেমন বহর।

সজনী। ওরে রমণি, স'রে আয়, স'রে আয়—তোরও যেমন, তুই গেলি ঐ ছোটলোক ব্যাটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে। আচ্ছা আস্থক ওর বাবু মেগা, রাস্কেলকে মজা দেখাচ্ছি।

রমণী। দেখ দেখি সজনি, ভ্যাগিস গাড়াখানা দূরে আছে—শুনতে পাবে না, নইলে কি মনে ক'রতো বলদিকি ?

সজনী। ব্যাটা না যায় না যাবে—আমরা এইখান থেকেই ডাকছি—ওহে মৃগাঙ্ক ! ওহে মৃগাঙ্ক—

মথুর। (স্বগত) আরে এ যে সন্ধ্যেবেলা ফেউ নাগলো।

সজনী। আমাদের এমনি ক'রে অপমান করা চাকর দিয়ে—

যামিনী। আরে চুপ চুপ—আরে শুনতে পাবে গাড়ীর মধ্যে। আমি ডাকছি ইসারা ক'রে। (শিস দিল)

মথুর। (স্বগত) এ নচ্ছারেরা যে শিঙ্গে ফুঁকতি আরম্ভ করলে—আঃ কি বালাই—

সকলে। ওহে মৃগাঙ্ক আমাদের এমনি ক'রে—

ভিতর হইতে মৃগাঙ্কর প্রবেশ

মৃগাঙ্ক। কি ভাই কি, এ হে হে তোমরা কতক্ষণ এসেছ ? আমি ভাই—খিড়কীর বাগানে একটু পায়চারি ক'চ্ছিলুম, অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি ?

রমণী। পায়চারী ক'রছিলে বেশ ক'রছিলে কিন্তু এ কি! আমরা ভদ্দর লোক তো বটে!

মথুর। (স্বগত) কোন পুরুষি নয়—

মৃগাঙ্ক। কেন ভাই কি হ'য়েছে?

রমণী। কি হয়েছে! তোমার ঐ চাকর দিয়ে আমাদের অপমান করা!

মৃগাঙ্ক। আরে ছি ছি, সে কি কথা ভাই—সে কি কথা, কিরে ম'থরো কি ক'রেছিস?

মথুর। এজ্ঞে করিনি তো কিছু।

যামিনী। ব্যাটা ভিজে বেড়াল! করিনি তো কিছু? ব্যাটা স্বচ্ছন্দে বললে কিনা—তোমাদের ভিটের প্রজা নই, দরজা খুলবো না।

মৃগাঙ্ক। ব্যাটার আক্কেল হ'চ্ছে! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না!

মথুর। এজ্ঞে—

মৃগাঙ্ক। যাক্ ভাই যাক্, ওর কথা ধরো না, একটা Idiot—ওর কথা ধরে! যা—দরজা খুলে দে, চাবি নিয়ে আয়।

মথুর। (কোমরে হাত দিয়া দেখিয়া) এজ্ঞে চাবি বুঝি বাড়ীর মদ্দি থুয়ে এসেছি।

মৃগাঙ্ক। বেশ করেছ, এখন গুটি গুটি ক'রে গিয়ে নিয়ে এস।

মথুর। এজ্ঞে হুকুম করলিই আনি;

মৃগাঙ্ক। তা যাও—হুকুম তো শুনলে?

মথুর। এজ্ঞে, (যাইতে যাইতে) চাবি খোল্‌লাম আর কি, হ্যাদে চাবি তো আমার কাছেই আচে—এই কসির মদ্দি; দাঁড়াও আমি মজা দেখাচ্ছি ভাল ক'রে।

মৃগাঙ্ক। যা—

মথুর। এজ্ঞে—

প্রস্থান

সজনী। কি, তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি? শেষকালে তুমি এমন বেরসিক হ'লে!

রমণী। এই উঠতি বয়সে মাগের ভেড়ুয়া! ছি, তুমি এমন বোকে যাবে তাতো মনে করিনি।

যামিনী। একেবারে উচ্ছন্ন গেলে!

মৃগাঙ্ক। না ভাই না, ব'কেও যাইনি—উচ্ছন্নও যাই নি, তবে কি জান, শরীরটা বড় খারাপ হ'য়েছে, ডাক্তাররা একজামিন ক'রে ব'লেছে ও এ্যাল্‌কোহল আর আমার চ'লবে না, শেষকালে কি লিবার এ্যাব্‌সেস হ'য়ে মারা যাব!

রমণী। ও সব ন্যাকা বোঝাচ্ছ কাকে? আমরা কি বুঝি না হে—গান শুনলেও কি লিবার এ্যাব্‌সেস হয় না কি?

মৃগাঙ্ক। না ভাই, বলেছিই তো, গান বাজনা ক'রলে দিদি বড় বকাবকি করেন, ও সব আর এ বাড়ীতে—

যামিনী। সে পরের কথা পরে, উপস্থিত দেখছো ঐ রথ?

মৃগাঙ্ক। তাই তো হে, গাড়ী কেন?

সজনী। দরজা খুললেই আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে যাবে। তুমি বড় চালাক —না? গাড়ীর ভেতর জহরা।

মৃগাঙ্ক। জহরা?

সজনী। তুমি ইয়ারকি বন্ধ ক'রেছ, ক্রমশঃ তো তোমাদের আর আমোল দাও না, তাই আমরা ক'টী বন্ধুতে প্ল্যান ক'রে তোমার নাম

ক'রে জহরাকে এনেছি, দেখি বাবা আর কি করে পাশ কাটাও ?

রমণী। নাও বৈঠকখানা খুলতে বল, মেয়েমানুষকে আর কতক্ষণ গাড়ীতে বসিয়ে রাখবো।

মৃগাঙ্ক। তাই তো হে, আমায় না ব'লে ক'য়ে জহরাকে—না না এ বাড়ীতে আর ও সব—তোমরা ভাই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

যামিনী। আরে ছ্যা! সজনি, এ মৃগু একেবারে গোল্লায় গেছে! বাবা ট্রেণ ভাড়া ক'রে প্রেম নিবেদন করতে এলো কোলকাতা থেকে সেই জহরা, আর তুমি কি না তাকে বাড়ীর দরজার গোড়া থেকে বিদেয় করবে এমনি বাসিমুখে! Cowrad!

মৃগাঙ্ক। না ভাই, আর ওসব বেশ্যার গান শুনবো না ব'লেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

যামিনী। বেশ্যা! বল কি মৃগাঙ্ক, তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল? বেশ্যা? বেশ্যার কি প্রাণ নেই—বেশ্যা কি মানুষ নয়? বেশ্যা! বল নারী—রমণী! জগতের সমস্ত বেদনা স্বেচ্ছায় আত্মসাৎ ক'রে অন্তরে সমুদ্র মন্থনের বিষ, মুখে হাসি, চোখে জল, যে সব মহীয়সী প্রেমোন্মাদিনী বিশ্বের কলুষ হরণ করেন, তাঁদের তুমি বেশ্যা ব'লে উপেক্ষা ক'চ্ছ? ছি ছি, নারীত্বের এমন অপমান বোধ হয় তোমার মত এ যুগে আর কেউ করেনি। Moral wreck!

মৃগাঙ্ক। তা যাই বল ভাই, আমি কিন্তু আর ও সবে নেই। আমি উচ্ছন্ন গেছি, গোল্লায় গেছি স্বীকার করে নিচ্ছি, তোমরা আমায় মাপ কর। এ বাড়ীতে আর ও সব···

রমণী। আচ্ছা এ বাড়ীতে না হয়, কুচ্‌পরোয়া নেই, বল বাড়ুয্যেদের

পোড়ো বাগান বাড়ীটায় আজকের রাতটা আড্ডা জমান যাক্। তারপর কাল থেকে তোমার সঙ্গে না হয় নাই মিশব।

মৃগাঙ্ক। না—না—আমি—আমি—আর নয়—

সকলে। (হাত ধরিয়া) আরে তাও কি হয়—তোমায় যেতেই হবে।

খুব ব্যস্ততার সহিত মথুরের প্রবেশ

মথুর। বাবু—বাবু—

মৃগাঙ্ক। কিরে কি ?

মথুর। শীগগির আসেন, বৌমার তড়কা হয়েচেন তিনি খাবি খাচ্চেন। গিন্নিমা ক'লেন আপনারে ডাক্তার ডাকতি।

মৃগাঙ্ক। সে কিরে!

মথুর। আর সে কিরে, তড়কা তো আমার হাতধরা নন।

মৃগাঙ্ক। ভাই—দোহাই ভাই, আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই, শুনছো তো বিপদ!

যামিনী। (জনান্তিকে) মাটী ক'রলে দেখছি এই ব্যাটা মথরো।

মৃগাঙ্ক। তোমাদের হাতে ধ'রছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, আমি যাতে উচ্ছন্ন না যাই, তোমরা তার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছ, তোমাদের ধন্তবাদ, আমায় বিদায় দাও।

রমণী। তাতো দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা।

মৃগাঙ্ক। কি ভাই—বল।

রমণী। আমরা যে চাঁদা ক'রে গাড়ী ভাড়া দিয়ে জহরাকে এনেছিলুম, আবার যে, ফিরিয়ে নে যাব তার খরচা এখন কে দেয়? তারপর জহরার fees—

মৃগাঙ্ক। তা—তার জন্য ভাই কিছু ভাবনা ক'রো না। (পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া) এই নাও—এই নগদ মূল্য একশত টাকার নোটখানি জহরাকে দিয়ে ব'লো, তার শেষ দক্ষিণা এই, আর যেন সে আমার কাছে কিছু আশা না রাখে। আর এই পঞ্চাশটী টাকা তার রাহা খরচ—আর তোমাদের আজকের রাত্তিরের মাইফেলের যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য।

সজনী। চল—চল বাঁড়ুয্যেদের পোড়ো বাগানে গিয়ে ওঠা যাক্।

মথুর মৃগাঙ্ক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মৃগাঙ্ক। কিরে, কি অসুখ হ'য়েছে ? দিদি ডাক্তার ডাকতে ব'ল্লে ?

মথুর। এজ্ঞে বাবু, সব মিছে কতা ব'লেলাম ; দ্যাখলাম ওরা জোঁকির মত এসে ধ'রেছে, তাই ঐ জোঁকির মুকি নূন দেলাম, বৌমা ভালই আচেন।

মৃগাঙ্ক। ও ব্যাটা, আমি মনে করি তুমি কেবল নাক ডাকিয়ে ঘুমোও—এদিকে তো বুদ্ধি খুব আছে।—ভাগ্যিস তুই ও কথা না বল্লে ওরা তো টেনে নিয়ে যেত।

মথুর। এজ্ঞে বুদ্ধি না থাকলি আর মনিব বাড়ী চাকরী করি খাই—তবে চাকরের কপাল,মনিবেরা মনে করে বুজি তাদের কিছু বুদ্ধি নেই।

মৃগাঙ্ক। আচ্ছা আর বকামো ক'রতে হবে না, আয় তামাক দে—

মৃগাঙ্কের প্রস্থান

মথুর। (সোল্লাসে) হা—হা—বলে বুদ্ধি নেই ; বুদ্ধি না থাকলি আর কেলোর মা খুঁজি খুঁজি এসে খাজুর খাওয়ায়ে যায় ? আজ যে কি আহ্লাদ হচ্চে নচ্ছার ব্যাটাদের তেড়িয়ে তা কি আর ব'লব !

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গোলকগঞ্জ ষ্টেশন—ওয়েটিং রুম

কাল—সকাল

ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়া ট্রেণ দেখা যাইতেছে। ফেরিওয়ালারা হাঁকিতেছিল গরম গরম হিন্দু-চা ; পান, বিড়ি, সিগারেট ; চাই জলখাবার, রুটি, গোস্ত, ইত্যাদি। আরোহিগণ মোট ঘাট লইয়া চেঁচাইতেছিল

রমাবল্লভ ও বাণীর প্রবেশ

রমা। আয় মা বাণী, এই ওয়েটিং রুমটায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিই, এখনও কলিকাতায় যাবার ট্রেণ ছাড়তে দেড় ঘণ্টা দেরী আছে।

বাণী। ঐ যে বাবা দেখে এলুম, আর একখানা ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে।

রমা। ও গাড়ীটা আমাদের না, ওটা যাবে আসামের দিকে। আমাদের মোটঘাট সব রইল প্লাটফরমের ওপরই, আমি একবার প্লাটফরমটায় ঘুরে পাটা ছাড়িয়ে নিই, কালকের সারাটা দিন ষ্টীমারে, সারাটা রাত ট্রেণে। একটু গরম জলের যোগাড় ক'রে নেয়ে নিতে পারলেই হ'ত, ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভয় করে। যে দেশ, চারিদিকে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর হাঁ করে আছে।

বাণী। শীগ্‌গির এস বাবা, দেরী ক'রো না।

রমা। না না দেরী কিসের, আমি এলুম ব'লে। প্রস্থান

বাণী। (ওয়েটিং রুমে বেঞ্চিতে বসিয়া) বৃথাই আমার তীর্থ! এ মন নিয়ে কি কখনও তীর্থ হয় ; মনে করেছিলুম পাঁচটা দেশ বেড়ালে পাঁচটা তীর্থ দেখলে মনে শান্তি পাব। কিন্তু তা পেলুম কই ? যত

দিন যাচ্ছে অশান্তির জ্বালা ততই যেন বাড়ছে ? এ অশান্তির শেষ কোথায় ? যে গোপীকিশোরকে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলুম, যাঁকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থাকতে হবে মনে হ'লে শিউরে উঠতুম, আজ সে গোপীকিশোরই বা কোথায় আর আমিই বা কোথায় ? সব দিকেই অপরাধী হ'য়ে রইলুম! কতদিন—কতদিন আর এমনি ক'রে কাটাবে।

নেপথ্যে রমাবল্লভ। আরে ও কেও—অম্বর না, হ্যাঁ, অম্বরই তো! অম্বর অম্বর, আরে তুমি এখানে, এস, এস, ভাল আছ তো ?

নেপথ্যে অম্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ ভালই আছি।

বাণী। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এঁ্যা, বাবা কাকে ডাকলেন, কার কণ্ঠস্বর ? তবে কি—(জানালার পর্দ্দা সরাইয়া) এঁ্যা—সেই তো!

বাণী প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। নিজেকে সামলাইয়া বেঞ্চিতে বসিল

নেপথ্যে রমা। না, না, কই তেমন ভাল আছ ? বড় রোগা হ'য়ে গেছ যে, চেহারা একদম খারাপ হয়ে গেছে, (কুলি, কুলি, এই রামসিং, বিন্দে, ওরে তেওয়ারী, ওরে জামাইবাবুর হাত থেকে মোটটা নাবিয়ে নে না।)

রমাবল্লভ ও অম্বরের প্রবেশ

রমা। মা দুর্গা তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন, এ তো আমরা আশা করিনি। ব'স বাবা, ব'স। দেখ দেখি তোমার চেহারা কি ছিল, কি হ'য়ে গেছে! হায় হায় এমন দেশে মানুষ থাকে! বাবা, এত কি অভিমান তোমার শাশুড়ী মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখবার জন্য কত দেবতার কাছে যে মাথা খুঁড়েছেন—তা বাবা, আমাদের অপরাধের কি মার্জ্জনা নেই ?

অম্বর। না, না, এ কথা ব'লে আমায় পাপের ভাগী ক'রবেন না, আমি নিতান্তই অভাগ্য! নইলে এমন করুণাময়ী মায়ের স্নেহ উপভোগ ক'রতে পেলুম না।

রমা। আর বাবা, আমারই বা আর ক'দিন, তোমাদের সব দেখে শুনে নিয়ে তোমরা আমায় ছুটী দাও। তিনি জুড়িয়েছেন আমিও গিয়ে জুড়াই। (রমাবল্লভ নিজেকে সামলাইবার জন্য উঠিলেন, এবং প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে) ব'স বাবা, ব'স, (আমি একবার—ওরে বিন্দে আমার ব্যাগটা—আমি এলুম ব'লে, আমি না এলে যেন)—আমি এখুনি আসছি

প্রস্থান

অম্বর, বাণী যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিল তাহার সমুখের একখানি চেয়ারে বসিল; বাণী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই নিজের আঁচলে বাঁধা চাবির থোলোটী সশব্দে ফেলিয়া দিল পরে স্থলিতাঞ্চল যথাস্থানে রাখিল; অম্বর অন্যমনস্ক, সে কোন দিকেই ফিরিল না। বাণী একবার দাঁড়াইল তখনি আবার বসিল

বাণী। (স্বগত) আমিই বা আত্মহারা হব কেন? কত লোক তো চিরজীবন কেঁদে কাটায়, আমারও জীবন না হয় কেঁদেই যাবে।

অম্বর। (স্বগত) কতদিন—কতদিন পরে দেখা। এ'তো আশা করিনি। এরা কেন এখানে তাতো জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। শ্বশুর মশাই তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। বাণীর সঙ্গে কথা কইবার অধিকার আমার আছে কি? তা থাকবে না কেন? কিন্তু কি কথা কইব? না—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যত্ব, এ সংসার তো পরীক্ষারই স্থান। মমতা থেকেই মোহের উৎপত্তি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়।

বাণী। (স্বগত) কার ওপরই বা অভিমান, কার ওপরই বা রাগ! সে প্রতিজ্ঞা তো আমিই করিয়েছি; সে প্রতিজ্ঞা যদি না ভাঙ্গে? কেনই বা ভাঙ্গবে? যদিই ভাঙ্গে তাতে কি আমি সুখী হ'তে পারব?

অম্বর। (স্বগত) ইচ্ছা হ'চ্ছে জিজ্ঞাসা করি কেন এখানে? আমার জন্য নিশ্চয়ই নয়; বোধ হয় এ দেশে কোন আত্মীয় আছে; আমার সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি? আমাদের দু'জনের মধ্যে পাহাড়ের ব্যবধান, মৃত্যু ভিন্ন এ ব্যবধান সরাবার সামর্থ্য আর কারও নেই।

বাণী। (স্বগত) আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন—(খুব কাঁদিলেন, পরে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) উঃ—মাগো—

অম্বর। (উঠিয়া) এ কি, কি হ'য়েছে? তোমার চোখ লাল—জল প'ড়ছে; ট্রেণ থেকে কতক্ষণ নেমেছ? ট্রেণে চোখে কয়লার গুঁড়ো প'ড়েছে বুঝি? দাঁড়াও, দেখছি, এখানে জল নেই? এই যে, জলের কুঁজো। (অম্বর কুঁজা হইতে জল লইয়া সন্তর্পণে বাণীর চোখে জলের ঝাপ্টা দিল; এবং কিছুক্ষণ পরে) কয়লার গুঁড়োটা কি এখনও আছে?

বাণী। (ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল) না।

বাণী খুব জোরে বুকটা চাপিয়া ধরিল পাছে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। অম্বর পুনরায় গিয়া নিজের আসনে বসিল।

অম্বর। (স্বগত) ও-ও তো প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেই চ'লেছে ও ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে 'না' কথা তো কইলে না।

এমন সময় ষ্টেশনে ঘণ্টা পড়িল, অম্বর সহসা

(প্রকাশ্যে)। আমি যে গাড়ীতে যাব, তার এই প্রথম ঘণ্টা

প'ড়লো, আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না, আমাকে যেতেই হবে। বাবা তো এখনও এলেন না ; বাবা এলে ব'লো, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। এবার ট্রেণে সাবধান হ'য়ে ব'সো। এঞ্জিনের দিকে মুখ ক'রে ব'সো না, তাহ'লে চোখে আবার কয়লার গুঁড়ো প'ড়তে পারে।

বলিয়া যেমন চলিয়া যাইবে, একজন আরোহী প্রবেশ করিল

আরোহী। আরে অম্বর যে—এখানে কোথায় ?

অম্বর। একটু কাজ ছিল।

আরোহী। সঙ্গে স্ত্রীলোক—

অম্বর। হ্যাঁ, উনি আমার স্ত্রী।

আরোহী। তোমার স্ত্রী। ওঃ—তীর্থে এসেছিলেন বুঝি ?

নেপথ্যে। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

বাণী। আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী ! এ কি কণ্ঠস্বর ! কি মধুর ! আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী ! এ কথা উচ্চারণের সময় সত্যই কি তার গলা কেঁপেছিল, না আমার মনের ভ্রান্তি ? ওগো ! কোথায় গেলে ? আর হয় তো এ জীবনে তোমায় দেখ্‌তে পাব না। একবার—এই হয় তো আমাদের শেষ দেখা ! একবার—ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে ব'লে যাও ঐ দু'টী কথা—আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী—

চতুর্থ দৃশ্য

মৃগাঙ্কের বাটীর দরদালান

কাল—অপরাহ্ণ

মৃগাঙ্ক। আমার কপালই দেখছি মন্দ, যার জন্য সঙ্গীদের ত্যাগ ক'রলুম, মদ ছাড়লুম, কোন বদখেয়ালিই আর করি না, সে তো ডেকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করে না। আজ লক্ষ্মীপুজো; সবাই কাজে ব্যস্ত, তাকে তো কোথাও খুঁজেও পেলুম না। এখন কি করি? তার ভাব বড় সুবিধের নয়; দেশ ছেড়েই যাই। চাকরীর জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলুম, উত্তর এসেছে যাবার জন্য; এখানে থেকে মন খারাপ করার চেয়ে, ও চাকরি ক'রতে যাওয়াই ভাল। কতদিনই বা আর ব'সে ব'সে দিদির অন্নধ্বংস ক'রবো? অজ্জাকে মুখে কিছু ব'লতে পারব না, একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব। সে তো আমার ব্যথা বুঝলে না। (দেখিয়া) ঐ যে আলপনা দিচ্ছে, একবার এদিকে আসে না? নিরিবিলি পেলে একবার সামনা-সামনি—এই যে এসে পড়ল! একটু আড়ালে থাকি; হঠাৎ দেখতে পেলে পালিয়ে যেতে পারে।

অন্তরালে গমন

অজ্জার প্রবেশ

হাতে আলপনার বাটী, বাটীটি হাতের উপর রাখিয়া

অজ্জা। যখন বাপের বাড়ী ছিলুম,—আইবুড়ো বেলায় কত আলপনাই দিইছি; এই সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুজোয় পাড়ার মেয়েরা সব কত মাটির

প্রদীপ জ্বালাত। আজ এত বড় বাড়ীর মধ্যে একা—লক্ষ্মীপুজো কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'চ্ছে। মা নেই, বাপ নেই, বাপের বাড়ীর কেইবা আছে—আছে শুধু তাদের স্মৃতি!

মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে আসিয়া পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিল

অজ্ঞা। কে?

মৃগাঙ্ক। (হাসিয়া) আরে ছিঃ—চিনতে তো পারলে না?

অজ্ঞা। (বিরক্তির ভাব দেখাইয়া) যাও এ আবার কি, আমি এ সব ভালবাসি না।

মৃগাঙ্ক। কেন ভালবাস না অজ্ঞা! আমি কি এতই অপরাধী? আমার অপরাধের কি মার্জ্জনা নেই?

অজ্ঞা। তোমার কোন অপরাধের কথা তো আমি কোনদিনই বলিনি। তবে ও কথা ব'লছ কেন?

মৃগাঙ্ক। ব'লব না? তুমি কি আমার অন্তর বোঝ না? তুমি কি বোঝ না—

অজ্ঞা। আমার অতো বুঝতে গেলে তো এখন চ'লবে না। আমি এসেছিলাম আলপনা দিতে, তুমি এখানে আছো জানলে—

মৃগাঙ্ক। আসতে না! আমাকে এখনও তুমি ঘৃণা কর—আমি জানি; ঘৃণা করাই তোমার উচিত, কেন না আমি ঘৃণার পাত্রই ছিলেম। কিন্তু আমার আক্ষেপ এই, আমার আগেকার আমি নেই জেনেও তুমি আমায় ভাল চোখে দেখলে না।

অজ্ঞা। আমি খারাপ লোক কি না, তাই।

মৃগাঙ্ক। না, তা নয়; সেটুকু আমি বুঝি; আমার ওপরে তোমার রাগ আজও যায় নি।

অজা। যদি তাইই বল, তাতে তোমার ক্ষতিই বা কি, যদিও আমি জানি তোমার ওপর আমার রাগও নেই—ঘৃণাও নেই।

মৃগাঙ্ক। সেটা তোমার মুখের কথা।

অজা। তা হ'ক, সর এখন, আমার কাজ আছে।

মৃগাঙ্ক। কাজ, কাজ, কাজ! বেশ, তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাকো, আমিও একটা কাজ পেয়েছি অজা! বেশীক্ষণ না থাকো, একটুখানি থেকে আমার যা বলবার শুনে যাও; কি জানি, যাব বিদেশে আর আসতে পারি না পারি।

অজা। (স্বগত) তোমার মুখ দেখলে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু বুনো বাঘ বশ ক'রতে ফাঁসও চাই শক্ত। দেখি তোমার দৌড়।

মৃগাঙ্ক। শোন অজা, আমি চাকরীর জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলাম, তার উত্তর এসেছে, আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাব।

অজা। কালই যাবে?

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ, যাব ব'লেই তো স্থির ক'রেছি, কেন যাব না? কে আমায় যেতে বারণ ক'রবে? আমার কে আছে?

অজা। (ঈষৎ হাসিয়া) ভাল কাজে কি বারণ ক'রতে আছে?

মৃগাঙ্ক। তা তো বটে, তবু আত্মীয় স্বজন আপনার লোক থাকলে এমনও তো বলে—দুদিন পরে যেও, নয় তো বলে—আমাদেরও নিয়ে চল; যার কেউ নেই তার গেলেই হ'ল! তারপর বিদেশে একলাটি ব্যায়রাম হ'ক, অসুখ হ'ক হাসপাতালে যাই, আর যাই হ'ক কারই বা কি ক্ষতি। তোমার শুধু সিঁথের সিঁদুরটুকু মুছতে হবে বৈতো নয়, আর ঐ হাতের নোয়াগাছা, তা হ'ক, তাতেও তোমায় মন্দ দেখাবে না; একাদশী তোমায় ক'রতে হবে না। আর মাছ—

অজা। (হাত ধরিয়া) ওসব কি বল, ছি—ও সব কথা কি ব'লতে আছে? তুমি অমন ক'রে আর বলো না, ওতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। তার চেয়ে তুমি যেমন ছিলে সেও ভাল, না হয় চাকরী নাই ক'রলে, ভাল নাই হ'লে—এইখানেই থাকো!

মৃগাঙ্ক। না বলে কি করি বল? একলা যাব শুনে তুমি তো একবার মুখের কথাও ব'ললে না যে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অজা। তা তুমি যদি আমার যাওয়ার দরকার মনে কর, কেন যাব না? কিন্তু—

মৃগাঙ্ক। কি—কিন্তু, বল না?

অজা। (হাসিয়া) লোকে যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে যে, কে এ—তখন কি বলবে? বন্ধু?

মৃগাঙ্ক। হাত্তোর বন্ধুত্বের কাঁথায় আগুন, আবার সেই বন্ধু! আমি তো বলেছি, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই নি।

অজা। তবেই তো মুস্কিল! যখন বন্ধুত্বই চাও না, তখন আমিই বা যাই কি ভরসায়?

মৃগাঙ্ক। ভরসায়—কেন, আমার সঙ্গে যাবে?

অজা। হাঁ, তাই তো ব'লছি, একটা সম্বন্ধ ধ'রে তো যেতে হবে, লোক-জনের কাছে তো পরিচয় দিতে হবে?

মৃগাঙ্ক। কেন—লোককে ব'লব ইনি আমার—

অজা। বন্ধু?

মৃগাঙ্ক। আবার বন্ধু! না—না—বন্ধুত্বে আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই নি, আমি চাই তোমায়। আমি চাই—আমার এই জীবনের অটুট বন্ধনে তোমায় বাঁধতে।

অজা। ও-দিকে আমার লক্ষ্মীপূজোর সময় বয়ে যায়—আমি আসি।

মৃগাঙ্ক। না—যেও না, আজ আর আমি তোমায় যেতে দোব না। আজ আমার সব মোহ কেটে গেছে, তোমার পুণ্যে আমার মনের অন্ধকার দূর হ'য়েছে, আজ আমার জীবন-প্রভাত—

অজা। ওগো না, এ যে ভর সন্ধ্যেবেলা! আজ যে প্রদোষেই লক্ষ্মীপূজো, তাও জান না?

মৃগাঙ্ক। হাঁ অজা ঠিক ব'লেছ; আজ প্রদোষেই লক্ষ্মীপূজো বটে! তুমিই আমার লক্ষ্মী; এস, কাছে এস, তোমার কাছে আমায় টেনে নাও। আজ থেকে আমার লক্ষ্মীপূজো আরম্ভ হোক।

অজা। তবে সত্যই আজ থেকে বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি?

মৃগাঙ্ক। তোমার এখনও অবিশ্বাস?

অজা। অবিশ্বাস—তোমায় কোন দিনই করিনি, এখনও করি না। সাক্ষী—এই তোমার পায়ের ধূলো।

প্রণাম করিল

মৃগাঙ্ক। তবে এস আমার জীবনের লক্ষ্মী, আমার বুকে এস।

অজা। ছি—এখুনি দিদি এসে প'ড়বে।

মৃগাঙ্ক। এলেনই বা, যদি আসেন তিনি মনে করবেন তাঁর লক্ষ্মীছাড়া ভাই আজ লক্ষ্মীলাভ ক'রলে। আমার লক্ষ্মীলাভ আজ যথার্থ-ই সার্থক হ'ল।

এমন সময় নেপথ্যে শাঁক বাজিল

পঞ্চম দৃশ্য

রমাবল্লভের বাটী

অন্তঃপুরের কক্ষ

রমাবল্লভ ও দেওয়ান

রমা। কিছুতেই এলো না?

দেও। না।

রমা। কি রকম দেখলে?

দেও। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, দেখলে আর আগেকার মানুষ ব'লে চে
যায় না! জ্বর বোধ হয় ২৪ ঘণ্টাই থাকে। কালাজ্বর সকালে
দিকে একটু কমে, সেই সময় চিঠিপত্র লেখেন, কাজকর্ম্ম দেখেন
তা অতি সামান্য ক্ষণের জন্য; আমায় ফিরে যেতে বল্লেন; ব'ল্লে
ডাকে চিঠি দিয়েছি, মুখে বলবার আর কিছু নেই।

রমা। মনে হ'ল কি? এ যাত্রা রক্ষা পাবে না?

দেও। রক্ষা পাওয়া সঙ্কট। সে দেশে থাকলে ত নয়-ই। তবে যদি স্থা
পরিবর্ত্তনে কিছু উপকার হয় তো বলা যায় না।

রমা। ইচ্ছে করে জীবনটাকে বিসর্জ্জন দিলে—কেবল আমাদের উপ
অভিমান ক'রে। কি প্রতিজ্ঞাই কর্ত্তে বলেছিলুম, শেষে ব্রহ্মহত্যা
ভাগী হলুম, মেয়েটার বৈধব্য ঘটালুম!

দেও। আপনি অমন কথা ব'লবেন না, মানুষ তো মৃত্যুমুখ হ'তে

রমা। সে অদৃষ্ট আমার নয়। তাই যদি হবে, তবে বিষয়ের লোভে আমারই বা সে দুর্ম্মতি হবে কেন? যাক—তুমি এক কাজ কর, আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারব না। আমাকে তার কাছে যেতেই হবে, তার মৃত্যুশয্যার পাশে ব'সে—

দেও। থাক্—থাক্, আপনি অতটা উতলা হবেন না। রাধারাণী মা এ কথা শুন্‌লে—

রমা। শুনুক—তার শোনাই দরকার। তার অবিমৃষ্যকারিতা—তার পিতার অবিমৃষ্যকারিতা—মানুষের চেয়ে ঐশ্বর্য্যকে বড় ক'রে দেখেছিলাম—তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতেই হবে। তুমি যাও, এখনি আমাদের যাত্রার উদ্যোগ করগে। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারব না, থাকা উচিত নয়।

দেও। যে আজ্ঞা—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাত্রা—বৈষয়িক নানা জটিল ব্যাপার সাম্‌নে।

রমা। এখনো বিষয়? বিষয় যাক্—সর্ব্বস্ব যাক্—যদি অম্বরকে পাই তবেই সব, নইলে বিষয় নয় রাস্তার ধূলো—ঐশ্বর্য্য নয়, নর্দ্দমার পচা পাঁক—এর কোন মূল্যই নেই।

দেও। যে আজ্ঞে—যাত্রার উদ্যোগই করিগে।

রমাবল্লভের প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ানের প্রস্থান

অন্য দিক হইতে বাণীর প্রবেশ

বাণী অম্বরের পত্র পড়িতেছিল :—

"এখন বিদায়, আমার মনে কোন অতৃপ্তি নাই, তোমাদের দয়ায় এ জীবনে অনেক পাইয়াছি। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাদের নিকট

কত ঋণী! আমার মৃত্যুতে তোমার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। শুধু একজন বিশ্বাসী শুভার্থী—আমার সম্বন্ধে এইটুকু কখনও কখনও আমায় মনে পড়িলে স্মরণ করিও। তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিয়াছি তো? আমার মরণে লোকে তোমায় না বুঝিয়া বিধবা বলিবে—হয় তো দেশাচারক্রমে কিছু ক্লেশভোগও অনিবার্য্য! কিন্তু আমি জানি তুমি চির-সধবা। ভগবানে যে প্রাণ সঁপিয়াছে তাহার কখন বৈধব্য ঘটিতে পারে না। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ, পিতৃদেব যদি তোমায় সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন, তুমি কোন মতেই আসিও না। ইহলোকে আর কখনও কোন অনুরোধ করি নাই—করিবও না। এই একমাত্র প্রার্থনা। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অম্বর।"

বাণীর চক্ষে জল ছিল না, তাহার শরীরের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক কণ্ঠে এই কয় ছত্র পড়িয়া সে বসিয়া পড়িল, চিঠিখানি তাহার হাতে

রমাবল্লভের প্রবেশ

রমা। বাণি! এ কি মা! এমন ক'রে ব'সে কেন? এ কি! বাণি! বাণি! (বাণী ধীরে ধীরে তাহার মুখের দিকে চোখ ফিরাইল) কেন মা! কেন মা! মুখ যে একেবারে শাদা! তবে শুনেছিস্? ও কি! ও চিঠি কার? তবে কি অম্বর তোকেও লিখেছে? আমিও যে তোকে তার চিঠি শোনাতে এসেছিলুম মা! (বাণীর পাংশু ওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল) না মা, আর এখানে নয়, (শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিয়া) চল্ মা, আমরা তার কাছে যাই, তার কাছে যাই!

বাণী। (শুষ্ক স্থির কণ্ঠে) আমার যে যাবার উপায় নেই বাবা! তুমি যাও।

রমা কেন মা! যেতে বাধা কি? না—না, আমি আর কোন কথা শুনবো না—তোকে যেতেই (স্বগত) এ কি! আমি কি বাণীর চেয়েও দুর্ব্বল? আর যে কথা কইতে পাচ্ছিনে, কণ্ঠ যে রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে—না মা—যেতেই হবে, যেতেই হবে, যেতেই হবে!

প্রস্থান

বাণী। যাব—যাব, কোথায় যাব? ওগো! তুমি কি ততদিন বেঁচে—ওঃ ভগবান! এ কি নিষ্ঠুর বজ্রাঘাত! জন্মের মত চ'লে যাবে, জেনেও যাবে না যে, এই হৃদয়হীনা পাষাণী আজ তোমায় কত ভালবাসে! আজ তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল পরকালের একমাত্র তপ, একমাত্র প্রার্থিত! তুমিই তো বলেছ, উচ্চকণ্ঠে আমায় শুনিয়ে ব'লেছ—আমি তোমার স্ত্রী! তবে আমাকে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখলে কেন? আমায় যেতে বারণ ক'রেছ কেন? তোমার প্রতি যে অত্যাচার ক'রেছি একি তারি শাস্তি? তাই হ'ক, তোমার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব! তোমার শেষ আজ্ঞা আমি পালন ক'রব! আমি যাব না—যাব না—যাব না—

বাণ-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেল

ষষ্ঠ দৃশ্য

আসাম অঞ্চলের গ্রাম্যপথ

সুধাকর ও অম্বর

সুধাকর। আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাই, এতটা দূর পথে তুমি যাবে, একা—আর এমন অসুস্থ।

অম্বর। না আমায় মাপ কর সুধাকর, এ সময় তুমি গেলে চ'লবে না। তাহ'লে যার জন্তে প্রাণপাত করলেম, সে সবই পণ্ড হবে, আমার সাধের চতুষ্পাঠী উঠে যাবে। তুমি কেবল আমায় একখানা কোল-কাতার টিকিট কিনে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো, আর তোমার কিছু ক'রতে হবে না।

সুধা। তোমার তো দেখছি এখনও জ্বর। মাঝে মাঝে জ্বরের ধমকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়, পাঁচ সাত ঘণ্টা হুঁসই থাকে না। পথে যদি সে রকম হয়, কে দেখবে। শেষে বেঘোরে মারা যাবে।

অম্বর। মরা বাঁচা এই (কপালে করাঘাত) সেজন্য তুমি ভেবো না, তুমি আমার কি না জান, যখন একা রাজনগর থেকে চলে এলেম, পথে তুমি আমার সঙ্গ নিলে। তোমায় না পেলে কি এত অল্প দিনে এত কাজ করতে পারতুম।

সুধা। তবে আজ এই বিপদের সময় আমায় সঙ্গে নিচ্চো না কেন?

অম্বর। না, এবার আমি একা যাব, আমার প্রাণ টেনেছে। সুধাকর, আমি আর বাঁচব না; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার রাজনগরে যাব। রাজনগরে—সেই মন্দির প্রাঙ্গণে, সেই গোপীকিশোরের সামনে। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে একবার বাণীকে ব'লবো—কেমন,

তোমার বিশ্বাস রাখতে পেরেছি তো ? আমি মরতেই চাই—ভাই, আমি মরতেই চাই ; তবে এখানে নয়—সেখানে—যে দেবতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার পূর্ণ ফল তাঁরই চরণে নিবেদন ক'রে দিয়ে !

সুধা। ছি ভাই, ছি, মৃত্যুর কথা ব'লে যাবার সময় আর আমায় কষ্ট দিও না, অম্বর ! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না এ অবস্থায় তোমায় একা ছেড়ে দিতে আমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে।

অম্বর। বুঝতে পাচ্ছিনে ! তোমার মতন বন্ধুর হৃদয় যে কি মহৎ তাকি বুঝতে পাচ্ছিনে ; কিন্তু ভাই, তুমি আমায় মাপ কর। এই জনাকীর্ণ সংসারে চিরদিনই যে একা কাটিয়েছি—একা, মা নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, আত্মীয়স্বজন নয়। বন্ধু ! জীবনের এই শেষ ক'বছরে পেয়েছিলুম কেবল তোমায়, আর—যাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে, তাকে ; কিন্তু প্রতিজ্ঞার যোজনব্যাপী ব্যবধান তার ও আমার মধ্যে যে, ইচ্ছা ক'রে সৃষ্টি ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলাম। বিবাহের পরেও তো একা, নিঃসঙ্গ থাকার আনন্দ, পলে পলে প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগ করেছি ! এখন এমনি একাই তো ম'রতে চাই ; নইলে কি জানি দুর্ব্বল হৃদয় যদি প্রাতজ্ঞা রাখতে না পারি ? এ যে আমার ব্রত !

সুধা। তুমি বেঁচে থাকলেও তোমার ব্রত উদ্‌যাপনে ব্যাঘাত হবে না। তোমার ন্যায় সাধু, তোমার ন্যায় সংযমী, তোমার ন্যায় ব্রতধারীর সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না ভাই। কেন মিছে ভয় কচ্ছ ? কেন তার জন্য এমনি ক'রে—স্ব ইচ্ছায় মৃত্যুর কামনা কচ্ছ ? মৃত্যুর কামনা করাও তো পাপ !

অম্বর। পাপ পুণ্যের অতীত স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাই! এখন আর সে বিচার নয়, এখন কোনও রকমে এই দেহটাকে টেনে নিয়ে সেই রাজনগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারলে হয়। তুমি আমায় ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো, আমার সঙ্গে যাবার জন্য আর অনুরোধ ক'রো না; আমি একা এসেছি, একা যেতে চাই—একা! ভগবান করুন, যেন তাকে একবার দেখে, তাকে এই শেষ কথা ব'লে যেতে পারি যে, আমি ম'রে গেলেও সে চিরসধবা থাকবে। আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই! তুমি এস ভাই, এস আর দেরী ক'রো না।

সুধা। চল, কি ক'রব—তোমার কথাই রাখব, তোমার কাজ নিয়ে এইখানেই থাকব।

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

শিয়ালদহ ষ্টেশন—প্লাটফরম

একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর হাণ্ডেল ধরিয়া ডাক্তার জগতিবাবু ও রমাবল্লভ দাঁড়াইয়া আছেন; গাড়ীর ভিতরে বেঞ্চে বসিয়া বাণী

জগতি। এই ঝড় জলের দিন না বেরিয়ে, একটা দিন অপেক্ষা ক'রে গেলেই হ'ত?

রমা। যদি একটা দিনও অপেক্ষা করবার মত সময় থাকত, তাহ'লে কি ঐ কচি মেয়ে নিয়ে এই দুর্য্যোগে মেঘনা পদ্মা পার হ'তে বেরুই? তারপর মেয়েটাকে আবার রেখে যেতে হবে চাঁদপুরে—ওর মাসীর বাড়ীতে, তারপর আমি যাব আসামে।

জগতি। কেন, বাণীকে সেখানে নিয়ে যাবে না।

রমা। কি ক'রে নিয়ে যাব, কোথাই বা নিয়ে যাব। তার শেষ চিঠিতে যা লিখেছে,তাতে মনে হয়এক'দিনে সে আছে কিনা তারই বা ঠিক কি।

জগতি। তা বাণীকে আমার ওখানে রেখে গেলেই তো পারতে? যদি বাণী সেইখানেই না যায় তো মাঝখানে চাঁদপুরে রেখে যাওয়া কেন? তোমার সঙ্গে কতদিন পরে যে দেখা—যাই হ'ক বাল্যবন্ধু ব'লে একরাত্তির জন্যও যে আমার বাড়ী গিয়ে উঠেছিলে তাতে যে আমার কি আনন্দ হ'য়েছে—তা তো উপভোগ ক'রতেই পারলুম না তোমাদের এই দারুণ বিপদের কথা শুনে। যাক্—ভগবান মঙ্গল করুন—অম্বরকে সুস্থ দেখে তাকে নিয়ে ফেরবার মুখে আমার ওখানে গিয়েই উঠো।

রমা। তাই বল ভাই, তাই বল, তাকে সুস্থ দেখে যেন ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি; কিন্তু আমার এমন অদৃষ্ট কি হবে? আমাদের ট্রেণের আর কত দেরী?

জগতি। এখনো ঢের দেরী—প্রায় একঘণ্টা। তুমি যে ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়লে, নইলে আমার বাড়ী তো এই হ্যারিসান রোডে—দু'মিনিটে আসা যায়।

রমা। ব্যস্ত না হ'য়ে কি করি ভাই, মেয়েটার মুখের দিকে যে আর চাইতে পারিনে।

(নেপথ্যে কোলাহল)। এই হট্ যাও—হট্ যাও—

ব্যস্তভাবে একজন লোকের প্রবেশ

লোক। তাই তো—এখানে কি কেউ ডাক্তার নেই! হায়—হায়,লোকটা বেঘোরে মারা যাবে! রেলের ডাক্তার—রেলের ডাক্তার কেউ থাকেনা।

রমা। ও হে, কে ডাক্তার খোঁজে দেখ।

জগতি। তাই তো, ও মশায় শুনুন, শুনুন, ডাক্তার কেন, কোন accident হ'য়েছে কি?

লোক। না মশায় accident নয়, একজন প্যাসেঞ্জার—

জগতি। কি হ'য়েছে তার?

লোক। থার্ডক্লাস কম্‌পার্টমেণ্টে ছিল মশায়, সঙ্গে কেউ নাই। চাঁদপুরের 'মেল' এলো না, ঐ প্লাটফরমে—সেই গাড়ীতে, আছে কি নেই সন্দেহ —বোধ হয় ব্যারামে ভুগছিল। ধরাধরি ক'রে নামান হ'য়েছে। মূর্চ্ছো ব'লে নিয়ে যাচ্ছিল morgueএ, আমি রুকিছি, কি জানি—বেঁচে থাকতেও তো পারে? হায়—হায়, একখানা ষ্ট্রেচার আর একজন ডাক্তার হলে—যদি বেঁচে থাকে, গরীব হ'লেও মানুষ তো, কি বলেন মশায়—

জগতি। ডাক্তার? ডাক্তার খুঁজছেন, চলুন—দেখে আসি।

লোক। মশায় ডাক্তার! চলুন—চলুন—আঃ ভগবান রক্ষা ক'রেছেন— আসুন—আসুন—

উভয়ের প্রস্থান

রমা। আমিও যাব নাকি?

জগতি। (যাইতে যাইতে) না—না, তুমি এইখানেই থাক।

রমা। দেখ, ভাগ্যি জগতি ছিল, তবুও একটু সাহায্য পাবে; ভগবানের খেলা, বোধ হয় পরমায়ু আছে। নইলে এমন সংযোগ হবে কেন।

বাণী। বাবা, ট্রেণ ছাড়তে আর দেরী কত?

রমা। ঐ তো শুনলে মা, তোমার কাকাবাবু ব'ল্লেন এখনও ঘণ্টা খানেক দেরী আছে।

বাণী। লোকটা ব'ল্লে না—চাঁদপুরের 'মেলে' এলো ?

রমা। হাঁ।

বাণী। আমরাও তো যাব সেই চাঁদপুরে।

রমা। হাঁ মা, তোমায় সেখানে রেখে আমি যাব আসামে গুরুগ্রামে।

বাণী। (স্বগত) আমায় তুমি যেতে বারণ ক'রেছ কিন্তু আমার প্রাণের ভেতর কে যেন ব'লছে বাবার সঙ্গে যেতে, ওঃ এক এক মুহূর্ত্ত যাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে যেন এক একটা যুগ। বাবা, একটু প্লাটফরমে বেড়াব ? এখনো তো ট্রেণের দেরী আছে ?

রমা। না মা, কাজ নেই, তুমি বসেই থাক।

বাণী। (স্বগত) আর যে ব'সে থাকতে পারিনে।

জগতির পুনঃ প্রবেশ

রমা। কি হে, কি দেখে এলে ?

জগতি। একজন থার্ডক্লাশ প্যাসেঞ্জার, young boy, বাইশ চব্বিশ বছর বয়স হবে। চেহারা দেখে বোধ হ'ল—ভদ্রলোকের ছেলে ;) কিন্তু অবস্থা বড়ই খারাপ—অনেক দিন থেকেই রোগে ভুগছিল।

রমা। আছে ?

জগতি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নেই, কিন্তু এখনও আছে—আমি হাসপাতালে পাঠাবার কথাই ব'লে এলুম—(ঠিক ঠিক চিকিৎসা হ'লে বাঁচতেও পারে। এমন অবস্থাতেও রুগী ফিরেছে দেখেছি।)

নেপথ্যে। এই হট্ যাও—হট্ যাও—

নেপথ্যে। এই ধীরেসে—ধীরেসে—হুঁসিয়ার—বহুত হুঁসিয়ার—

জগতি। ঐ নিয়ে আসছে।

কতিপয় লোকের ষ্ট্রেচারে করিয়া অম্বরকে লইয়া প্রবেশ

১ম লোক। আস্তে ভাই, আস্তে। ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন এখনো চিকিৎসা হ'লে বাঁচতে পারে, চল—কাছে Campbeil সেইখানে নিয়ে গিয়ে তুলি—

২য় লোক। একটু নাবাই মশাই হাতটা ভেরে গেছে—

১ম লোক। বেশ ভাই সব নাবাও। মূর্চ্ছা ব'লে কোন কুলি ঘেঁষলো না, নাই আসুক, ভালই হ'য়েছে, দেখছো গলায় পৈতে? ব্রাহ্মণ—আমরা নিয়ে যাই সেই ভাল।

২য় লোক। ওহে চোখ চাইচে—না? দেখ দেখ, কি যেন বলবার চেষ্টা করচে—না?

১ম লোক। হ্যাঁ হে হাঁ, তোল তোল, বাঁচবে মনে হ'চ্ছে—বাঁচবে।

বাণী। (গাড়ী হইতে) বাবা! বাবা! ও কে বাবা—দেখ—দেখ—ও কে—

রমা। সেই লোকটা মা!

বাণী গাড়ী হইতে হঠাৎ পাগলিনীর মত নামিয়া সেইদিকে ছুটিল

জগতি। কে—কে—মা?

বাণী। স্বামী! কাকাবাবু···আমার স্বামী।

জগতি। তোমার স্বামী?

বাণী। হ্যাঁ আমার স্বামী, এতদিন পরে আমার কাছে ফিরে এসেছে—আমার স্বামী! আমার স্বামী!

এই বলিয়া অম্বরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল

অষ্টম দৃশ্য *

জগতিবাবুর বাড়ী

রমাবল্লভ ও জগতিবাবু

রমাবল্লভ অস্থির অবস্থায়

জগতি। মানুষের যা সাধ্য তার কোন ত্রুটী হবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ রুগীর ঘরে তোমারও যাওয়া হবে না—বাণীরও যাওয়া হবে না।

রমা। তা হোক্। কি বুঝছ? ফিরে পাব?

জগতি। সে কথা এখন কেউ ব'লতে পারে না, না ফেরাই সম্ভব, কিন্তু—আশার কথা এই, এই অবস্থা থেকেও রুগীকে ফিরতে দেখা গিয়েছে।

রমা। অম্বর যদি না ফেরে বাণীকেও আর আমি ফিরে পাব না। ওঃ! কি জোর বরাতই ক'রেছিলুম, এক সঙ্গে মেয়ে জামাই হারালুম। মহা পুণ্যবতী তিনি—এ সব দুর্দ্দৈব সহ্য ক'রতে হবে না, তাই আগেই স্বর্গে চ'লে গেলেন, রেখে গেলেন মহাপাতকী আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে এই যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্য।

অন্য একজন ডাক্তারের প্রবেশ

২য় ডাঃ। ইন্‌জেশনের সবই ঠিক করা হ'য়েছে।

জগতি। পাল্‌স—সেই রকমই তো?

২য় ডাঃ। হ্যাঁ।

---

* এই দৃশ্যটী অভিনয়কালে পরিত্যক্ত হয়

জগতি। চল। আর কাউকে ডাক্‌বার দরকার হবে ?

২য় ডাঃ। দরকার, বোধ হয় না। ত্ব'জন Nurse এর জন্যে তো phone করা হ'য়েছিল, তারাও এসে প'ড়েছে। এদিকে মেয়েটী তো বড় জিদ ধ'রেছে রুগীর ঘর কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

জগতি। কিন্তু তা ব'ল্লে চ'লবে না। রুগীর ঘরে এখন কাউকে নয়। মহা মুস্কিল; আমার বাড়ীর মেয়েরা কেউ নেই। রমাবল্লভ! আমি বাণীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাণীকে একটু বুঝিয়ে তাকে আট্‌কে রেখ; এই সময় নির্ম্মম না হ'লে তো উপায় নেই।

রমা। Nurseএর চাইতে বাণী কি—

জগতি। ওহে, না হে না—সেটা তোমার চাইতে আমরাই ভাল বুঝি।

রমা। কিন্তু—

জগতি। এতে আর কিন্তু নেই। ডাক্তাররা বড় নির্ম্মম না? যদি ভগবান করেন, আমিই আবার বাণীকে পাঠিয়ে দেব। বুঝলে?

প্রস্থান

রমা। আর ভগবান যদি করেন! ভগবান যা ক'রবেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যাই হ'ক, তবু তাঁর অসীম করুণা যে এই অবস্থায় অম্বর আমাদেরই কাছে এসে প'ড়েছে—আর ভাগ্যে জগতির এখানে উঠেছিলুম—

ধীরে ধীরে বাণীর প্রবেশ

বাণী। বাবা! আমায় যে ও-ঘরে থাক্‌তে দিলেন না!

রমা। ব্যস্ত হ'লে কি হবে মা! এ সময় ডাক্তাররা যা বলেন তাই তো করা উচিত।

বাণী। না বাবা! আমি কারুর কথা শুনব না। আমি কাছে থাকতে তাঁর সেবা ক'রবে 'নার্স'! কাকাবাবু আমায় চেনেন না—আমায় জানেন না। মনে করেন আমি ভেঙ্গে পড়ব—না—আমি পাথরের চেয়েও শক্ত। তুমি বুঝিয়ে বল—আমি ও-ঘর ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না।

রমা। বলার কি অপেক্ষা আছে মা! রোগীর সম্বন্ধে ওদের এখন দারুণ সন্দেহ। তোমার কাকাবাবু তো স্পষ্টই ব'লে গেল। যতক্ষণ crisis না কাটে ততক্ষণ রোগী কারুর নয়—সে তাদেরই। এখন তাদের অবাধ্য হ'লে তো চ'লবে না; প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বাণী। কিছু না। কাকাবাবু বুঝতে পারেন নি; কেউ বুঝতে পারবে না। কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তিনি ব'ল্লেন হয় তো তাঁর চেতনা ফিরতে পারে। হয় তো কেন, যিনি এ অবস্থায় তাঁকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা ক'রলে কি না হয়! সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলেন কার দয়ায়? ভগবানের! সে দয়া কি আমি পাব না? কেন পাব না? তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বল—আমি তাঁর সেবা ক'রবো।

দ্বিতীয় ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ

২য় ডাঃ। (বাণীর প্রতি) ডাক্তারবাবু আপনাকে ডাকছেন।

বাণী। আমাকে?

২য় ডাঃ। হ্যাঁ—আপনাকে।

রমা। এখন কেমন?

২য় ডাঃ। পরে সবই জানবেন।

বাণী চলিয়া গেল

রমা। এখনো আছে কি ?

২য় ডাঃ। আপনি আসুন, রোগীর ঘরের পাশেই জগতিবাবু আপনাকে অপেক্ষা করতে বল্লেন।

রমা। আমি একটু রাস্তায় পায়চারি ক'রে আসি, আমার বড় গরম বোধ হ'চ্ছে।

২য় ডাঃ। না—ঘরে fan আছে। বিপদের সময় অতটা nervous হ'লে কি চলে ? আপনার বয়স হ'য়েছে, আপনার মেয়ে তো দেখছি আপনার চেয়ে শক্ত।

রমা। ডাক্তারবাবু জানেন কি—আমার বুকের ভেতর—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

২য়। আসুন—আসুন—স্থির হোন।

উভয়ের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর—রোগীর কক্ষ

ঠিক হাসপাতালে যে ভাবে রোগীরা থাকে, সেই ভাবেই একখানি শয্যার উপরে অম্বরনাথ শায়িত, ঘরে টেবিলে ইন্‌জেক্‌শনের সমস্ত যন্ত্র সাজান। গৃহের এক প্রান্তে জগতিবাবু বাণীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন

জগতি। যতক্ষণ জ্ঞান না ফেরে আশ্বাস দেবার কিছুই নেই। তবে আমরা এখনো হাল ছাড়িনি ; কিন্তু মা, রক্ষাকর্ত্তা ভগবান। তুমি স্থির হয়ে বোস। Nurse দু'জন পাশের ঘরে রইল, তারা মাঝে মাঝে দেখে যাবে। আমরাও সতর্ক রইলেম—এই ইন্‌জেক্‌শনের ফল কি হয় দেখবার জন্যে ; হয় তো জ্ঞান ফিরতেও পারে।

জগতির প্রস্থান

বাণী ধীরে ধীরে শয্যার নিকটে অগ্রসর হইল এবং অম্বরের পাশে নতজানু হইয়া বসিয়া সেই সংজ্ঞাহীন শীতল দেহ ধীরে, অতি সন্তর্পণে, নিজের বুকের কাছে টানিয়া তাহার উপাধানহীন মস্তক নিজের বাহুতে তুলিয়া অশ্রু-ব্যাকুলতা শূন্য স্থির চক্ষেঅম্বরের মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

অম্বর। আমি এ কোথায ? রাজনগর আর কতদূর ?

(স্বর অতি ক্ষীণ। কি বলিল কিছুই বোঝা গেল না)

বাণী। আমি কি ভুল শুন্‌লাম ? এ ঠোঁট কি ন'ড়েছিল ? দোহাই গোপীকিশোর ! আশা দিয়ে নিরাশ করো না। আবার বল—আবার বল।

অম্বর। (অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে) রাজনগর—রাজনগর—আর কতদূর ?

বাণী। কি ? কি ?

অম্বর। আমি এ কোথায় ? রাজনগর—আর কতদূর ?

বাণী। (ধীরে—স্থির কণ্ঠে) আর তো দূরে নেই। তুমি যে আমার কাছে। তোমার বাণীর কাছে আছ। বুঝতে পারছ না ?

অম্বর। কোথায় ? কার কাছে ?

বাণী। তোমার বাণীর কাছে ?

অম্বর। আমার বাণী—আমার বাণী !

বাণী। হ্যাঁ—তোমারই বাণী ! তোমারই স্ত্রী—তোমার দাসী। তোমারই সহধর্ম্মিণী ! ওগো ! আর একবার চেয়ে দেখ, আমার যা বলবার, না শুনে চ'লে যেয়ো না। তোমার চিঠি আমি পেয়েছি ; তুমি জান্‌তে চেয়েছিলে তোমায় ভালবাসি কি না, শোন—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

অম্বর। তুমি আমায় ভালবাস বাণী ?

বাণী। বাসি ! তোমায় আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু তুমি আমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রেছ, আমায় ভালবাস ব'লে স্বীকার করেছ ! আমি তোমার শিষ্যা, তোমার দাসী, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা ক'রবে না কি ?

অম্বর। আবার বল—তুমি আমায় ভালবাস ! এখন আমার মৃত্যু যে কি আনন্দের—কি শান্তির—

বাণী। না—না ও কথা নয়। আর মৃত্যুর কথা কেন ভাবছ ?

অম্বর। কেন ভাবছি—আমায় যে যেতেই হবে বাণী ? বেঁচে থাকলেও তো সেই দূরে—তোমায় ছেড়ে—কোথায় সে আসাম, কোথায় সে অরণ্য—নদী—পর্ব্বত—আমাদের মাঝখানে ব্যবধান রেখে—তার চেয়ে এই তো—এত কাছে—তোমার বুকে মাথা রেখে—তোমার এই ভালবাসা সুখস্মৃতি নিয়ে—পরলোকের যাত্রী হওযাই তো ভাল।

বাণী। আবার কেন দূরে যাবে ? কেন ? এখনো কি অভিমান ! এখনো কি আমার অপরাধ ক্ষমা কর নি ? মঙ্গলময়ের অশেষ দয়ায় তোমায় এ অবস্থায় পেয়েছি, এখন অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের তো আর সম্বন্ধ নেই ! এ নব জীবনে তুমি যে আমারই।

অম্বর। সত্য বাণী ? সত্য ?

বাণী। এর চেয়ে সত্য যে কি, তা তো জানি না ; এ নতুন জীবন যে শুধু তোমার—তা তো নয়, আমারও যে আজ নতুন জীবন। তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত সেই বিবাহের বেদমন্ত্র যে দিনে দিনে, পলে পলে, তিল তিল ক'রে আমায় ভেঙ্গে চুরে, আমার সর্ব্ব পাপ, সর্ব্ব অহঙ্কার, সকল অভিমানকে ভাসিয়ে দিয়ে, আমায় নতুন ক'রে

গ'ড়ে তুলেছে। যে তোমায় শপথ করিয়েছিল, সে বাণী তো আর বেঁচে নেই। আমি এক জন্মের জন্যই শপথ ক'রেছিলুম, জন্ম জন্মান্তর তো বাঁধা দিই নি? এ নতুন জন্মে মৃত্যুর কাছে ভিক্ষা ক'রে তোমায় ফিরিয়ে এনে আমি তোমায় আমার ক'রব।

অম্বর। পারবে বাণী! পারবে?

বাণী। পারব না? কেন পারব না? কেন? আমি কি সতী স্ত্রী নই? না, আমার শরীরে আমার সতীলক্ষ্মী মা, ঠাকুরমায়ের রক্ত বইছে না?

অম্বর। বাণী!—আমার বাণী—আমার বাণী!

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

সংগঠনকারিগণ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	শ্রীভূতনাথ দাস
বংশীবাদক	শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ
তবলাবাদক	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক
হারমোনিয়মবাদক	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
রঙ্গপীঠ সজ্জাকর	শ্রীমাণিকলাল দে

পাত্র-পাত্রীগণ

রমাবল্লভ	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী
মৃগাঙ্কমোহন	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
আদ্যনাথ	শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ
অম্বরনাথ	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
সুধাকর	শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
চাঁদমোহন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হলধর	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নবীন	শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
বিশ্বম্ভর	শ্রীজীতেন্দ্রনাথ ঘোষ
রামশরণ	শ্রীননীগোপাল মল্লিক
রূপরাম	শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

রমণীমোহন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যামিনীমোহন	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সজনীমোহন	শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
পরাণ মণ্ডল	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
মহেশ মণ্ডল	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত
জগতিমোহন	শ্রীশরৎচন্দ্র বসু
মথুর	শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
বিন্দে	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস
জনৈক আরোহী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যাত্রিগণ	শ্রীসত্যেনবাবু, হরিপদবাবু, কমলবাবু, তুলসীবাবু, যতীনবাবু, রাইমোহনবাবু, শশীবাবু, জীতেনবাবু, গিরীন্দ্রবাবু, ননীবাবু, কার্ত্তিকবাবু, রবীন্দ্রবাবু ইত্যাদি
গার্ড	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণপ্রিয়া	শ্রীমতী কুসুমকুমারী
বাণী	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
তুলসী	শ্রীমতী সুবাসিনী
অজ্জা	শ্রীমতী সুশীলাবালা
জহরা	
কেলোর মা	শ্রীমতী সুবাসিনী (ছোট)
দাসী	শ্রীমতী সরোজিনী
প্রতিবেশিনীগণ	শ্রীমতী মতিবালা, হিঙ্গলবালা, উষাবালা, পটলমণি, চারুশীলা ইত্যাদি